Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীগুরুতত্ত্ব ও গীতা

LIBRARY
No.
Shri Shri Ma
BANARAS

আচার্য্য শ্রী গোপাল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No. 1/188
Shri Shri ... mayee Ashram
BANARAS.

শ্রীগুরুতত্ত্ব ও গীতা

আচার্য্য শ্রীগোপাল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

শ্রীসত্যগোপাল গীতাশ্রম,
এলেনগঞ্জ
এলাহাবাদ।

সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

মূল্য তিন টাকা মাত্র।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশক—

শ্রীখগেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী এম, এস-সি

অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক,

প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলিকাতা।

প্রাপ্তিস্থান—

(১) শ্রীসত্যগোপাল আশ্রম,

৬৯এ, এলেনগঞ্জ, এলাহাবাদ—২।

(২) শ্রীগণেশ চন্দ্র বসু

২৮, মহীনাথ পরাল লেন, সালকিয়া, হাওড়া।

(৩) শ্রীখগেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী এম, এস-সি

১৫ডি, একডালিয়া প্লেস, বালিগঞ্জ,

কলিকাতা—১৯।

(৪) সাধনসমর পুস্তকালয়—

২০১, মুক্তারামবাবু ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

(৫) মহেশ লাইব্রেরী—

২।১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

(৬) শ্রীগুরু লাইব্রেরী—

২০৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬।

এবং কলিকাতার অন্যান্য প্রধান প্রধান পুস্তকালয়।

মুদ্রণে—

শ্রীকৃষ্ণা গায়েন, এম, এ।

মুদ্রণিকা

১৩এ, বিপিন পাল রোড,

কলিকাতা—২৬।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No. 1188
Shri Shri ...mayee Ashram
BANARAS.

ওঁ তৎসৎ।

উৎসর্গ পত্র।

সাধন-সমর আশ্রমের

প্রতিষ্ঠাতা

মদীয় আচার্যদেব

ব্রহ্মর্ষি শ্রীসত্যদেব ঠাকুরের

করকমলে

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ ভক্তি-অর্ঘ্যরূপে

প্রদত্ত হইল।

ওঁ স্বস্তিঃ। ওঁ স্বস্তিঃ।। ওঁ স্বস্তিঃ।।।

শ্রীচরণাশ্রিত সন্তান

শ্রীগোপাল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No. ....
Shri Shri Ma ... Ashram
BANARAS.

ওঁ

শ্রীমৎ পরমব্রহ্ম গুরুং বদামি।
শ্রীমৎ পরমব্রহ্ম গুরুং স্মরামি॥
শ্রীমৎ পরমব্রহ্ম গুরুং ভজামি।
শ্রীমৎ পরমব্রহ্ম গুরুং নমামি॥

শ্রীমৎ পরমব্রহ্ম গুরুকেই বলিব। বাক্য তাঁহাকেই প্রকাশ করিবে। কথার অর্থই হইবে তাঁহার কথা।

শ্রীমৎ পরমব্রহ্ম গুরুকেই স্মরণ করিব। মন প্রতি মননে তাঁহারই স্মৃতি বহন করিবে। জানা, চিন্তা করা—তাঁহাকেই স্মরণ করা।

শ্রীমৎ পরমব্রহ্ম গুরুকেই ভজন করিব। কর্মমাত্রই হইবে তাঁহার পূজন, গতিমাত্রই হইবে তাঁহাকে আশ্রয়।

শ্রীমৎ পরমব্রহ্ম গুরুকেই প্রণাম করিব। জীবন হইবে তাঁহারই চরণে প্রণিপাত—একান্ত আত্মভোলা আত্মসমর্পণ।

ওঁ শান্তিঃ! ওঁ শান্তিঃ!! ওঁ শান্তিঃ!!!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No.......1/188
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

ভূমিকা

ওঁ তৎ সৎ

শ্রীগুরবে নমঃ

যে ক্ষেত্রে গ্রন্থে আলোচিত বিষয়বস্তুর সহিত গ্রন্থকারের জীবন ও কর্ম্মপদ্ধতি বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট, সে ক্ষেত্রে গ্রন্থারম্ভে গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত জীবন-পরিচয় প্রদত্ত হইলে গ্রন্থের সহিত পাঠকের পরিচয় অধিকতর বাস্তব হইতে পারে মনে করিয়াই তাঁহার জীবনের এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই গ্রন্থের ভূমিকারূপে গৃহীত হইল।

গ্রন্থকার বর্তমানে এলাহাবাদে শ্রীসত্যগোপাল আশ্রমের আচার্য এবং শ্রীগোপাল ঠাকুর নামে সুপরিচিত। স্বনামখ্যাত ব্রহ্মর্ষি শ্রীসত্যদেব ঠাকুর মহাশয়ই ছিলেন ইঁহার পরমারাধ্য গুরুদেব। বহু শিক্ষিত অশিক্ষিত নরনারী ইঁহার শ্রীচরণে আশ্রয়লাভ করিয়া ধন্য ও কৃতকৃত্য বোধ করিতেছেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতামৃতপিপাসু নানাস্থানের বহু শ্রোতা তাঁহার অপূর্ব্ব জ্ঞানগর্ভ, ভাবপূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী গীতা ব্যাখ্যা ও প্রবচন শ্রবণ করিয়া, অর্জ্জুনের প্রতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গুহ্যাতিগুহ্য, দুর্বোধ্য ও রহস্যপূর্ণ উপদেশের মর্ম অবধারণ করিবার আলোকপ্রাপ্ত হইতেছেন ও তাঁহাদের বহু সংশয়ের সমাধান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতেছে। পরন্তু এই কার্যে তিনি স্বেচ্ছায় প্রবৃত্ত হন নাই। যে ঘটনা-পরম্পরাকে নিমিত্ত করিয়া গুরুরূপে শ্রীভগবান তাঁহাকে এই জনহিতকর সেবার কার্যে ব্রতী করেন সেই সকল ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই স্থলে দেওয়া হইল।

গ্রন্থকার গত জীবনে কোন এক বিশিষ্ট বীমা-কোম্পানীর অরগ্যানাইজার (organizer) থাকা কালে, কলিকাতায় গিয়া কোম্পানীর নিকট শুনিতে পাইলেন যে তাঁহারা তাঁহাকে পূর্ববঙ্গে বদলী করিতে চাহেন। ঐ স্থান শ্রীগোপাল ঠাকুরের এককালীন রাজনৈতিক কর্মক্ষেত্র ছিল বলিয়া, সেখানে চাকুরী করিতে যাওয়ার আপত্তি কোম্পানী সঙ্গত মনে করিয়া তাঁহাকে আসামে গিয়া কার্য করিবার আদেশ দিলেন। এই ব্যবস্থার কথা শুনিয়া শ্রীশ্রীসত্যদেব ঠাকুর শ্রীগোপাল ঠাকুরকে বলিলেন "তোমার এখন পাটনা পরিত্যাগ করা চলিবে না।" প্রত্যুত্তরে শ্রীগোপাল ঠাকুর বলিলেন, "তাহা হইলে চাকুরী থাকিবে না; কোম্পানীর বেতনভোগী কর্মচারীকে তাহার কর্তৃপক্ষের আদেশ মানিয়া চলিতেই হইবে।" ব্রহ্মর্ষি বলিলেন "চাকুরী থাকুক্ বা নাই থাকুক্, তুমি এখন পাটনাতেই থাকিবে; নিজে ইচ্ছা করিয়া তুমি চাকুরীতে ইস্তফা দিবে না; কোম্পানী তোমাকে ছাড়াইয়া দেয় দিক্।"

ইংরাজী ১৯৩২ সালের এই ঘটনা। শ্রীশ্রী৺সরস্বতী পূজা উপলক্ষে শ্রীগোপাল ঠাকুর তাঁহার গুরুদেবের বরাহ-নগরস্থ আশ্রমে গিয়াছিলেন এবং পূজা অন্তে পাটনায় ফিরিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসিয়া তিনি কোম্পানীকে জানাইলেন যে, কোন ব্যক্তিগত কারণে-বর্তমানে পাটনা ত্যাগ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর নহে ; কোম্পানী যদি দয়া করিয়া তাঁহাদের বদলীর আদেশ প্রত্যাহার করেন ভাল, নতুবা কর্মত্যাগ করা ভিন্ন তাঁহার আর গত্যন্তর থাকিবে না। উত্তরে কোম্পানী জানাইল—"আমরা আপনার পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করিলাম (we accept your resignation)। নিজের দিক হইতে পদত্যাগ পত্র দাখিল করিবার প্রয়োজনই হইল না; চাকুরী আপনা হইতেই অনায়াসে চলিয়া গেল।

বৃহৎ পরিবার—স্ত্রী-পুত্র-কন্যাসহ নয় দশজন পোষ্যবর্গ-প্রতিপালনের দায়িত্বভার যখন তাঁহার উপর ন্যস্ত ছিল, তখন নিজে পদত্যাগ না করিলেও পরম-চক্রীর চক্রান্তে তাঁহার চাকুরী চলিয়া গেল। ১৯৩২ সনের ১লা মার্চ হইতে শ্রীগোপাল ঠাকুর সপরিবারে আকাশবৃত্তি গ্রহণ করিলেন। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, কেহই তাঁহার এই আকস্মিক অবস্থা বিপর্যয় সুনজরে দেখিতে পারিলেন না। কেহ কেহ শ্রীগোপাল ঠাকুরের এই স্বয়মাগত অবস্থাকে স্বচ্ছন্দে মানিয়া লইতে রাজী হওয়ার মধ্যে মস্তিষ্কবিকৃতির সুস্পষ্ট লক্ষণ দেখিতে পাইলেন। একমাত্র তাঁহার শ্রীগুরুদেবই সহৃদয়তার সহিত সমস্ত অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে ব্রহ্মর্ষিদেব জলপথে গৌহাটী গিয়াছিলেন। সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি ভগ্নস্বাস্থ্য হওয়া সত্ত্বেও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাটনায় গিয়া একবার স্বীয় সন্তানের জটিল জীবনপন্থা স্বচক্ষে দেখিয়া যাওয়ার প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া পাটনায় আসিলেন। একদিন তিনি শ্রীগোপাল ঠাকুরকে নির্জনে গঙ্গাতীরে ডাকিয়া তাঁহার বর্তমান পারিবারিক অবস্থা খুঁটিয়া খুঁটিয়া জানিয়া লইলেন। এক সময়ে তিনি গোপাল ঠাকুরকে বলিলেন, "এ বড় কঠিন পন্থা—এ পথে চলিতে গেলে কাহারও নিকট হইতে যাচ্ঞা করা চলিবে না; ধার করিয়া সংসার চালানো চলিবেনা; নিজের দৈন্য অন্যকে দেখানো চলিবে না; হাসিমুখে জীবনের সকল ভার বহিতে হইবে; নিজের চোখের সামনে স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে অনাহারে মরিতে দেখিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে; পারিবে এ সব?"

শ্রীগোপাল ঠাকুর বিনয়নম্রভাবে উত্তর দিলেন "এ পথে ইতিপূর্বে কখনও আমি চলি নাই, তাই আমি জানিনা এ পথে চলা আমার পক্ষে সম্ভবপর কিনা; কিন্তু আমি যথাশক্তি ও যথাসম্ভব এই পথেই অগ্রসর হইয়া চলিতে চাই।"

ঠাকুর আবার সস্নেহে বলিলেন "বাবা গোপাল, শ্রীভগবানের উপর নির্ভর করিয়াই মানুষ চলিতে পারে—এই সত্য বর্তমানে প্রায় কথার কথায় পরিণত হইয়াছে; জীবন্ত দৃষ্টান্তের একান্ত অভাব; তাই এই সত্য প্রমাণের জন্য যদি একটা পরিবার ধ্বংসও হইয়া যায়, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? লোকেরা সতর্ক হইবে; আর যদি সত্য চোখের সামনে নূতন করিয়া প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে তদ্দ্বারা বহুলোকের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No... 1/188...
Shri Shri Anandamayee Ashram
BANARAS

মহা-কল্যাণ সাধিত হইবে; মানুষ প্রকৃত আশ্রয়ের সন্ধান পাইবে।”

এক সময়ে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন “চাকুরী তো গেল, এখন তুমি কি উপায়ে সমাজ-সেবা করিবে ঠিক করিয়াছ ?” শ্রীগোপাল ঠাকুর প্রশ্নটি সঠিক না-বুঝার ভাব প্রকাশ করিলেন। তখন শ্রীসত্যদেব ঠাকুর বলিলেন—“যতদিন চাকুরী করিয়াছ, ততদিন ঐ চাকুরীর দ্বারাই সমাজ-সেবা সাধিত হইতেছিল; তুমি চাকুরী ছাড়িলেও সংসার সমাজ ছাড়িয়া দূরে চলিয়া যাইতেছ না; সংসারে থাকিয়া কোনও রূপ সমাজ-সেবার ভার না লইলে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয়। চাকুরীর পরিবর্তে এখন তোমার সমাজ-সেবার দায়িত্ব কি ভাবে সম্পন্ন হইবে ?”
শ্রীগোপাল ঠাকুর উত্তর দিলেন—“এরূপ চিন্তাপদ্ধতি ইতিপূর্বে কখনও আমার মনে উদিত হয় নাই; আমি এ বিষয়ে কিছুই ভাবি নাই।” ব্রহ্মর্ষিদেব বলিলেন “এখন হইতে লোককে গীতা ব্যাখ্যা করিয়া শোনানই হোক্ তোমার সমাজ-সেবার উপায়।” শ্রীগোপাল ঠাকুর বলিলেন, “বহুদিন বীমার কার্য করিয়াছি; বীমার কার্য-শিক্ষার একটি ক্লাস খুলিয়াছি শুনিলে দু'চার জন লোক আসিলেও আসিতে পারে, কিন্তু বীমা-কর্মচারীর মুখে গীতা ব্যাখ্যা শুনিতে লোকে রাজী হইবে কেন ?” ঠাকুর শ্রীসত্যদেব বলিলেন “আমি জানি, গীতা ব্যাখ্যা করিবার যোগ্যত তোমার রহিয়াছে; তুমি বলিতে আরম্ভ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর, কেহ শুনুক বা নাই শুনুক।" শ্রীগোপাল ঠাকুর বলিলেন "লোক সংগ্রহ করিয়া গীতা ব্যাখ্যা সুরু হইবে কি করিয়া?" শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন "সে একটা সমস্যা বটে; যাহাই হউক সে ব্যবস্থা আমিই করিব। রমেশকে বলিব সে যেন তাহার বন্ধুবান্ধব লইয়া তাহার বাড়ীতে গীতাপাঠের ব্যবস্থা করিয়া দেয়।" শ্রীরমেশচন্দ্র পাটনা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের একজন কর্মচারী ও ব্রহ্মর্ষি শ্রীসত্যদেবের একজন বিশিষ্ট ভক্ত ছিলেন; কলেজ কম্পাউণ্ডেই ছিল তাঁহার বাসা।

পাটনার কার্য শেষ করিয়া শ্রীশ্রীসত্যদেব ঠাকুর কারমাটারস্থ তাঁহার আশ্রমে ফিরিয়া অনুমান পনের কুড়ি দিনের মধ্যেই দেহরক্ষা করিলেন। শ্রীগোপাল ঠাকুর তাঁহার সঙ্কল্পিত পথে দৃশ্যতঃ একাই চলিতে বাধ্য হইলেন। এইরূপে চাকুরী ছাড়িয়া যাওয়া এবং শ্রীগুরুদেবের তিরোভাবের পর কয়েক বৎসর একদিকে যেমন নিদারুণ অর্থকষ্ট ও তজ্জনিত নানা ক্লেশের ভিতর দিয়া তাঁহার জীবন অতিবাহিত হইল, অপরদিকে স্বীয় আধ্যাত্মিক জীবনের এক সুদৃঢ় অটল ভিত্তি গঠিত হইল। লৌকিক দৃষ্টিতে এই অবস্থা সাতিশয় ক্লেশকর সত্য, পরন্তু তাঁহার জীবন সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত ও অনাসক্ত হওয়ায়, দুঃখ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই; দুশ্চিন্তা তাঁহার মুখে বা ললাটে কখনও রেখাপাত করিতে পারে নাই।

স্বাভাবিক কৌতুকপ্রিয়তা ও উচ্চহাস্য, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ব্যক্তির হৃদয়ের অন্ধকার অন্ততঃ অল্পক্ষণের জন্যও দূর অথবা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লঘু করিয়া দিত ও এখনও দেয়। বহু বৎসরের, এমন কি বহু জন্মের সাধন ভজন ও তপস্যায় যে সকল ফল সাধক লাভ করিতে সমর্থ হন না, গীতায় উপদিষ্ট পরিপূর্ণ আত্ম-সমর্পণ-যোগের মাত্র কয়েক বৎসর সাধনায় তাঁহার সেই সকল দুর্লভ ফল লাভ হইল। শ্রীভগবচ্চরণে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হইয়া সমগ্র পরিবারবর্গের সহিত আকাশবৃত্তি অবলম্বনে জীবন-যাপনের এইরূপ নির্ভীক ও বীরত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত অতি বিরল।

১৯৩২ সনের ঝুলন একাদশীতে শ্রীরমেশচন্দ্রের গৃহে তাঁহার বন্ধুবান্ধব লইয়া গীতা আলোচনা আরম্ভ হয়। সেই গীতা আশ্রয়ে সমাজ-সেবা নানাস্থানে নানাভাবে অদ্যাবধি তাঁহার দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে।

এক সময়ে বরাহনগর সাধন-সমর আশ্রম হইতে "পূজা" নামক এক ত্রৈমাসিক পত্রিকা বাহির হইত। বর্তমান গ্রন্থকার তাহাতে "গীতায় গুরুতত্ত্ব" শীর্ষক এক ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখিতেছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর সত্যদেব বলিতেন যে, প্রবন্ধে বুদ্ধিযোগের কথা যেন বিশেষভাবে লিখিত হয়। এইরূপ করিতে গিয়া বুদ্ধিযোগের কথায় ক্রমে বেশী জোর ও গুরুতত্ত্বের কথা গৌণ হইয়া যাইতে আরম্ভ হইল। নিজের অনিশ্চিত জীবনের জটিলতার জন্য কাগজে প্রবন্ধ পাঠাইতে বিলম্ব হইলে বা প্রবন্ধ আদৌ না পাঠাইতে পারিলে শ্রীশ্রীঠাকুর অসন্তুষ্ট হইতেন। একবার তিনি গ্রন্থকারকে লিখিলেন—"মা তোমাকে লিখিবার সামর্থ্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিয়াছেন, তুমি তাহার সদ্ব্যবহার না করিয়া প্রত্যবায়ভাগী হইতেছ।”

একদিন আশ্রমে গুরুশিষ্যসম্পর্ক বিষয়ে কথা হইতেছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর সত্যদেব বলিলেন যে এই সম্বন্ধে যাহার যাহা খুসী বিরুদ্ধ সমালোচনা করিতে পারেন, কিন্তু গুরুতত্ত্বের পক্ষে কেহ কিছু বলেন না ; যাঁহারা এ বিষয়ে বলিতে সক্ষম, তাঁহারাও রহস্যবিদ্যা হিসাবে গুরুশিষ্যসংবাদ গোপনেই রাখিয়াছেন ; এখন এ বিষয়ে প্রকাশ্য আলোচনার সময় আসিয়াছে। গ্রন্থকারকে শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন “তুমি গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে লিখিতে আরম্ভ কর।”

শ্রীশ্রীগুরুদেবের সেই ইচ্ছাই শিরোধার্য করিয়া গ্রন্থকার এই বিষয়ে পুস্তক লিখিবার সংকল্প করেন। “পূজা” পত্রিকায় গুরুতত্ত্ব বিষয়ে প্রবন্ধ প্রকাশ করা ব্যতীত, তিনি নানাস্থানে গীতাব্যাখ্যা প্রসঙ্গে গুরুতত্ত্ব বিষয়েও বিশদভাবে আলোচনা করিতেন। বস্তুতঃ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা গুরুশিষ্য-সংবাদমাত্র ; ইহার বিভিন্ন অধ্যায়ে ও বিভিন্ন শ্লোকে গুরুতত্ত্বের যে অপূর্ব মহিমা ও মাধুর্য নিহিত আছে, তাহা বোধ হয় তিনিই সর্ব-প্রথম সাধক-সমাজের তথা সুধীজনের সম্মুখে উদ্ঘাটিত করেন। ভূমিকা লেখক ও তাঁহার অন্যান্য ধর্মবন্ধু—যাঁহাদের গুরুতত্ত্বের এই অপূর্ব ব্যাখ্যা শুনিবার সৌভাগ্য ঘটিয়াছে—তাঁহারা সকলেই কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করিয়া থাকেন যে তাঁহাদের জীবনে শ্রীগুরুর অপার মহিমার কিরণসম্পাত আচার্যদেবের অতুলনীয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাষণেরই ফলেই সম্ভব হইয়াছে। আমরা জানি যাঁহারা গুরুবাদে বিশ্বাস করিতেন না—আত্মলাভের জন্য জীবনে দীক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিতেন না—এমন অনেকে আচার্য-দেবের গুরুতত্ত্বের ব্যাখা শুনিবার পর সদ্‌গুরুর আশ্রয় লাভ করিয়া কৃতার্থ বোধ করিয়াছেন। বস্তুতঃ তাঁহার গুরুতত্ত্বের এই প্রাণস্পর্শী ব্যাখ্যা এক অভিনব সৌন্দর্য ও মহিমামণ্ডিত হইয়া সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীকে বিমুগ্ধ ও অভিভূত করিত—শ্রীগুরুকে অতি নিকট—অতি আপন—অতি ঘনিষ্ঠ বলিয়া অনুভব করা তাঁহাদের পক্ষে সহজ হইত। যে তত্ত্ব এতদিন পরম গুহ্য ও দুরূহ বলিয়া বিবেচিত হইয়া আসিতেছিল, তাহা যে সকল সাধকের পক্ষেই সরল ও সুখবোধ্য হইতে পারে, আচার্যদেব তাঁহার ব্যাখ্যা দ্বারা তাহাই সম্ভব করিয়া তুলিয়াছেন। কেবলমাত্র দীক্ষাগ্রহণ করিলেই যে প্রকৃত গুরুলাভ হয় না, বাহিরে দেহধারী মনুষ্যরূপে যাঁহাকে বরণ করা হয়, অন্তরে তিনিই যে, দীক্ষার পূর্বে ও পরে—সর্ব-কালে—সর্বাবস্থায়—আত্মা ও অন্তর্যামীরূপে নিত্য বিরাজমান থাকিয়া সাধককে "অসৎ" হইতে "সতে", "তমঃ" হইতে "জ্যোতিঃ"তে এবং "মৃত্যু" হইতে "অমৃতত্বে" লইয়া যান—নিতান্ত আপনার জন হইয়া শিষ্যকে সর্বতোভাবে কৃতকৃত্য করিয়া তুলেন, আচার্যদেবের ব্যাখ্যায় এই সত্য, কতকত ভক্তজনের হৃদয়ে নব নব আশা ও উদ্দীপনার সঞ্চার করিয়াছে; তাঁহারা পরিপূর্ণ উৎসাহে সত্যলাভের পথে অগ্রসর হইয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আচার্যদেবের বিভিন্ন সময়ের গুরুতত্ত্বের ব্যাখ্যা ও "পূজা"য় প্রকাশিত তাঁহার "গীতায় গুরুতত্ত্ব" বিষয়ক প্রবন্ধই কতকটা রূপান্তরিত ও পরিবর্তিত হইয়া "শ্রীগুরুতত্ত্ব ও গীতা" নামক পুস্তকাকারে এখন প্রকাশিত হইল।

গুরুগতপ্রাণ এই মহাত্মার লেখনীপ্রসূত এই গ্রন্থপাঠে সকলেই যে পরম উপকার লাভ করিবেন, এ বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ নাই। শ্রীগুরুই যাঁহার প্রাণ ও আত্মা, তিনিই দুরূহ গুরুতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিবার সত্যকারের অধিকারী। যাঁহার সাধন-জীবন গীতার উপদেশে গঠিত, বহু বৎসর ধরিয়া যিনি গীতার সুগভীর তত্ত্বসমূহ স্বীয় জীবনে উপলব্ধ জ্ঞানের আলোকে পরিপূর্ণ আস্থা ও ভক্ত্যোচিত বিনয়ের সহিত ব্যাখ্যা করিতেছেন, গীতার উপদিষ্ট কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি যাঁহার জীবনে পূর্ণ সামঞ্জস্য লাভ করিয়াছে, কর্মমার্গে, জ্ঞানপ্রবর্তিত কর্মে ভক্তিলব্ধ শক্তি প্রয়োগ করিয়া ভগবৎ উদ্দেশে গুরুরূপী তাঁহারই আদিষ্ট সেবাকার্য করিতে যিনি অভ্যস্ত, যাঁহার মন, বুদ্ধি, প্রাণ সকলই শ্রীশ্রীগুরুদেবে অর্পিত, এমন পুরুষের লেখনী-প্রসূত "শ্রীগুরুতত্ত্ব ও গীতা" গ্রন্থ ধর্মপিপাসু পাঠক পাঠিকার হস্তে অর্পণ করা হইল।

অলমিতিবিস্তরেণ

শ্রীসুধীর গোপাল মুখোপাধ্যায়
অধ্যাপক, বি. এন্. কলেজ,
পাটনা।

শ্রীপঞ্চমী, ১৩৬০ সাল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীগুরুতত্ত্ব ও গীতা

'প্রিয়ায় প্রিয়তমায় গুরবে পরমাত্মনে'

শ্রীগুরু শ্রীভগবানেরই একটি রহস্যময় নাম—গুরুরূপ তাঁহারই জ্ঞানঘন লীলাবিগ্রহ। ব্যবহারিক ভাষায় শিক্ষাদাতা মাত্রকেই গুরু বলা হয়, শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিমাত্রকেই গুরুজন বলা হয়। ইহা গুরুশব্দের গৌণ প্রয়োগ। শ্রীগুরু বলিতে একমাত্র তাঁহাকেই বুঝিতে হইবে, যিনি ব্রহ্মবিদ্যার উপদেষ্টা ও শিক্ষক। আমরা এখানে তাঁহার কথাই বলিতে বসিয়াছি।

আধুনিক শিক্ষিত সমাজের বহুলোক এই 'গুরু' ব্যাপারে আস্থাহীন। বর্ত্তমান ধর্ম্মের গ্লানি, সমাজের শোচনীয় পরিস্থিতির জন্য তাঁহাদের অনেকে আবার প্রচলিত গুরুবাদকেই বিশেষভাবে দায়ী বলিয়া মনে করেন। পূর্ব্বকালে আমাদের দেশে শ্রীগুরু সম্বন্ধে এ জাতীয় মনোভাব সম্পূর্ণ অজ্ঞাতই ছিল। হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্গত নানামতের নানাপথের বহু সম্প্রদায় বিদ্যমান। তাহাদের মধ্যে প্রচলিত সাধনপন্থায় যত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিভিন্নতাই থাকুক না কেন, সাধনায় শ্রীগুরুর একান্ত প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তাহারা সকলেই প্রায় নিঃসন্দেহ। 'প্রায়' বলিলাম এই জন্য যে আধুনিক সময়ে হিন্দু বলিয়া স্বীকৃত সমাজেও এমন দু'একটি সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে যাঁহারা গুরুতত্ত্বে পূর্ণ আস্থাবান নহেন। ভারতবর্ষে বিদেশীয় সভ্যতার অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মেরও এক নব রূপ এদেশে আবির্ভূত এবং প্রচারিত হইল। সে ধর্মে গুরুতত্ত্ব প্রত্যক্ষভাবে স্বীকৃত হয় নাই। এই সভ্যতা, এই ধর্ম আশ্রয় করিয়া যাঁহারা বড় হইয়াছেন, তাঁহাদের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া যাঁহারা নূতন করিয়া বড় হইবার জন্য প্রলুব্ধ হইলেন, তাঁহারা জ্ঞানে অজ্ঞানে ধর্মে ও কর্মে এই নূতন আদর্শ অনেকখানি মানিয়া লইলেন। গুরুতত্ত্বে অশ্রদ্ধা এই নূতন পরিস্থিতিরই ফল। প্রাচীন ভারতে গুরুতত্ত্বে অবিশ্বাসের কোন অবসরই ছিল না। হিন্দুর সর্ব্বস্ব, হিন্দুর গৌরব, জগতের ভরসা 'উপনিষদ'—গুরুশিষ্য-সংবাদ রূপেই আবির্ভূত হইয়াছে। বর্ণাশ্রমী হিন্দুর জীবনের ভিত্তি গঠিত হইত শ্রীগুরুর পদপ্রান্তে। আজকাল গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধীয় সংশয় ব্যক্তিগতভাবে বা সমষ্টিগতভাবে যেখানে যে ভাবেই প্রকাশিত হউক, তাহার মূলে রহিয়াছে এই পাশ্চাত্য আদর্শের প্রেরণা। যেহেতু ধর্মে, সেইজন্যই শ্রীগুরুতে অবিচলিত শ্রদ্ধা হিন্দুর ধর্ম ও সমাজ-গঠনের মৌলিক উপাদান।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অপরদিকে যাঁহারা গুরুবাদ মানেন, গুরুবরণ করিয়াই যাঁহাদের সাধনা আরম্ভ হয়, তাঁহাদেরও গুরুসম্বন্ধীয় বোধ সংশয়াতীত নহে। অনেকেই জানেন না বা জানা আবশ্যক বোধ করেন না, গুরু কি এবং গুরুর সঙ্গে তাঁহার কিংবা তাঁহার সাধনার সত্য সম্পর্ক কি। ফলে গুরুসম্বন্ধীয় সংশয়াত্মক আলাপ আলোচনা তাঁহাদের গুরুর সঙ্গে আত্মীয়তা-বোধ দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইবার অন্তরায়রূপেই নিত্য বিদ্যমান থাকে।

গুরুবাদ অজ্ঞাতকাল হইতে এদেশে চলিয়া আসিয়াছে, অতএব সেই জোরেই ইহার বাঁচিয়া থাকা উচিত, ইহা বলা আমাদের অভিপ্রায় নয়। কিন্তু যে পদ্ধতি বহুজনমান্য হইয়া বহুকাল চলিতে পারিয়াছে, যে অনুশাসন শিরোধার্য্য করিয়া ভারতে জ্ঞানের উপনিষদ্‌রূপ প্রাপ্তি সম্ভবপর হইয়াছে, তাহা যে সত্যমূলক হওয়ারই সম্ভাবনা বেশী, সত্যান্বেষী ব্যক্তিমাত্রেরই এরূপ মনে করা স্বাভাবিক। তবুও সমষ্টিগত মানবমন আজ পর্য্যন্ত জ্ঞানের যে পর্য্যায়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, সেই জ্ঞানেরই আলোকে গুরুতত্ত্বকে নূতন করিয়া যাচাই করিয়া লইবার প্রয়োজন হইয়াছে। সেই জ্ঞানের বিচারে গুরুতত্ত্ব যদি অচল বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তবে আমাদের কর্ত্তব্য এই গুরুতত্ত্বমূলক মতবাদ এবং তদনুকূল সাধনপদ্ধতি সম্যক্ পরিবর্জন করা। আর যদি দেখা যায় গুরুতত্ত্ব একটা মত মাত্র নহে, ইহা সত্য-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লাভের অভ্রান্ত পথ, তবে আমাদের কর্ত্তব্য হইবে অবিচলিত শ্রদ্ধার সঙ্গে সজ্ঞানে ইহাকে নূতন উদ্যমে গ্রহণ করা। সাধনলব্ধ, পুরুষানুক্রমে সুপরীক্ষিত, সত্যপথকে অজ্ঞানে অবহেলা করা কল্যাণকামী মানবের পক্ষে সুবুদ্ধির কার্য্য নহে। ভ্রান্ত মত এবং পথকে সর্বপ্রযত্নে বর্জন করার সামর্থ্য এবং সত্য মত এবং পথকে দৃঢ় অধ্যবসায়ে ধরিয়া রাখিবার প্রচেষ্টাই জীবিত মানুষের ধর্ম।

শ্রীগুরুতে অবিশ্বাসকে বিশ্লেষণ করিতে গেলে ইহার পশ্চাতে আমরা দেখিতে পাইব ধর্মে অনাস্থা এবং তাহারও মূলে দেখিব ভগবানে অবিশ্বাস। ধর্ম যদি হয় অনাবশ্যক ঝঞ্ঝাট, ভগবান যদি হন অবাস্তব কল্পনা, তবে গুরু এবং গুরুতত্ত্ব সত্যই অবাস্তর। ধর্মের জন্য, ভগবানের জন্যই গুরুর প্রয়োজন। সেই ধর্মের আপদ যদি চুকিয়া যায়, ভগবানকে যদি না থাকানো যায়, তবে শ্রীগুরু অনায়াসেই যাইবেন। তাঁহার তত্ত্ব কেন, তাঁহার সম্বন্ধে কোন আলোচনারই প্রয়োজন হইবে না।

এখন ভগবানে বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা। কেহ ভগবানে বিশ্বাস করেন এবং কেহ বা করেন না। এই দুইটি বিভাগ যদি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে অর্থাৎ যাঁহারা ভগবানে বিশ্বাস করেন বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা যদি সত্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সত্যই ভগবানকে বিশ্বাস করিয়াই জীবন যাপন করিতেন—আর যাঁহারা বিশ্বাস করেন না, তাঁহারা যদি পুরাপুরিই ভগবানকে অবিশ্বাস করিয়া চলিতেন, তাহা হইলে এই ভগবানে বিশ্বাস করা না করার ফলাফল বিচারের সমস্যাটা অত্যন্তই সহজ হইয়া যাইত। এইরূপ হইলে এই বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রতিক্রিয়া জীবনের উপর সুস্পষ্ট হইয়া প্রকাশ পাইতে পারিত।

পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষ যখন ব্যবহারিক দিক দিয়া জগতের সঙ্গে প্রায় বিচ্ছিন্নই ছিল, তখন এই ভগবানে বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথাটা বহুলাংশেই ছিল ব্যক্তিগত। কিন্তু বর্তমান জগতে মানুষের সঙ্গে মানুষের ভাবের ও ব্যবহারের অধিকতর ঘনিষ্ঠতা এবং যাবতীয় বিশিষ্ট কর্মপ্রচেষ্টা ব্যক্তিমূলক না হইয়া কম বেশী সমষ্টিমূলকভাবে প্রবর্ত্তিত হওয়ার ফলে, এই বিশ্বাস বা অবিশ্বাসও সমষ্টিগত ভাবেই গৃহীত হইতেছে। কোন একজন ব্যক্তির বিশ্বাসমূলক সিদ্ধান্তকে অনুসরণ করিয়া যাঁহারা চলেন তাঁহাদিগকে আমরা বিশ্বাসী এবং কাহারও অবিশ্বাসমূলক সিদ্ধান্তকে শিরোধার্য্য করিয়া যাঁহারা চলেন তাঁহাদিগকে অবিশ্বাসী বলি।

বিশ্বাস বা অবিশ্বাস অন্তরের বস্তু ; মানা বা না মানা বাহ্য ব্যবহার মাত্র। এই মানা বা না মানা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানুষের কর্মজীবনের সুবিধা অসুবিধা-বোধের উপরই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রতিষ্ঠিত। যাহাদের ভগবান, ধর্ম বা শ্রীগুরু-বিষয়ক মতামত ব্যক্তিবিশেষের মতামতের স্বীকৃতি বা প্রতিধ্বনি মাত্র, তাহারা কখনই নির্ভরযোগ্য পথপ্রদর্শক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। কারণ তাহাদের অলব্ধপ্রতিষ্ঠ জীবনপদ্ধতি সত্যের রূঢ় আঘাতে কবে কখন নয়ছয় হইয়া যাইবে তাহারই ঠিকানা নাই, তাহারা আবার পথ দেখাইবে, আলো দিবে কাহাকে ?

যদি জগতের কোথায়ও এমন কোন মহামানব আবির্ভূত হইয়া থাকেন, যিনি নিজের জীবন অন্যের জীবন, জাতি এবং জগতের কার্য্যপরম্পরা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করিয়া জানিয়া বুঝিয়া এই সিদ্ধান্তে আসিয়া থাকেন যে জগতে বা জীবনে সত্যসত্যই ভগবানের কোন স্থান নাই এবং তারপরে তাঁহার এই অবিশ্বাস-মূলক সিদ্ধান্তকে জীবনের সর্ব কার্যে অনুসরণ করিয়া তিনি যদি মানবের জীবনসমস্যার সমাধান করিতে পারিয়া থাকেন এবং দুঃখের একান্ত এবং অত্যন্ত নিবৃত্তি ঘটাইয়া নিজে সুখী হইয়া থাকেন এবং অন্যকেও সুখী করিতে পারিয়া থাকেন, তবে তিনি সকলেরই নমস্য। এমন লোকের কথা সর্বদেশে সর্বকালেই শিরোধার্য। কিন্তু এমন অবিশ্বাস মূলক অধ্যবসায়ে সফলতা লাভ করিয়া নিজে ধন্য হইয়াছেন এবং অন্যকেও ধন্য করিতে পারিয়াছেন, এমন মানুষ জগতে কখনও ছিল কিংবা আছে বলিয়া আমরা জানিও না, শুনিও নাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিংবা এমন অঘটন যে ঘটিতে পারে তাহা বিশ্বাস করিবার মত সামর্থ্যও এখন পর্য্যন্ত আমাদের নাই। কিন্তু সত্যই যদি এমন অঘটন ঘটিয়া যায়, তবে সত্যান্বেষী ব্যক্তিমাত্রেই যে সেই নবলব্ধ জ্ঞানালোকে মানব-সমস্যা জগত-সমস্যা নূতন করিয়া ভাবিতে প্রস্তুত হইবেন, তাহাতে সন্দেহের কোনই অবসর নাই।

ভগবানে বিশ্বাসকেই জীবনের ভিত্তি করিয়া, ভগবানই "সব", ভগবান হইতেই "সব", এই সত্য জানিয়া এবং জীবনের সর্ব কার্বে এই তথ্য জানিয়া জীবন সমস্যা মিটাইতে সম্যক সমর্থ হইয়াছেন—নিজেরা সুখী হইয়াছেন, অন্যকে সুখী করিয়াছেন, সর্বকালের সর্বমানবের দুঃখের অন্ত এবং সুখপ্রাপ্তির পন্থা পাকাপোক্ত ভাবে নির্ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, এমন বহু মহাত্মা জগতে—বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষে—বহু বহু ছিলেন, আছেন, এবং ভবিষ্যতেও অবশ্যই থাকিবেন। শ্রীগুরুতত্ত্বরূপ সত্যের শুভ নির্দ্দেশ তাঁহাদেরই অমোঘ তপস্থার আবিষ্কার এবং জগতহিতায় দান। জগতের সর্বকালের সকল ধর্মই শ্রীগুরুকে আশ্রয় করিয়াই প্রকটিত হইয়াছে; শ্রীগুরুকে আশ্রয় করিয়াই পুষ্টিলাভ করিয়াছে। কিন্তু সত্যের এই শ্রীগুরুরূপে আবির্ভাব অন্য কোন দেশের ধর্মাচার্যগণের চক্ষে তেমন প্রত্যক্ষ সত্যরূপে ধরা পড়ে নাই। ভারতবর্ষের ঋষির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দৃষ্টিতেই সত্যের এই কৃপাময় রূপ, জ্ঞানের এই প্রেমঘনরূপ অনাবৃত হইয়া ধর্মের অপরিহার্য আশ্রয়স্তম্ভরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাঁহাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া যথাশক্তি যথাসম্ভব শ্রীগুরু প্রসঙ্গের আলোচনা করিব। 'গুরুকৃপাহি কেবলম্'।

ভগবানের জন্যই ধর্ম এবং গুরু, পূর্ব্বে এ কথা সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে। গুরুতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য এই কথাটার আরও একটু বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন। ভগবানের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত না হইলে গুরুতত্ত্ব দাঁড়ায় না।

জগতে জন্মগ্রহণ করিয়া ইচ্ছায় অনিচ্ছায় কর্ম সকলেরই করিতে হয়। এই কথা স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে জগতের সর্বদেশের সর্বকালের মানবের পক্ষেই সমভাবে সত্য। মতবাদ হিসাবে কর্ম পরিত্যজ্য বলিয়া যাঁহাদের সিদ্ধান্ত, তাঁহাদেরও কর্ম না করা রূপ কর্ম, জীবন ভরিয়াই করিতে হয়। কর্মের মূল অভাববোধ। যতক্ষণ মানুষের অন্তরে এই অভাববোধ বিদ্যমান থাকে, ততক্ষণ ইচ্ছায় অনিচ্ছায় কর্ম তাহাকে করিতেই হইবে। মানব-মনের এই যে অভাব-বোধ, এই অভাব কিসের অভাব? বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন কালের মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি অনুযায়ী এই প্রশ্নের উত্তর বিভিন্ন হইয়াছে এবং চিরকালই হইবে। জাগতিক ব্যবহারে এই অভাব-বোধের সমস্যাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে ভাবে বুঝিয়া এবং বুঝাইয়া, ইহার যে সমাধান স্বীকার করিয়া জগতে সর্বত্র কাজকর্ম চলিতেছে তাহা মোটামুটি এইরূপ :—

দেহ মন প্রাণ বুদ্ধিবিশিষ্ট মানুষের, দৈহিক মানসিক স্বাভাবিক ক্ষুধা মিটাইবার জন্য যে সমস্ত বস্তুর এবং ব্যক্তির প্রয়োজনীয়তা বোধ আছে, পর্য্যাপ্ত পরিমাণে তাহার জোগান দিতে পারিলেই এবং পারিবারিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় বিধি ব্যবস্থা তদনুকূল রাখিতে পারিলেই, মানুষের জীবন সুখ স্বাচ্ছন্দ্যময় হইতে পারে। কাজেই সর্বপ্রযত্নে এইরূপ অবস্থা ব্যবস্থা ঘটাইবার চেষ্টাই মানব-জীবনের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য। বাস্তব জ্ঞান বিজ্ঞানের যাবতীয় প্রচেষ্টাই এই সমাধানকে ভিত্তি করিয়া অগ্রসর হইতেছে।

আমরা ও অধিকাংশ সকলেই এই সমাধান স্বীকার করিয়াই দৈনিক জীবন যাপন করি। এই সমাধানকে পুঙ্খানু-পুঙ্খরূপে জানিবার জন্যই জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা করি। মানব জীবনের অন্ন বস্ত্র ধন জন বিত্ত সম্পদ পদপ্রতিষ্ঠার ক্রমবর্ধমান আকাঙ্ক্ষার মূলে, এই স্বীকৃতিরই সাড়ম্বর অনুষ্ঠান সর্বত্র চলিতেছে। বহুদিনের অভ্যাস এবং বদ্ধমূল সংস্কারের ফলে অভাব বলিতেই আজ সকলের মনে যে প্রয়োজনের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তালিকা উদিত হয়, সেই সমস্ত বস্তুর ও ব্যক্তির যথাযথ সংগ্রহের ফলে কোন মানুষের অন্তরের এই চিরন্তন অভাববোধ যদি সত্যই বিদূরিত হয়, যে সুখ শান্তি আনন্দের আকাঙ্খা মানব-মনে দুর্দ্দমনীয় হইয়া বিদ্যমান, তাহা যদি সত্যই লাভ করা সম্ভবপর হয়, তবে এমন কৃতকৃতার্থ মানুষের জন্য আর আলাদা করিয়া ধর্ম নামক কোন নূতন সত্যের পথ বা মতের বিন্দুমাত্র ও প্রয়োজন নাই। যোগীর যোগ, তপস্বীর তপস্যা, সাধক মাত্রেরই সাধনা—সুখ লাভের উপায় হিসাবেই গ্রহণীয়। যদি ধন জন বিত্ত সম্পত্তি লাভের দ্বারাই সর্বমানবের একমাত্র কাম্য সেই সুখলাভ সম্ভবপর হয়, তবে আর মানুষ অন্য পথ খুঁজিতে যাইবে কেন? যে সত্য সত্যই সুখী হইয়াছে, সে আর নূতন করিয়া খুঁজিতে রাজীই বা হইবে কেন? সুখী ব্যক্তির অন্তরে অন্বেষণস্পৃহা একেবারেই নিবৃত্ত হইয়া যায়।

এখানে এখন দেখিতে হইবে যে জাগতিক বস্তুনিচয়ের সংগ্রহের দ্বারা জীবন সমস্যা মিটাইয়া এই যে সুখী হইবার ব্যবস্থা—এই পথ যথাযথ অনুসরণ করিয়া জগতে কেহ চির আকাঙ্ক্ষিত সুখলাভ করিয়া কৃত-কৃতার্থ হইতে সত্যই পারিয়াছেন কিনা। জানিতে হইবে, কেহ বলিতে পারিয়াছেন কিনা "ধন্যোঽহং কৃতকৃত্যোঽহং সফলং জীবনং মম"—আমি ধন্য হইয়াছি, কৃতার্থ হইয়াছি, আমার জীবন সফল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীগুরুতত্ত্ব ও গীতা

তুমি, আমি, রাম, শ্যাম, যত্নু এবং আরও অনেকে—যাহারা এখনও প্রয়োজনীয় বলিয়া সর্বজনস্বীকৃত বস্তু নিচয়ই সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারি নাই—তাহারা মনে করিতে পারি যে সর্ববস্তু সংগ্রহ হয় নাই বলিয়াই হয়ত অভাব এখনও দূর হয় নাই, প্রয়োজন মিটিলে অভাবও হয়ত দূর হইবে। কিন্তু সুখের উপাদান বলিয়া বিবেচিত এবং সাগ্রহে আকাঙ্খিত যাবতীয় বস্তু-নিচয় অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে লাভ করিয়াছেন, এমন ভাগ্যবান ব্যক্তি ও জগতে অনেক ছিলেন এবং আজও আছেন। তাঁহাদের কেহ কি জাগতিক লাভের ভিত্তিতে দাঁড়াইয়া জগতের সম্মুখে বলিতে পারিয়াছেন, "নানবাপ্তং অবাপ্তব্যং"—পাই নাই এবং পাইতে চাই, এমন কিছুই আমার ত্রিভুবনে নাই? কেহ কি বলিয়াছেন, বলিতে পারিয়াছেন যে জীবন-সমস্যার চরম এবং পরম সমাধান জাগতিক বস্তু সম্ভোগের ভিতরেই আবিষ্কৃত হইয়াছে—সে পথ আমরা জানিয়াছি, তোমরা সকলে অবধান কর?

কেহ এমন কথা বলেন নাই, বলিতে পারেন না। কারণ এমন অঘটন ঘটা অসম্ভব। মর্ত্যসুখ স্বভাবতই 'অল্প'। মানুষ কখনও তাহা লইয়া সুখী হয় নাই, হইতে পারে না।

মৈত্রেয়ী যখন যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'যন্নু ম ইয়ং ভগোঃ সর্ব্বা পৃথিবী বিত্তেন পূর্ণা স্যাৎ, কথং তেনামৃতা স্যাম্', হে ভগবন্, এই বিত্তপূর্ণা সমস্ত পৃথিবী যদি আমার হয়,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহা দ্বারা আমি অমৃত লাভের অধিকারিণী হইতে পারি কি ?

যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করিয়াছিলেন, 'নেতি'—কখনই না।

'যথৈবোপকরণবতাং জীবিতং তথৈব তে জীবিতং স্যাৎ অমৃতস্য তু নাশাঽস্তি বিত্তেনেতি'—বস্তুসংগ্রহকারী আর সকলের জীবন যেমন হইয়া থাকে তোমারও তেমনই হইবে ; বিত্তের দ্বারা অমৃতত্ব লাভের আশাই অমূলক।

জাগতিক উপকরণ সংগ্রহ করিয়া যাঁহারা অভাব মোচনের পথে চলিয়াছেন বলিয়া মনে করেন, তাঁহারাও যদি নিজ নিজ জীবনের অভিজ্ঞতা যাচাই করিয়া চলিতে অভ্যস্ত হন, তবে সকলেই দেখিতে পাইবেন, যতটুকু পাইয়া যে যে অভাব দূর হইবে ভাবা গিয়াছিল বা আশ্বাস পাওয়া গিয়াছিল, কার্যতঃ তাহা মোটেই ঘটে নাই। স্বীয় দেহের বিলম্বমান ছায়ামূর্ত্তির মস্তক হাত বাড়াইয়া স্পর্শ করিতে গেলে তাহা যেমন সমদূরত্ব রক্ষা করিয়া আগাইয়াই চলিতে থাকে, উপকরণ দিয়া অভাব নিবারণের চেষ্টাতেও সার্থকতা তেমনি জীবন ভরিয়া সমান ভাবে নাগালের বাহিরেই থাকিয়া যায়।

সুখের উপকরণ যাঁহাদের প্রয়োজনাতিরিক্ত হইয়াই সংগৃহীত হইয়াছে, তাঁহাদের অবস্থা আরও শোচনীয়। সুখের আশা মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে ; অভাব দূর হওয়া ত দূরের কথা, অফুরন্ত হইয়া বাড়িয়াই চলিয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এরূপ অবস্থার সম্মুখীন হইয়া অনেকে মনে করেন, জগতে সুখের আশা কল্পনা মাত্র; জগৎ দুঃখময়। পূর্ব পূর্ব জন্মের দুষ্কৃতির প্রায়শ্চিত্ত করিতেই মানুষ জগতে জন্মগ্রহণ করে। এ হেন জগতে সুখের আশা বিড়ম্বনা মাত্র।

অধিকাংশ লোক এ ভাবে জীবন-ব্যাপী সুখান্বেষণ চেষ্টায় এমনই শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়েন যে তাহার পরে আর নূতন উপায়ে সুখলাভের ইচ্ছা বা উদ্যম তাঁহাদের পক্ষে সম্ভবপর থাকে না। জীবনের পুঞ্জীভূত দুঃখদুর্দশাকে অলঙ্ঘ্য নিয়তি মনে করিয়া, মরিয়া জুড়াইবার আশাতেই কোনক্রমে তাঁহারা কালাতিপাত করেন।

যে সমস্ত ভাগ্যবান ব্যক্তি উপকরণ সংযোগে সুখ লাভের চেষ্টার ব্যর্থতা স্বীয় জীবনে উপলব্ধি করিয়া বা অন্যের জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়া, বিষয়-ভোগের পথে স্থায়ী সুখ লাভের আশা যে একেবারেই নাই, এই সত্য স্বীকার করিয়া, এই ভ্রান্ত পথ পরিত্যাগ করিতে দৃঢ়সংকল্প হন এবং প্রকৃষ্টতর পন্থায় নব উদ্যমে প্রকৃত সুখের সন্ধান করিতে প্রস্তুত থাকেন, তাঁহারাই সত্য পথ জানিবার যোগ্য অধিকারী।

যতদিন বিষয়-ভোগেই সুখ আছে এমন সংস্কার মনের মধ্যে থাকে, ততদিন মানুষ ধর্ম আশ্রয় করিলেও, ভগবানকে খুঁজিলেও, ঐ বিষয়-ভোগকে পরিপূর্ণ করিয়া লইবার জন্যই তাহা করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকে। ভগবানেই সুখ, ভগবানই সুখ, এ তথ্য যতদিন না নিঃসংশয়ে বুঝা যাইবে, ততদিন মানুষের পক্ষে একান্ত ভাবে ভগবানকে আশ্রয় করা সম্ভবপর নহে।

মরীচিকায় জলান্বেষণের মত বিষয়ে বিষয়ে সুখ অন্বেষণ করিয়া মানুষ যখন নিজেকে বঞ্চিত বলিয়া বোধ করে, ভোগের জীবনে হতশ্রদ্ধ, ক্রমবর্ধমান দুঃখের বোঝা বহিতে অসহিষ্ণু হইয়া আর্ত্ত সেই মানুষ যখন জগতকে জিজ্ঞাসা করে, 'মানুষের ভাগ্যে জগতে তবে সুখ কি কোথায়ও নাই ?

তদুত্তরে লব্ধানন্দী আপ্তকাম ঋষির মাতৃস্নেহস্নিগ্ধ অকুণ্ঠস্বরে চিরকাল জগতে ঘোষিত হইয়াছে, সুখই মানুষের ভাগ্য, দুঃখ সাময়িক বিপর্যয় মাত্র।

জগতে সুখ আছে কিনা ? সমুদ্রে জল আছে কিনা, এ প্রশ্ন যেমন অচল, তেমনি আনন্দ-সঞ্জাত, আনন্দে লালিত পালিত, আনন্দেই নিমজ্জিত যে জগত, তাহাতে সুখ আছে কিনা, সে প্রশ্নও তেমনি অবাস্তব।

সুখ হইতে সুখের পথে সুখময় হইবার জন্যই মানুষের উদ্ভব। দুঃখ, জীবনের স্বতঃসিদ্ধ সুখাধিকারের যে কোন ত্রুটি বিচ্যুতির জ্বলন্ত জীবন্ত অসহিষ্ণু প্রতিবাদ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঋষিদের অভ্রান্ত দৃষ্টিতে মানব-জীবনের এই অভাব ও তাহার পরিপূরণ সমস্যা যে ভাবে সমাধান করা হইয়াছে তাহার সারমর্ম এইরূপ :—

সর্বকালের সর্বদেশের সর্বমানবের জীবনের মূল আশা আকাঙ্ক্ষা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে সমস্ত মানুষই চিরকাল বাঁচিয়া থাকিতে চায়, সকলেই সজ্ঞানে বাঁচিয়া থাকিতে চায়, এবং চায় যে সেই নিত্য অবস্থান হইবে নিরবচ্ছিন্ন সুখের।

জন্মিলেই মানুষ মরে, ইহা সকলেই জানে, সকলেই দেখে, তবুও এই অবশ্যম্ভাবী ঘটনাকে কেহই স্বচ্ছন্দচিত্তে মানব-জীবনের চরম পরিণতিরূপে কিছুতেই স্বীকার করিয়া লইতে পারে না। মৃত্যুময় জগতে বিচরণ করিয়াও মানুষ মরণহীন জীবনেরই অদম্য আশা পোষণ করে। শুধু চিরকাল বাঁচিয়া থাকাই তাহার আশা নয়—সেই জীবন যদি হয় কাঠ, মাটি, পাথরের মত জড়ত্বময়, তবে তেমন জীবন—তাহা যত দীর্ঘই হউক—সে চাহে না। সে বাঁচিবে এবং সর্বদাই জানিবে যে সে বাঁচিয়া আছে। অচেতন জীবন তাহার একেবারেই অসহনীয়। চৈতন্যলোপের ক্ষণিক সম্ভাবনাকেও সে মরণের মতই ভয়ের চক্ষে দেখিয়া থাকে।

এই যে চিরকাল বাঁচিয়া থাকা এবং বোধ করা যে বাঁচিয়া আছি, সেই থাকা যদি হয় দুঃখময়, তবে তেমন জীবন সে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চাহে না। জীবন কেবল দুঃখময়ই হইবে, এমন কথা যদি তার কখনও বিশ্বাস হয়, তবে তেমন ক্ষেত্রে সে তাহার নিতান্ত অনভিপ্রেত মরণকেও বরণ করিতে প্রস্তুত হয়। যে জীবন দুঃখময় বলিয়াই প্রতিভাত, যে জীবনে অশান্তিই মানুষের নিত্য সহচররূপে বিদ্যমান, তেমন জীবনের অধিকারী হইয়াও মানুষ চিরকাল সুখ শান্তি আনন্দেরই অপরিহার্য আশা পোষণ করে। সুখে থাকার ইচ্ছা লইয়া অগ্রসর হওয়াই মানব-জীবনের স্বাভাবিক ঢং। জীবন্ত মানুষের পক্ষে সুখের আশা সম্যক্ পরিত্যাগ করা, আর অচল হওয়া একই কথা।

এই যে জাতিধর্মনির্বিশেষে সর্বমানবের মৌলিক আকাঙ্ক্ষা, ইহার তাৎপর্য এই যে মানুষ চিরকালই বাঁচিয়া থাকিতে চায়—অর্থাৎ মানুষ সত্য হইতে চায়; মানুষ সত্যকেই চায়। যাহা সর্বকালে সমভাবে বিদ্যমান থাকে তাহাই সত্য। 'অস্তীতি ভাতীতি সত্যং'—যাহা সর্বদাই আছে এবং নিরন্তর প্রকাশিত হইতেছে, তাহাই সত্য। 'নাভাবো বিদ্যতে সতঃ'—সত্যের কখনও অভাব অর্থাৎ না-থাকার ভাব হয় না। 'নাই' বুদ্ধি সত্যে নাই। সত্য সর্বত্র সর্বদা নিরবচ্ছিন্ন অস্তি, অস্তি, অস্তিরূপে স্বপ্রকাশ হইয়া রহিয়াছে। মরিলে মানুষ 'নাই' হইয়া যায়—নিজের পক্ষে এবং অন্যের চক্ষে। মানুষ মরিতে চাহে না অর্থ—সে যেমন জীবিতকালে সর্বদা আছে আছে বোধ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করে, সেই থাকার ভাবকে সে চির-জাগ্রত করিয়াই রাখিতে চাহে—এই চিরবিদ্যমানতা একমাত্র সত্যেরই ধর্ম। কাজেই চিরকাল থাকিতে চাওয়া, আর সত্যের ধর্ম, সত্যের স্বরূপতা প্রাপ্ত হওয়ার ইচ্ছা একই কথা।

মানুষ সজ্ঞানে বাঁচিতে চায় অর্থ—মানুষ চৈতন্য চায়, চৈতন্যময় হইতে চায়। চেতনের ধর্ম সকলকে জানা এবং সঙ্গে সঙ্গে এই যে 'জানিতেছে' এই জানাকেও জানা। মানুষ যে চায়, থাকিব এবং সঙ্গে সঙ্গে জানিব যে 'রহিয়াছি' এবং 'জানিতেছি', ইহা কেবল চৈতন্যময়ত্ব লাভ করিলেই সম্ভবপর হইতে পারে। তাই মানুষের সজ্ঞানে থাকার ইচ্ছা, চৈতন্য-লাভের ইচ্ছা, চৈতন্যময়ত্ব প্রাপ্তিরই ইচ্ছা।

মানুষ চায় দুঃখলেশশূন্য অবিমিশ্র সুখ। ইহাই মানুষের আনন্দলাভের আকাঙ্ক্ষা। দুঃখের একান্ত এবং অত্যন্ত বিয়োগ সমন্বিত যে স্বপ্রকাশ সহজ সুখ তাহা একমাত্র আনন্দস্বরূপেই বিদ্যমান। আনন্দ কোন ঘটনা নহে, আনন্দ সত্য। মানুষ ইহাকে কখনও কার্যকারণ সম্বন্ধ দ্বারা ঘটাইতে পারে না। আনন্দলাভের চেষ্টা শুধু নিরানন্দকেই বাড়াইয়া দেয়। তাই মানুষের দুঃখহীন সুখের আকাঙ্ক্ষা আনন্দলোক প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা, আনন্দে বাঁচিয়া, আনন্দে জাগিয়া, আনন্দময় হইবারই ইচ্ছা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মানবজীবনের মৌলিক আশা আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে এতক্ষণ যাহা বলা হইল তাহা একত্র করিয়া বলিলে দাঁড়ায় এই যে সর্বদেশের সর্বকালের সর্বমানবেরই মূল ইচ্ছা—সত্যময় চৈতন্যময় আনন্দময় জীবন লাভ। যে কালে যে দেশে যে কোনও মানুষ ভাল মন্দ যাহা কিছুই করুক না কেন, সমস্তই এই মূল ইচ্ছা-টিরই প্রেরণায়। কর্মমাত্রই, হয় বাঁচিবার জন্য, নয় জানিবার জন্য এবং সর্বক্ষেত্রেই মূলতঃ সুখশান্তি আনন্দ লাভের জন্য। মানবের বহুধাবিভক্ত অনন্ত আশাআকাঙ্ক্ষা এই মূল ইচ্ছারই ধারক, বাহক, পোষক শাখাপ্রশাখা মাত্র।

এই যে বাঁচিতে চাওয়া, জানিতে চাওয়া এবং সুখ লাভের ইচ্ছা ইহাও আবার বিভিন্ন ইচ্ছা নহে—একই মূল ইচ্ছার ত্রিবিধ ভঙ্গী মাত্র। সত্যব্রত পূর্ণকাম আনন্দময় ঋষিবৃন্দ নিঃসংশয়ে জানিয়াছেন, জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্তারূপে যিনি ভগবান বলিয়া পরিচিত, তিনিই একাধারে সৎস্বরূপ, চৈতন্য-স্বরূপ এবং আনন্দস্বরূপ। সত্য তাঁহারই ভাতি, চৈতন্য তাঁহারই জ্যোতিঃ, আনন্দ তাঁহারই চিদ্‌ঘন রসরূপ। বাঁচিয়া মানুষ তাঁহারই সত্যে সত্যবান হইতে চায়; জানিয়া মানুষ তাঁহারই জ্ঞানে জ্ঞানবান হইতে চায়। মানুষের অনিবার্য সুখের আকাঙ্ক্ষা তাঁহারই আনন্দরসে অবগাহনের লোভ। এই সত্য জানিয়া তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে জ্ঞানে অজ্ঞানে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্বত্র সর্বদা মানুষ এই সচ্চিদানন্দময় ভগবানকেই খুঁজিতেছে। মানুষের কর্ম তাঁহাকেই অন্বেষণ করিতেছে; মানুষের জ্ঞান তাঁহারই তথ্য সংগ্রহ করিতেছে। সুখ মাত্রই আনন্দময় তাঁহারই সংস্পর্শসঞ্জাত। জগতে ভগবানের কথা বলিলে কেহ বলিবেন তাঁহাকে চাই, কেহ বলিবেন, চাই না। কিন্তু কোনও সুস্থচিত্ত মানুষের পক্ষে কি বলা সম্ভব, আমি বাঁচিতে চাই না, আমি জানিতে চাই না, আমি সুখ চাই না?

সর্বমানবের জীবনে জীবনে যে নিত্য জাগ্রত অভাব-বোধ লাগিয়াই রহিয়াছে, তাহা জীবনের এই মূল ইচ্ছারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। মানুষ যতদিন সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে না পারিবে, জ্ঞানে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিতে না জানিবে, আনন্দ সংস্পর্শ লাভ যতদিন তাহার না ঘটিবে, ততদিন মানুষের অভাব আছেই এবং অবশ্যই থাকিবে। আনন্দলাভকেই যাঁহারা জীবনের মূল সত্যকামনা বলিয়া ঘোষণা করেন, তাঁহাদের উপদেশ বা পরামর্শ শুধু কথার কথা নয়। নিজ নিজ জীবনে সত্য জ্ঞান আনন্দ সম্যক্ ভাবে লাভ করিয়া অভাববোধকে তাঁহারা সত্য সত্যই বিদূরিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। জীবনকে তাঁহারা মৃত্যুর ঊর্ধ্বে তুলিয়া অমৃতময় হইয়াছেন। জগতকে তাঁহারা জ্ঞানসত্ত্বারূপে জানিয়াছেন। জগতের যাহা কিছু সমস্তই তাঁহারা আনন্দস্বরূপে উপলব্ধি করিয়া অন্তরে বাহিরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আনন্দময় হইয়াছেন। শুধু যে তাঁহারা নিজেরাই কৃতার্থ হইয়াছেন এমন নয়, তাঁহাদের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া মানুষ মাত্রেই যে সেই সত্য জ্ঞান আনন্দলাভে ধন্য হইতে পারে, সকলকে তাহা জানাইয়া জগতকে তাঁহারা নিঃসঙ্কোচে এই আনন্দযাত্রায় আহ্বান করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত কল্যাণকামীর মত মানুষকে সাবধান করিয়া বলিয়া দিয়াছেন—' নান্যঃ পন্থা।

এখানেই পথ নির্বাচনের কথা। মানুষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জাগতিক ভোগের উপকরণ সংগ্রহ করিয়া অভাব দূর এবং সুখ লাভের পথে পরিচালিত হয়, কতকটা জন্মগত সংস্কারের দ্বারা, আর অধিকাংশ ক্ষেত্রে সর্বত্র প্রচারিত লোকমত এবং লোক-ব্যবহার অনুসরণ করিয়া। তদুপরি বৈজ্ঞানিক বিদ্যা বলিয়া প্রচারিত অভাব-বৃদ্ধির দ্বারা অভাবকে আরও বাড়াইয়া তাহার পরিপূরণের দ্বারা অতিমাত্রায় সুখলাভের কুপরামর্শও তাহার এই পথের অনেকখানি উত্তেজনা যোগাইয়া থাকে। যেখান হইতে এই পথনির্দেশের উদ্ভব, সুখ যদি সেখানে থাকিত, যাঁহারা নানাবিধ উপায়ে মানুষকে সুখী হইবার পরামর্শ দেন, তাঁহারা নিজেরাও যদি সুখী হইতে পারিতেন, তবে আর বলিবার বিশেষ কিছুই থাকিত না। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড গ্রাস করিয়াও ক্ষুধা যাহাদের মিটে না, পরন্তু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিনের পর দিন বাড়িয়াই চলে—মানুষ ক্ষুধা নিবারণের উপায় কি শিখিবে তাহাদের কাছে? শান্তির নামে জগতময় অশান্তি বিস্তার যাহাদের স্বধর্ম হইয়া পড়িয়াছে, তাহারা মানুষকে দেখাইবে শান্তির পথ? ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড সুখ জোড়াতালি দিয়া একদিন পূর্ণানন্দ গড়িয়া উঠিবে বলিয়া যাহারা ভরসা করে, তাহারা বলিবে আনন্দের কথা?

বর্তমানে জগতের অধিকাংশ মানুষ ভাবিয়া দেখিতেও ভুলিয়া গিয়াছে, তাহার স্বভাবগত অভাব, বাস্তবিক পক্ষে কিসের অভাব? অভাব যেহেতু জাগ্রত, সেইজন্য এই অভাব-পূরণের চেষ্টা স্বভাবেরই নিয়মে তাহার ইচ্ছায় অনিচ্ছায় নিরন্তরই করিতে হয়। যেহেতু সে, অভাবের প্রকৃত স্বরূপ না জানিয়া বা না মানিয়াই চলিয়াছে, সেই জন্য তাহার অভাবপূরণ সমস্যার পথ ভুলের দিকেই প্রতি পদক্ষেপে বাড়িয়াই চলিয়াছে। ভুলপথে চলিতে যাইয়া মানুষ যদি তার মূল ইচ্ছাটিও ভুলিতে পারিত, তবে সেটাও এক প্রকারের জীবন-সমস্যার সমাধান বলিয়া ধরা যাইত। কিন্তু ঘটনা হিসাবে মানব-জীবনের সত্য ইতিহাস এই যে মানুষকে যদি জগতে সুখের উপকরণ বলিয়া ঘোষিত যাবতীয় বস্তুনিচয়ের পর্বতপ্রমাণ স্তূপের তলায় জীবন্ত সমাধিও দেওয়া হয়, তবু সেখান হইতেও তাহার ক্ষুব্ধ আত্মা নিজের অপূর্ণতাই ঘোষণা করিবে—কোথায় আনন্দ, কি সে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আনন্দ, কে সে আনন্দ ; জীবনের যাবতীয় বিফলতার জ্বলন্ত অক্ষরে সেই প্রশ্নই লিখিয়া যাইবে।

মানুষের দুর্দমনীয় সুখস্পৃহা ভ্রান্তমতে ভ্রান্তপথে পরিচালিত হওয়ার ফলে জগৎব্যাপী যে দুঃখ অশান্তির দাবানল জ্বলিয়া উঠিয়াছে, সেই আগুনের তীব্র আলোকে মানুষ যদি তাহার জীবন-সমস্যাকে নূতন করিয়া বুঝিয়া লইবার মত সুবুদ্ধি লাভ করে, তবেই এত বড় অমঙ্গলের সার্থকতা। এতেও মানুষ যদি সাবধান হইতে প্রস্তুত না হয়, তবে অধিকতর দুঃখ-লাভের জন্য তাহাকে প্রস্তুত হইতেই হইবে। সুখ যদি তাহার না সহে, তবে দুঃখ সহিয়াই তাহার চলিতে হইবে ; কৃতকৃতার্থ না হইয়া থাকিবার হুকুম এ জগতে কাহারও জন্যই নাই।

সকল মানুষই জ্ঞানে অজ্ঞানে সচ্চিদানন্দময় ভগবানকেই খুঁজিতেছে, একথাটা মানব-জীবনের মূল সত্য হইলেও অধিকাংশ মানুষই এই সত্য সুস্পষ্ট করিয়া জানে না। জন্মগত চলার বেগে, সম্মুখগামী সৃষ্টিস্রোতের দুর্বার আকর্ষণে সে ছুটিয়াই চলিয়াছে, ভাসিয়াই চলিয়াছে, কখনও সে জিজ্ঞাসাও করে না এই অবিরাম চলা তাহার কেন, কিসের জন্য, কোন্ দিকে বা কি উদ্দেশ্যে ? এই চলার পথেও জিজ্ঞাসা তাহার একেবারেই নাই, ইহাও ত সত্য নয়। তাহার আকাঙ্ক্ষিত সুখ লাভের জন্য যে পথ সে অনুসরণ করা প্রয়োজন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বোধ করে, সেই পথেও ত অনেক কিছু তাহাকে জানিতে হয়; তার চেয়েও বেশী মানিতে হয়। বিচারবুদ্ধিবিশিষ্ট মানুষ ইহাও জীবনে অতি সহজেই স্বীকার করিয়া লইতে পারে যে জানিতে হয় তাহারই কাছে, যে বিষয়ে যিনি বিশেষজ্ঞ; মানিতে হয় তাহারই কথা, যাহার মত প্রমাণসিদ্ধ। এইরূপে জানিয়া মানিয়া চলিতে চলিতে সর্বকর্মের যে মুল উদ্দেশ্য—সুখলাভ, তাহা যখন কিছুতেই লাভ হইল না, তখনও কি মানুষের সংশয় আসিবে না যে যে-পথে সে চলিয়াছে সত্যই সেটা সুখের পথ কি না? সুস্থ থাকিলে সকলে নিজ বুদ্ধিতে চলে; কিন্তু শরীর যখন অসুস্থ হয় তখন অতি বড় মুর্খ মানুষও ত চিকিৎসকের সহায়তা নেওয়া অবশ্য-কর্তব্য বলিয়া বোধ করে। সুস্থ থাকিতেই অভ্যস্ত মানুষ অসুস্থতা কিছুতেই সহিতে চাহে না বলিয়াই ব্যাধির প্রতিকার তাহার খুঁজিতেই হয়। কিন্তু যেখানে শরীরটা শুধু নয়, সমস্ত জীবনটাই সুখের অভাবে দুঃসহ হইয়া উঠে, তখনও মানুষ তাহার ভব-ব্যাধির প্রতিকার চাহিবে না, সুখাভিজ্ঞদের সন্ধান করিবে না, ইহা কি কখনও স্বাভাবিক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে?

সকল মানুষেরই পক্ষে নিজ নিজ জীবনের মুল উৎস বিশ্লেষণ করিয়া স্ব স্ব সুখের পথ সাব্যস্ত করিয়া লওয়া যে সম্ভবপর নহে, তাহা নতমস্তকে সর্বদাই স্বীকার্য। দৈনন্দিন জীবনের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাবতীয় চলার ব্যাপারেও কোথাও ত কোন সাধারণ মানুষের পক্ষে সব দিকের সব কিছু জানিয়া শুনিয়া অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর নয়। অল্পলোকের বিশেষ বিশেষ জানাকেই বহুলোকের মানিয়া লওয়াতেই জীবন-পথ সচল থাকা সম্ভবপর হয়। মানুষের একটি মস্ত বড় ভাগ্য, জ্ঞানে অধিকার অর্থ-বিত্তাদির মত বংশগত নয়; জ্ঞানে অধিকার সর্বজনীন। যে কোন দেশের যে কোন জ্ঞানীর যে কোন জ্ঞান শুধু মানিয়া লইলেই সকল মানুষের পক্ষে ব্যবহারোপযোগী হইয়া গৃহীত হইতে পারে। জ্ঞান আবার যথাযোগ্য শ্রদ্ধাসহকারে গৃহীত ও সেবিত হইলেই সেবকের নিজ জ্ঞানে পরিণত হইয়া যায়।

মনুষ্যদেহ লাভ করিয়াই মানুষ প্রকৃত মানুষে পরিণত হয় না; মনুষ্যত্বের বৈশিষ্ট্য, জ্ঞানে। বহু বহু মানুষ আছে যাহারা তাহাদের পূর্ব পূর্ব জন্মের জড়ধর্ম এখনও কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই; যাহারা নড়িতে চড়িতে বড় একটা চাহে না। আর এক রকমের মানুষ আছে যাহারা উদ্ভিদধর্মী। যাহাদের অঙ্গেপ্রত্যঙ্গে সচলতা ফুটিয়াছে বটে, কিন্তু জীবনের মূল স্থানু। নোঙরফেলা নৌকার মত জীবনের ভিত্তি সঙ্কীর্ণতায় সুপ্রোথিত করিয়াই তাহারা চলার উদ্যম করে; প্রকৃত মনুষ্যত্বের সেখানেই সূত্রপাত হইয়াছে জীবন যেখানে কর্মে, ভাবে, বোধে সর্বাঙ্গীন সচল। এমনই জীবনের শুভ উদ্বেলন—সত্য জিজ্ঞাসা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মানব-জীবনের প্রাথমিক উদ্বুদ্ধ জিজ্ঞাসাও অনেকটা কৌতূহলেরই মত। সে জিজ্ঞাসায় স্থান কাল পাত্রের বিবেচনার বালাই নাই। অসুখীর কাছে সুখের সংবাদ, শান্তিহীনের কাছে শান্তির সংবাদ, নিরানন্দের মুখে আনন্দসংবাদ জানিতেও ঔৎসুক্যের তাহার অন্ত নাই; এবং সত্য মিথ্যা নির্বিশেষে পথ বলিয়া যাহা উক্ত হয়, তাহাই নির্বিচারে মানিয়া চলিতে তাহার বাধে না। ফল যাহা হইবার তাহাই হয়।

সংসার কুরুক্ষেত্রের অগণিত যুদ্ধে অসংখ্য জয় পরাজয়, লাভক্ষতি, ইষ্টানিষ্টের বিপুল বোঝা বহিয়া বহিয়া কর্মক্লান্ত অসুখী ভাগ্যবান মানুষ একদিন তাহার জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব নিকাশ করিতে বাধ্য হয়। তাহার বহুক্লেশে অর্জিত সঞ্চয় পরীক্ষা করিতে যাইয়া যখন সে দেখিতে পায় কত কত অতি-লাভ মস্তবড় ক্ষতিরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, কত জয় পরম পরাজয়ের গ্লানি লইয়া বসিয়া আছে, কত বর অভিশাপের ভ্রূকুটি লইয়া দাঁড়াইয়া উঠিতেছে—তখন সে বিস্মিত হয়, একেবারে হতবুদ্ধি হয়, বিদ্যাবুদ্ধির অভিমান মিথ্যা বলিয়া মানিয়া লইতে বাধ্য হয়; স্বীয় শক্তির অপূর্ণতা স্বতঃসিদ্ধ হইয়া দেখা দেয়। অহমিকার উত্তুঙ্গ উচ্চশির অবলম্বনহীন হইয়া স্বতঃই নত হইতে চাহে। অথচ অন্যদিকে সে দেখিতে পায়, জীবনের অভাবপূরণ সমস্যার কোন সমাধানই ঘটে নাই,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্তরের দুর্দমনীয় সুখের ইচ্ছা চিরবুভুক্ষিতের ক্ষুধার মত ক্রমবর্ধমান হইয়া বাড়িয়াই চলিয়াছে। তখন উদিত হয় মানবমনের শাশ্বত জিজ্ঞাসা—সুখ কি তবে নাই? যদি থাকে ত' কোথায়?

ইহারই নিত্য কালের সত্য উত্তর—সচ্চিদানন্দময় ভগবানে এবং একমাত্র তাঁহাতেই—নান্যঃ পন্থা।

গতানুগতিক সুখের পথে—যে পথে পূর্বে অনেকে চলিয়াছে এবং এখনও অধিকাংশই চলিতেছে, সে পথে যে সুখ নাই, তাহার প্রমাণ, হে জিজ্ঞাসু মানব, তুমি নিজে এবং আর আর সকলে যাহারা ঐ পথেই ঘুরিতেছে এবং ঐ পথেই ঘুরিবে। তৃষ্ণা যদি হয় জলের, তবে সে তৃষ্ণা কি কখনও অগ্নিভক্ষণে মিটিবে? ভূমানন্দের সুধার ক্ষুধা মিটাইবে মানুষ, নশ্বর সুখের মদিরা দিয়া? ইহা কখনও সম্ভবপর হয় নাই, কখনও সম্ভবপর হইবে না।

সুখ যে শুধু আনন্দময় ভগবানেই আছে তাহার প্রমাণ ঋষি বলিবেন, আমরা, যাহারা সুখী হইয়াছি, যাঁহাদের পন্থা অনুসরণ করিয়া অন্যে সুখী হইয়াছে। আর প্রমাণ হইবে তুমি, যদি আনন্দযাত্রায় যোগ দিতে তুমি অকুণ্ঠিত চিত্তে রাজী হও; শ্রুত জ্ঞানের কথা সশ্রদ্ধায় মানিয়া তাহাকে স্বীয় জ্ঞানে পরিণত করিতে প্রলুব্ধ হও।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবানের সঙ্গে ব্যবহারে জোর জুলুমের স্থানই নাই ; জোর জুলুম দুর্বলেরই বলপ্রকাশ ভঙ্গী। সুখ তোমার চাই, কি না চাই, তাহা তুমি নিজেকেই জিজ্ঞাসা কর। ইহার একমাত্র উত্তর, অবশ্যই চাই। সে সুখ কি তুমি পাইয়াছ ? বিষয়ভোগে সুখান্বেষীর এই প্রশ্নের একমাত্র উত্তর—না।

সেই সুখ, যাহা তোমার অবশ্যই চাই—অথচ জীবনের পর জীবন খুঁজিয়াও যে সুখ তোমার লাভ হয় নাই—সেই সুখ লাভ করিয়া তুমি কি জীবন ধন্য করিতে চাও—লব্ধানন্দী হইতে চাও ?

যদি বল চাই না—তবে 'যথেচ্ছসি তথা কুরু' ; যেমন খুশী তেমন কর ; যেমন ইচ্ছা তেমন চল। তবে একটা কথা তুমি জানিয়া রাখ, এমন সুখে উদাসীনতা বেশীদিন তোমার চলিতেই পারে না। আনন্দময় জগতে আনন্দময়ের দ্বারা আনন্দধাতুতে গঠিত আনন্দের উপকরণ তুমি কি কখনও নিরানন্দে মগ্ন হইয়া থাকিতে পার ? কতক্ষণ ? কতদিন ? জগতের আনন্দের ছোঁয়া তোমার ইচ্ছায় অনিচ্ছায় অঙ্গে লাগিয়া তোমাকে আনন্দ-পাগল করিবেই করিবে। তবু তুমি অপেক্ষা কর, যতদিন পার অপেক্ষা কর। যখন সুখের তাগিদ, আনন্দের লোভ অনিবার্য হইয়া দেখা দিবে, তখন তুমি আসিও। নিশ্চিন্ত থাক, সেদিন একদিন অবশ্যই আসিবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তুমি জান আর না জান, আনন্দের সদা জাগ্রত পিয়াদা তোমার পিছনে লাগিয়াই আছে, লাগিয়াই থাকিবে। তোমার হুকুম পাইলেই সে তোমাকে বাঁধিয়া ফেলিবে।

যে আনন্দ একদিন তোমার খুঁজিতেই হইবে, সেই খোঁজ যদি তুমি আজই আরম্ভ করিতে প্রলুব্ধ বোধ কর, জগতের চিরবহমান আনন্দযাত্রার সচেতন যাত্রী হইয়া চলিতে যদি তুমি অন্ত হইতেই রাজী হও, গতানুগতিক জীবন-পন্থায় সুখ নাই, তাহার একজন প্রমাণ রূপে তুমি যদি নিজেকে বোধ করিতে পার—তবে তোমার সৌভাগ্য-সূর্য উদীয়মান। এই শুভ অবসরে জীবনে তুমি তাঁহাকে বরণ করিয়া লও। তুমি সত্য সুখের পথ জিজ্ঞাসা কর। ঋষির অভ্রান্ত দৃষ্টিতে দৃষ্টি মিলাইয়া স্বীয় জীবনের সর্ব ইচ্ছার মূল প্রেরণা কোথায় তাহা তুমি বিশ্লেষণ করিয়া দেখ, বুঝিতে চেষ্টা কর। দেখিবে তুমি এবং আমরা সকলে, এবং জাতিধর্মনির্বিশেষে মানুষ মাত্রই সকলে অক্ষয় হইয়া বাঁচিতে চাই, জানিয়া জানিয়া বাঁচিতে চাই—আর আমরা সকলেই চাই এই অফুরন্ত থাকা এবং অবাধ জানা হইবে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দময়। নিত্যকাল শুধু তিনিই আছেন, তিনিই থাকিতে পারেন—আর পারে তাঁহারা যাঁহারা তাঁহার সত্তায় সত্তাবান। অবাধ জ্ঞান শুধু তাঁহাতেই আছে। তেমন জ্ঞান শুধু তন্ময় হইলেই লাভ করা সম্ভব। নিত্য সুখ—যে সুখ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আনন্দময়েরই স্বরূপ, আনন্দে ভিজিলে, আনন্দে গলিলে, আনন্দময় হইয়া আনন্দে ডুবিতে পারিলেই তেমন অক্ষয় সুখ লাভ সম্ভবপর হইতে পারে। এর চেয়ে কম সুখে যদি মানুষের চলিত, সে হইত ভিন্ন কথা। কিন্তু চলে না, ঋষিরা বলিয়াছেন, চলিতে পারে না। "ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি"। অসীমেই মানুষের সুখ। মহতেই মানুষের সুখ। সীমাবদ্ধ ক্ষণস্থায়ী অল্প সুখ পাইয়া মানুষ কখনই নিজেকে সুখী বোধ করিতে পারে না।

ধীর স্থির সুস্থ শান্ত চিত্তে এই কথাগুলি বিশেষ করিয়া ভাবিয়া তোমার কি এই ঋষিবাক্যে নিঃসংশয় বিশ্বাস হয়? যদি বিশ্বাস না হয়, তবে আবার ভাব, আরও বুঝিবার চেষ্টা কর। বিশ্বাস না করিবার পূর্ব পর্যন্ত তোমার আর কোনও কর্তব্য নাই। নানা দিক দিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া সংশয় দূর করার চেষ্টা করা—এই মতে, এই পথে, দৃঢ় বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত হইবার চেষ্টা করা। যদি বিশ্বাস হয়, যখনই বিশ্বাস হয়, তখনই সশ্রদ্ধায় প্রশ্ন করিও—তার পর?

তার পরেই আসে শ্রীগুরুর কথা। জন্মাবধি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সুখভোগকেই কার্যতঃ জীবনের চরম এবং পরম আদর্শ রূপে মানিয়া এতকাল যাঁহারা জগতে চলিয়াছেন তাঁহারা যদি আদর্শের ব্যর্থতা বুঝিয়া, পথের ভ্রান্তি স্বীকার করিয়া, ভগবান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লাভকেই জীবনের পরম আদর্শরূপে মানিয়া লইয়া তাঁহারই পথে নিরন্তর বিচরণ করিতে কৃতসংকল্প হন, তখন আবার মানব-জীবনে এক নূতন সমস্যার উদয় হয়। যে আদর্শের অনুকূলতায় এতকাল জীবন চলিয়াছে, তাহাকে ছাড়ি বলিলেই তাহা ছাড়িয়া যায় না। যে চিরাভ্যস্ত ভ্রান্ত জ্ঞান, জীবনে কত অগণিত জটিল গ্রন্থির জট পাকাইয়াছে, সেই জ্ঞান ইচ্ছা করিলেই পরিত্যক্ত হয় না। দেহেন্দ্রিয়মন যে ভাবে যে পথে চলিবার যোগ্যতা লইয়া স্মরণাতীত কাল হইতে গড়িয়া উঠিয়াছে, কর্মের সেই ফল, মনের সেই ভাবের রূপ, জগদাভিমুখী সেই বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি বলিলেই বদলাইয়া যায় না। তাহা ছাড়া জগতের অধিকাংশ লোক একতাবদ্ধ হইয়া ভগবদ্‌বিশ্বাসী হইতে যায় না। দু' চারজন করিয়াই চিরকাল লোক এপথে চলিয়া আসিয়াছে। জগদ্‌গুরুরূপে ভগবান নিজেই বলিয়াছেন, "মনুষ্যানাং সহস্রেষু কশ্চিৎ যততি সিদ্ধয়ে।" হাজার হাজার মানুষের মধ্যে দু'চার জন মাত্র পরম পুরুষার্থ লাভের জন্য যত্নবান হয়। যেখানে অধিকাংশ লোক কার্যতঃ ভগবানে অবিশ্বাসী, যেখানে অস্থায়ী বিষয়সুখের পথেই অগণিত যাত্রীর ভিড় ঘটা করিয়া নিরন্তর চক্ষুর সম্মুখে চলিতেছে এবং সাড়ম্বরে নিরন্তর বিষয়সুখেরই গুণানুকীর্তনে রত রহিয়াছে, সেখানে সম্পূর্ণ বিপরীত একটি নূতন রহস্যময় আদর্শ লইয়া নূতন ভাবে একাকী বিচরণ কোন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মানুষের পক্ষেই সম্ভবপর হয় না। আদর্শ যেখানে মানিয়া লওয়া মাত্র, পথ যেখানে অজ্ঞাত এবং অনভ্যস্ত, সেখানে শুধু নিজের জ্ঞান এবং নিজের শক্তি লইয়া চলিতে গেলে পথভ্রান্তি এবং কালে আদর্শচ্যুতি অবশ্যম্ভাবী। এই ত গেল সাধারণ বুদ্ধির কথা।

আমাদের হিন্দুশাস্ত্র একবাক্যে গুরুবরণ করিয়াই ভগবানের আরাধনার উপদেশ দিয়াছেন। আমাদের দেশের বিভিন্ন অবতারগণও আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য নিজ নিজ জীবনে গুরুবরণ করিয়া গিয়াছেন। উপনিষদের নিঃসঙ্কোচ ঘোষণা 'আচার্য্যবান লভতে'—গুরুলাভ হইলে তবেই ভগবান লাভ সম্ভবপর। আমাদের দেশের মহাপুরুষগণ পুনঃপুনঃ ঘোষণা করিয়াছেন, এখনও নিরন্তর ঘোষণা করিতেছেন, 'গুরুকৃপাহি কেবলম্'। গুরুকৃপা লাভ করিলে তবে সাধনায় সিদ্ধি।

সাধনায় গুরুপরতন্ত্রতা সম্বন্ধে শাস্ত্র ও আচার্যগণের নির্দেশের কথা আমরা শুধু অনুশাসন হিসাবে উল্লেখ করিতেছি না। গুরু-আশ্রয়ের অবশ্য প্রয়োজনীয়তা ধর্মরাজ্যে আমাদের দেশে কত বিভিন্নভাবে ঘোষিত হইয়াছে তাহাই স্মরণ করাইয়া দেওয়ার জন্য। সাধনার পথে, প্রয়োজন বোধে, হয় গুরু মানিব, না হয় না, বিষয়টা মোটেই তেমন ভাবের নয়। সাধন ভজন করিয়া সত্য লাভে ধন্য হইতে হইলে, শ্রীগুরুরূপ সত্যকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আশ্রয় করিয়াই চলিতে হইবে, এ বিষয়ে আর কোন উপায়ান্তর নাই। বহুত্বসেবী নানাত্বলোভী মানুষের কর্ণে কোন কার্য সম্বন্ধে গত্যন্তর না থাকার সংবাদ কখনই প্রীতিপ্রদ হয় না। কিন্তু গুরুলাভ যে একটা অবাঞ্ছিত দায়ে পড়া নয়, পরন্তু মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠতম সৌভাগ্যলাভ, ভাগ্যবশে এমন যদি কখনও বোঝা যায় তবে আর মনের গুরু সম্বন্ধীয় সংশয়াত্মক ভাব টিঁকিবে না। জীবন পথে চলিতে চলিতে পথভ্রান্ত কর্ম্মক্লান্ত অপূর্ণকাম মানুষ যে একদিন আত্মবিশ্লেষণ করিতে বাধ্য হয়—নূতন আদর্শলাভ করিয়া নবভাবে জীবন আরম্ভ করিতে অনুপ্রাণিত হয়—সত্য দৃষ্টিতে এই অবস্থাটি জগতে মানব-জীবনের ক্রমবিকাশের একটি বিশিষ্ট ভঙ্গীমাত্র। অগণিত মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, উদ্ভিদ, ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ প্রভৃতির অফুরন্ত আয়োজনপূর্ণ বিরাট জগতের বুকেই মানুষ জীবন্ত হইয়া জাগিয়া উঠে। কিন্তু তার জীবন-যাপনের যথাযথ হিসাব করিলে দেখা যাইবে জগতের এত বড় বাহুল্য প্রত্যক্ষভাবে তাহার বিশেষ কোন কাজেই লাগে না। তাহার দেহমনপ্রাণের অপরিস্ফুট বোধে যে ক্ষুদ্র আমিটি জগতের আর সমস্ত হইতে আলাদাভাবে জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহাকেই কেন্দ্র করিয়া, তাহারই পরিপূর্ণ কর্তৃত্বে সে নিজের জীবন গড়িয়া লইতে চায়। এই ক্ষুদ্র বস্তুর মাপে, ক্ষুদ্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আয়োজন লইয়া ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে কোনক্রমে টিকিয়া থাকাকেই সে করিয়া তোলে তার জীবন। জগতের বৃহত্ত্ব তাহার ক্ষুদ্র জীবনের পক্ষে সেই দিক দিয়া হইয়া দাঁড়ায় মস্ত বড় বাধা। তাহার ক্ষুদ্র আমিটিকে কেন্দ্র করিয়া অল্প পরিধির মাপে সে যাহা গঠন করে, তাহা সমস্তই হয় ক্ষুদ্র। এমনি করিয়া সে নিজেকে সর্বপ্রকারে ছোট করিয়া লয়। "কার্পণ্য-দোষোপহতস্বভাবঃ"—সে প্রাপ্ত হয় ক্ষুদ্রত্বেরই প্রকৃতি।

মনুষ্য যদি সত্য সত্যই ছোট হইত, তবে নিজেকে এই ছোট করিয়া গড়ার চেষ্টায় কখনও না কখনও সে সার্থকতা লাভ করিত। কিন্তু তাহা হইবার নহে, কারণ তাহার বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ। স্বীয় ভূমানন্দের সত্ত্বায়, আপনারই মত করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য নিজেরই বুকে তিনি যে মানুষকে জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছেন, ছোট থাকিবার তাহার উপায় নাই। জাগতিক পরিণতিতে মানুষ যেমন শিশুদেহ হইতেই আরম্ভ করিয়া, সংসারের অনন্ত অসংখ্য ঘাত প্রতিঘাতে ক্রমসহিষ্ণু হইয়া পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হয়; মনুষ্যত্বের দিকের ক্ষুদ্রত্বও তেমনি। যে ক্ষুদ্র আমিটিকে তিনি বিরাট আমিতে পরিণত করিবেন, ক্ষুদ্রত্বের পরিসরেই ঘাত প্রতিঘাত সহিয়া সহিয়া এই আমিটি অসীম যাত্রার পথক্লেশ বহনের যোগ্যতা লাভ করিবে। ক্ষুদ্রত্ব সর্বপ্রকারে ক্ষুদ্রত্ববিমুখ হইয়া বাড়িয়া উঠিবে, ইহাই তাঁহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্নেহের কৌশল। এক কথায় প্রাথমিক ক্ষুদ্রত্ব ভাবী মহত্ত্বেরই তপস্যা। মানুষ যদি সাধারণ মানুষের বুদ্ধি অথচ বিশ্বব্যাপী জীবন-চেষ্টা লইয়া জন্মগ্রহণ করিত, তবে অতিকায় মানবের অতি ক্ষুদ্র গৃহে বসবাসের ভাগ্যের মত জীবন হইত তাহার দুর্বহ। দুর্দমনীয় ক্ষুধার তাড়নায় গোটা ব্রহ্মাণ্ড গ্রহণের নিরন্তর চেষ্টার ফলে ক্ষুদ্র মানুষেরা কি দুর্ভোগ ভুগিতেছে এবং কি অশান্তি ছড়াইতেছে, তাহার জীবন্ত দৃষ্টান্ত জগতের চতুর্দিকে আজ ত খুব জাঁকালো হইয়াই জাগিয়া রহিয়াছে।

এতক্ষণ যে ক্ষুদ্রত্বের কথা বলা হইল, সে ক্ষুদ্রত্ব কিন্তু মানুষের স্বীয় সম্পত্তি। মানুষ তাহার কর্মে ছোট হয়, ভাবে বোধে ছোট হয়, আশা আকাঙ্ক্ষায় ছোট হয়। ভগবানের এলাকায় ক্ষুদ্রত্বের স্থানই নাই। তিনি পূর্ণ, সর্বপ্রকারেই পূর্ণ। অণুতেও পূর্ণ, মহতেও পূর্ণ। ব্যষ্টিতেও পূর্ণ, সমষ্টিতেও পূর্ণ। পূর্ণত্ব নিত্যই অবিভাজ্য। তিনি দানেও মহান্, গ্রহণেও মহান্। মানুষই দেয় ছোট করিয়া, পায় ছোট করিয়া এবং জীবনের সমস্ত হিসাব নিকাশ করে ছোট করিয়া।

মানুষের জীবনের যে দানে আজও তাঁহার ছোঁওয়া লাগিয়া রহিয়াছে, মনুষ্যত্বের আরম্ভের যেখানে সূত্রপাত, সেখানে মানুষ বড়ই ছিল, বড়ই আছে এবং মহানই সে হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মানুষের জীবনে ক্ষুদ্রত্বের গ্লানি উপস্থিত হইতে পারে শুধু মহতের ছবি দেখিয়া ; অপূর্ণতার অভাব সজাগ হয় পূর্ণতারই আভাষ পাইয়া। ভূমাসুখের সম্ভোগ আশারূপে না জাগিলে সুখের অল্পতা মানুষ ভাবিতেও জানিত না।

যত অল্প লইয়াই মানুষ থাকুক না কেন, এই মহতের সংস্পর্শ কখনই তাহার নাগালের বাহিরে থাকে না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিষের স্তূপে পৃথিবী ভরিয়া উঠিলেও বস্তুহীন শূন্য উদার সীমাহীন আকাশই যেমন সব চেয়ে বেশি বড় হইয়া মানুষের চক্ষের সম্মুখে জাগিয়া থাকে, তেমনই তাহার পরিমিত জীবনের গায়ে গায়ে লাগিয়াই এক অন্তহীন অপরিমিত জীবনের অপরিহার্য আশা, তাহার অন্তর বাহির ব্যাপ্ত করিয়া বিদ্যমান থাকে। মানুষ তাহার জীবনটাকে জীবনব্যাপী চেষ্টার দ্বারা একটা জানা অঙ্কের মত আদি অন্ত মিলাইয়া যতই কসিয়া কসিয়া সুনিশ্চিত ফল বাহির করিতে চাহে, ততই তাহার জীবনের আদি এবং অন্ত তাহার সমস্ত গণনাকে অগ্রাহ্য করিয়া তাহার হিসাবের নাগালের বাহিরেই পড়িয়া থাকে।

এই সত্য অথচ অনির্দেশ্য অসীমের চাপে বা জ্বালাতেই মানুষ একদিন তাহার পরিমিত জীবনের সীমা লঙ্ঘন করিতে বাধ্য হয় ; কূল ছাড়িয়া তাহাকে অকূলে ভাসিতে রাজী হইতে হয়। এই অকূল সমুদ্রের কূলে দাঁড়াইয়া আর্ত মানুষ একদিন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিজেকে নিতান্তই অসহায় একেলা ভাবিয়া সাশ্রুনয়নে আশ্রয় ভিক্ষা করে ; তাহার প্রয়োজন, সত্য এই অকূল সমুদ্রের প্রত্যক্ষ একজন কাণ্ডারী।

আমাদের সকলেরই জীবনে জীবনে অসীম হইবার তাগিদা, আমাদের জানার ইচ্ছা অপরিসীম, অল্পে সুখ নাই, ভূমাতেই সুখ—অতএব আমরা জ্ঞানে অজ্ঞানে ভগবানকেই খুঁজিতেছি—চাহিতেছি, যিনি একাধারে সৎ, চিৎ ও আনন্দময়—এই সত্য বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিবার এবং ইহাকে সত্য আদর্শ বলিয়া মানিয়া লইবার মত সাধারণ বুদ্ধি অনেক লোকেরই থাকিতে পারে; কিন্তু এই আদর্শ মানিয়া এই সত্যকে স্ব স্ব জীবনে উপলব্ধি করিবার জন্য সর্ব কর্মে এই একই সত্যকে লক্ষ্য করিয়া চলিবার সামর্থের জন্য এতটুকু জ্ঞান অত্যন্তই অপ্রচুর। জীবনের প্রতি কর্মে প্রত্যক্ষ বস্তু এবং ব্যক্তি লইয়া ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত মানুষের পক্ষে এমন অপ্রত্যক্ষ, অবাস্তব, অনুমানাত্মক জ্ঞানমাত্র অবলম্বন করিয়া, অনভ্যস্ত জটিল জীবন-পথে নিরন্তর বিচরণ, এক রকম অসম্ভব ব্যাপার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

সেই জন্যই ভগবান লাভ করাকেই জীবনের পরম আদর্শ স্বীকার করিয়া, জীবনের সর্ব কর্মকেই যাঁহারা এই সত্যলাভের নিরবচ্ছিন্ন তপস্যায় পরিণত করিতে কৃতসংকল্প হন, তাঁহাদের প্রয়োজন হয় এমন একজনের সহায়তা লাভ, যেখানে তাহাদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মানিত আদর্শ সত্য জ্ঞানে সমুজ্জ্বল, যাঁহার প্রতি কর্ম এই আদর্শকেই প্রমাণ করাইয়া দেয়, অভাব যেখানে আনন্দ লাভের পরিপূর্ণতায় পর্যবসিত হইয়াছে—এমন যদি কাহাকেও পাওয়া যায়, তবে তিনিই হইতে পারেন প্রকৃত গুরুপদবাচ্য।

আমাদের দেশের শাস্ত্র এবং মহাপুরুষগণ একবাক্যে ঘোষণা করিয়াছেন, এমন প্রকৃত গুরু একমাত্র ভগবানই হইতে পারেন এবং হইয়া থাকেন। এই সত্য সিদ্ধান্তই শ্রীগুরুতত্ত্বের গোড়ার কথা। আমরা তাঁহারই কৃপা সম্বল করিয়া তাঁহার এই গুরুরূপের প্রকাশভঙ্গি যথাশক্তি যথাসম্ভব বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিয়া দেখিবার চেষ্টা করিব।

আবার বলি, গুরু ভগবানকে জানিবার জন্য, তাঁহাকে লাভ করিবার জন্যই। ভগবানকে বিশেষ ভাবে জানিবার চেষ্টা করিতে যাইয়াই মানুষ ক্রমশঃ সত্য করিয়া বুঝিতে আরম্ভ করে যে তাঁহাকে তাঁহার কৃপা, তাঁহার সহায়তা ব্যতিরেকে জানিবার কোনই উপায় নাই। যতটুকু জ্ঞান লইয়া মানুষের সংসার কার্য চলে, ভগবানকে জানিবার জন্য তাহা জ্ঞানপদবাচ্য নহে। রাত্রির অন্ধকার দূর করিয়া গৃহকর্ম সম্ভবপর করার জন্য মানুষ নানাবিধ আলোর সহায়তাই গ্রহণ করিতে পারে এবং করিয়া থাকে। কিন্তু কেহ যদি সূর্য দর্শন করার অভিলাষ করে, তবে তাহার সেই ইচ্ছা শুধু সূর্যের নিজের আলোর সহায়তা দ্বারাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সম্ভবপর হইতে পারে, দ্বিতীয় কোন উপায়ই নাই। কারণ জগতের আর যাবতীয় আলো সূর্যালোকে নিজেরাই নিষ্প্রভ হইয়া যায়, অন্য বস্তু আর কেমন করিয়া দেখাইবে ?

যাঁহার প্রকাশের সম্মুখে সূর্য, চন্দ্র, বিদ্যুৎ, অগ্নি জগতের যত জ্যোতিষ্কমণ্ডলী অস্তিত্বহীন হইয়া মিলাইয়া যায়, তাঁহাকে প্রকাশ করিবে মর্ত্যলোকের কোন্ সমলিন জ্যোতিঃ ?

মানুষ যে জ্ঞানে অহরহ তাঁহার জগৎ জানিতেছে, যে জ্ঞানে মানব-জীবনের পরম গর্ব, তাঁহার (ভগবানের) সম্মুখে এই জ্ঞান সত্বাহীন হইয়া এমনি করিয়া বিলীন হইয়া যায় যে তাহাকে খুঁজিয়াই পাওয়া যায় না—সে আবার খুঁজিবে, দেখিবে কাহাকে ? এই ত হ'ল প্রকাশের দিকের কথা। আরও একটা দিক আছে, যে দিকটা জগদ্‌গুরুরূপে ভগবান নিজেই মানুষকে অঙ্গুলিনির্দেশে দেখাইয়া দিয়াছেন—"ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ, অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষিনাঞ্চ সর্ব্বশঃ।"

তিনি বলিয়াছেন, সাধারণ মানুষ ত দূরের কথা, দেবতারা এবং মহর্ষিগণও আমাকে প্রকৃষ্টভাবে জানিতে পারে না। কারণ আমি দেবতা এবং মহর্ষি সকলেরই আদি। আদিতে যখন কেবলমাত্র আমিই ছিলাম, তখন কি দেবতা, কি মহর্ষি কেহই ত ছিলেন না। তাহারা আমার কথা প্রকৃষ্টভাবে কেমন করিয়া জানিবেন ? কোন বস্তুরই আদি অন্ত না জানিলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহাকে ভাল করিয়া জানা যায় না। যিনি অস্তিত্বমাত্রেরই আদি, সেই সর্ব-কারণ-কারণ অনাদি স্বরূপকে কোন্ জ্ঞান, কোন্ শক্তি, কোন্ তপস্যা স্বীয় বলে অবগত হইবে ?

"বেদাহং সমতীতানি বর্তমানানি চার্জ্জুন।
ভবিষ্যানি চ ভূতানি মান্তু বেদ ন কশ্চন ॥"

ভগবান বলিয়াছেন, জগতে যাহা ছিল তাহা আমি জানি—জগতে যাহা কিছু জাত হইয়া রহিয়াছে তাহা আমি জানি—জগতে যাহা কিছুর উৎপত্তি ভবিষ্যতে হইবে তাহাও আমি জানি, আমাকে কিন্তু কেহই জানে না।

ভগবৎ বাক্যের তাৎপর্য এই যে মানুষের যে জ্ঞান একদিকে স্থানের দ্বারা, অন্যদিকে কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্নরূপে অল্প, সেই অল্প জ্ঞান লইয়া স্থানে অবাধ কালে অবাধ আমাকে কেমন করিয়া জানিবে ? যাহার আদি অন্ত পাওয়া যায়, তাহাই জানা যাইতে পারে। যে বস্তু কি ছিল, কি হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে কি হইবে সুস্পষ্ট বুঝা যায় তাহারই তত্ত্বনিরূপণ সম্ভবপর। সাধারণ মানব-জ্ঞানের অসুবিধাই এইখানে যে তাহার যাবতীয় জ্ঞেয় বস্তুরই আদিরও আদি জানার বাহিরেই পড়িয়া থাকে। কোন কিছুরই অন্তের সে অন্ত পর্যন্ত পৌঁছিতেই পারে না। তাহার সমস্ত আদিই অনাদি—সমস্ত অন্তই অন্তহীন অনন্ত। এমন সর্বদিকে সর্বতোভাবে সীমাবদ্ধ মানুষ, সর্বথা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অসীম, সর্বরূপেই অনন্ত যিনি, তাঁহার কোন্ সত্য সংবাদ, কোন্ সত্য পরিচয় সংগ্রহ করিবে ?

কাজেই ভগবান 'অজ্ঞাত এবং অজ্ঞেয়' পণ্ডিতগণের এই সিদ্ধান্তই কি তবে সত্যান্বেষণের শেষ কথা ? হ্যাঁ—অবশ্যই শেষ কথা তাদের জন্য যাহারা স্বীয় বিদ্যা বুদ্ধি বলেই ভগবানকে মাপিতে চাহেন—সে বিদ্যা বুদ্ধি জাগতিক দৃষ্টিতে যত বড় এবং বিস্ময়কর বলিয়াই বিবেচিত হউক না কেন।

নিজের ক্ষীণ দুর্বল আমিটিকেই সম্বল করিয়া, নিজের ক্ষুদ্র বলবুদ্ধিকেই ভরসা করিয়া যে কালে যে দেশে যে কোন মানব ভগবানকে পাকাপাকি করিয়া জানিতে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন, সেইখানেই এই অপরিহার্য সিদ্ধান্তই জ্ঞানরূপে দেখা দিয়াছে। এ কথা মনুষ্যজ্ঞানেরই অল্পতার অবশ্যম্ভাবী স্বীকৃতি ; ইহা মানব-শক্তিরই অপূর্ণতার জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত।

পুনঃ পুনঃ জানিবার চেষ্টায় পুনঃ পুনঃ ব্যর্থ হইয়া, পুনঃ পুনঃ ধরিতে যাইয়া ধরিতে পারার অক্ষমতায় বিমূঢ় হতবুদ্ধি মানুষের ইহাই চিরন্তন উক্তি।

এইরূপ চেষ্টা যাঁহারা করিয়াছেন, তাঁহাদের কখনও মনেও পড়ে নাই যে তাঁহাদের জ্ঞানের বাহিরে যাহা তাহাও জানিবার প্রকৃষ্টতর পন্থা থাকিতে পারে ; এবং সেইরূপ জ্ঞান ও সেইরূপ শক্তির সহায়তা মানুষ ইচ্ছা করিলেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাইতে পারে। এমন চিন্তাধারা তাহাদের ভাবনারও অগোচর।

মানুষ তাহার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যতটুকু জানিতে পারে, তাহাই যদি হইত পৃথিবীর জ্ঞানের সীমা এবং মানুষ যতটুকু করিতে পারে, তাহাই যদি হইত শক্তির সীমা, তবে তেমনতর জ্ঞানশক্তিদৈন্যালঙ্কৃত পৃথিবী, মানুষের খুব লোভনীয় বাসস্থান হইত না। কিন্তু মানুষের ভাগ্যবশে পৃথিবীর তেমন দৈন্য সত্যই নাই।

সর্বকালের সর্বদেশের মানুষকে জ্ঞানান্বেষণের এই ব্যর্থতা হইতে বাঁচাইবার জন্য, সর্বশক্তির উৎস অনুসন্ধানে উৎসাহহীনতা হইতে রক্ষা করিবার জন্য, বিশ্বহিতব্রত ঋষিগণ জগৎ সমক্ষে নিঃসঙ্কোচে ঘোষণা করিয়াছেন ঃ—

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ ন মেধয়া, ন বহুনা শ্রুতেন,
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ।"

আত্মাকে ভাল ভাল কথা দ্বারাই পাওয়া যায় না। মেধা দ্বারা নয়, শাস্ত্রজ্ঞান মাত্র দ্বারাও নয়। তিনি যাহাকে বরণ করেন, সেই আত্মাকে লাভ করে। যেই কৃপা দ্বারা মানুষ ভগবানকে লাভ করেন, শ্রীগুরু আত্মার সেই কৃপা রূপ—গুরু কৃপাহি কেবলং।

এখানে মনের এই সংশয় স্বাভাবিক যে, মানুষের সমস্ত অভাবের মূলই যদি বলা হয় ভগবানের অভাব, তবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাঁহার অভাবে মানুষ আজ আর্ত, দীন, বিপন্ন, সেই তাঁহাকেই পথপ্রদর্শক হিসাবে গ্রহণ করিয়া ধর্মজীবন আরম্ভ করা, ইচ্ছা করিলেও কেমন করিয়া মানুষের পক্ষে কার্যতঃ সম্ভবপর হইবে ? সহজ কথায়, যে ভগবানকে মানুষ কখনও চায়ও নাই, পায়ও নাই, সেই ভগবানকে মানুষ গুরুরূপে ধরিবেই বা কেমন করিয়া, পাইবেই বা কোথায় ? সর্বোপরি যাঁহাকে স্বেচ্ছায় কখনও প্রয়োজনীয় বলিয়াই বোধ করি নাই, আজ হঠাৎ দায়ে পড়িয়া আমি তাঁহাকে গুরুরূপে চাহিলেও তিনি আমার শ্রীগুরু হইতে রাজীই বা হইবেন কেন ?

সত্য সত্যই রাজী তিনি হন—চিরকাল হইয়াছেন, চিরকাল হইবেন। যে যেখানে তাঁহাকে পাইয়া ধন্য হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে এই কথা ঘোষণা করিয়াছেন। যিনি না ডাকিলেও নিজে আসিয়া সকলকে মায়ের মত স্নেহে আদরে বুকে করিয়াই বসিয়া থাকেন, তিনি ডাকিলে আসিবেন না ? মানুষের ভগবানকে কখনও কাহারও প্রয়োজনীয় বোধ হইতে পারে, কখনও বা নাও হইতে পারে। কিন্তু ভগবান ত কোন কালে কাহাকেও তাঁহার নিজের অপ্রয়োজনীয় করিয়া রাখেন নাই। মানুষ তাঁহাকে না চাহিলেও তিনি সকলকে সর্বদাই চাহিতেছেন ; মানুষ তাঁহাকে না ডাকিলেও তিনি নিরন্তরই মানুষকে ডাকিতেছেন ; মানুষ তাঁহার কথা না

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাবিলেও তিনি মানুষের কথা সর্বদাই ভাবিতেছেন। আমরা তাঁহাকে ভাল না বাসিলেও তিনি সর্বদাই আমাদিগকে ভালবাসিতেছেন। কথাটা এই যে আমরা ভগবানকে যতই পর করিয়া রাখি না কেন, দূরে বলিয়া ভাবি না কেন—তিনি ত সত্যই আমাদের পর ও নন, আমাদের কাছ হইতে দূরেও নন—আর আমরা না জানিলে, না বলিলেও তিনি ভাল করিয়াই জানেন, তাঁহাকে না হইলে মানুষের চলিতেই পারে না। তাই মানুষ যদি তাঁহাকে সত্যই চায় তবে সানন্দেই তিনি আসিয়া থাকেন।

হিন্দুধর্মের যোগবিজ্ঞান পাতঞ্জল যোগদর্শনে ঈশ্বরের একটি সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে—'পূর্বেষামপি গুরুঃ' —পূর্বে পূর্বে যাঁহারা যুক্ত হইবার জন্য যত্নবান হইয়াছেন, সেই সকলেরই যিনি গুরু হইয়াছেন, তিনি ঈশ্বর। কাজেই গুরু না হইলে যোগসিদ্ধি সম্ভবপর হয় না এবং গুরুও ভগবান ছাড়া আর কেহ হইতে পারেন না, ইহাই আমাদের যোগবিজ্ঞানের স্থির সিদ্ধান্ত।

জগদ্‌গুরুরূপে শ্রীভগবান নিজেও বলিয়াছেন, 'ময়া পুরা প্রোক্তা'—ধর্ম সম্বন্ধে, যোগ সম্বন্ধে কথা পূর্বে পূর্বেও আমিই বলিয়াছি—আমার কথা আমি ছাড়া আর কেহ যথাযথ বলিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারে না বলিয়া—আমার জ্ঞান আমাতে ছাড়া আর কোথাও নাই বলিয়া।

এখন আমরা শ্রীগুরুরূপে ভগবানের আবির্ভাবের ভাবটিই বিশেষ করিয়া বুঝিয়া লইবার চেষ্টা করিব।

শ্রীভগবান চৈতন্যময়—তিনি জ্ঞানময়। জগতে এই জ্ঞানের দুইটি বিশিষ্ট দিক প্রকাশিত রহিয়াছে। একদিকে জ্ঞান সকলকে জানিতেছেন; অপরদিকে জ্ঞান নিজেই নিজেকে জানিতেছেন। ব্যক্তিগত জ্ঞানেরও এই একই ধর্ম। একদিকে জ্ঞান সহায়ে সর্বজ্ঞান লাভ হইতেছে, অপরদিকে জ্ঞান নিজেকেও প্রকাশ করিতেছেন। জগতের স্থূল জ্যোতির্ময় বস্তুমাত্রেরও এই ধর্ম। সূর্য, অগ্নি, বিদ্যুৎ, আদি সমস্ত জ্যোতিই অন্যকে প্রকাশ করে এবং নিজেদেরও প্রকাশ করে। ক্ষুদ্রতর জ্যোতি আবার বৃহত্তর জ্যোতির অঙ্গীভূত হইয়া তদ্দারাই প্রকাশিত হইতে পারে। জ্ঞানের রাজ্যেও উজ্জ্বলতর জ্ঞান অল্পতর জ্ঞানকে অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া প্রকাশ করিতে পারে। জাগতিক জ্ঞান প্রকাশ পর্যায়ে "আমি আছি" এই বোধই সব চেয়ে সূক্ষ্ম এবং সব চেয়ে ব্যাপক—এই আমি-বোধ যখন ব্যাপক হইয়া প্রকাশিত হয়, তখন সৃষ্টির জ্ঞানগম্য যাবতীয় কিছুই এই আমি-বোধের অন্তর্গত হইয়া প্রকাশিত হয়। "আমিই" হয় সর্ব বস্তুর প্রকাশক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধারণ মানুষের মধ্যে এই আমি-বোধ খণ্ডিত—অন্য সব বস্তু এবং ব্যক্তির সত্তা হইতে স্বতন্ত্ররূপ হইয়া প্রকাশিত থাকে। সেখানেও আমি আছি এবং আমি জানিতেছি, জ্ঞানের এই প্রকাশরূপ সুপ্রকট। কিন্তু মানুষ যতক্ষণ বাহ্য জগৎ ভোগকেই পরম পুরুষার্থ মানিয়া জীবনপাত করে, ততক্ষণ জ্ঞান তাহার কাছে সর্বজ্ঞান লাভের দিক দিয়াই প্রয়োজনীয়। আমি বাহিরে যাহা জানিতেছি তাহা লইয়া সে এতই বিব্রত থাকে যে অন্তরের আমি 'আছি' এই সংবাদ প্রত্যক্ষভাবে তাহার নিকট বিশেষ কোন কাজেই লাগে না। কিন্তু ব্যবহারিক জীবনে অন্তরের এই ক্ষুদ্র আমি-বোধটি সম্বন্ধে যতই তাহার উপেক্ষার ভাব থাকুক না কেন, মানুষ কিন্তু তাহার দৈনন্দিন জীবনেও বাস্তবিক পক্ষে ইহাকে উপেক্ষা করিতে পারে না। মানুষের যত "বড় বড়" কাজ, সমস্তই এই ক্ষুদ্র আমিটিকে খুশী করিবার জন্য। যতক্ষণ আমি-বোধে প্রসন্নতা না ফুটিল, ততক্ষণ মানুষের কোন কর্মই তাহার জীবনে সার্থকতা-বোধ জাগাইতে পারে না। মানুষের জীবনের ক্ষুদ্র বৃহৎ যাবতীয় কর্মের প্রকৃত মূল্য নির্ধারণের একমাত্র মানদণ্ড ইনি। যাঁহার সঙ্গে জীবনের প্রতি কর্মের এমন নিত্য সম্বন্ধ, তাঁহাকেই হিসাবের বাহিরে রাখিয়া মানুষ যে অহরহ চলিতে পারে, ইহাও সৃষ্টির একটা কম রহস্যময় ঘটনা নহে। যেহেতু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'আমি' না থাকিলে সংসারের ক্ষুদ্র বৃহৎ ভালমন্দ কোন কাজই নিষ্পন্ন হইতে পারে না, সেইজন্য মানুষ তাহার নিজের জীবনের সঞ্চিত মশল্লায় প্রকৃত "আমির" এক অনুকল্প আমি গড়িয়া তাহার মনোমত কার্যাদি সম্পন্ন করে। এই অহংকারকেই সে তাহার সর্বকর্মের ভোক্তা, দ্রষ্টা এবং নিয়ামক বলিয়া মনে করে। তাহার সমস্ত ব্যবস্থাকে অগ্রাহ্য করিয়া প্রতিনিয়তই সর্বকর্মের সফলতা বিফলতার নির্দেশ যে তাহার অন্তরস্থ ক্ষুদ্র আমি-বোধের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, ইহা সে যেন দেখিয়াও দেখে না।

অন্তরের এই আমি-বোধের ব্যাপকতার উপরই মানব-জীবনের প্রকৃত বিস্তারের পরিমাপ নির্ভর করে। এই বোধ যত বিস্তার লাভ করে, মানব-জীবনের পরিসর এবং তাহার সুখ দুঃখের ইতিহাস ও সেই পরিমাণে বাড়িয়া চলিতে থাকে। মানুষের অজ্ঞানান্ধ দৃষ্টিতে এই পিছনের আমিটিকে নির্লিপ্ত উদাসীন দ্রষ্টা মাত্র রূপে দেখা গেলেও পরে উঁহাকেই মানব-জীবনের একমাত্র নিয়ামক বলিয়া মানুষ পরিজ্ঞাত হয়। এই যে 'আমি', এই 'আমিকে' শুধু 'আমিই' জানিতে পারে, 'আমিই' প্রকাশ করিতে পারে। এই 'আমির' আমি অতিরিক্ত কোন জ্ঞাতা বা প্রকাশক নাই এবং হইতেও পারে না। এই যে আমির আমাকেই জানা, জ্ঞানের জ্ঞানমাত্রকেই জানা,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঐটিই হইল গুরুজ্ঞানের বীজ সত্তা। যাহাদের গুরুলাভ আজও হয় নাই, তাহারাও সকলে জ্ঞানে অজ্ঞানে ঐ বিশ্বগুরুর নিয়ন্ত্রণাধীনেই জন্মের পর জন্ম চলিয়া আসিতেছেন। ভগবান অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন, 'বহুনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন, তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি নত্বং বেত্থ পরন্তপ।" হে অর্জুন, তোমার এবং আমার বহু জন্ম একত্র অবস্থান ঘটিয়াছে। আমি তাহার সমস্তই জানি কিন্তু তুমি তাহা জান না। এই কথা সর্বকালে সকল মানুষের জন্য ভগবানের এই নিত্য সারথ্যেরই সংবাদ। জীবন অর্থ-ই গতি। এবং এই গতির মূল নিয়ন্ত্রণ সর্বত্র শ্রীগুরুতেই নিহিত আছে। অতীতের প্রেরণা, ভবিষ্যতের আশা এবং বর্তমানের ঘটনা সমবায়ে নব নব বেগ সৃষ্টি করিয়া যে কোন কিছুর অগ্রগতি ঘটাইবার সামর্থ সর্বজ্ঞত্ব এবং সর্বশক্তিমত্তা সমন্বিত শ্রীগুরু শক্তিতেই রহিয়াছে। জল বায়ু আকাশ বাতাসের মত শ্রীগুরুর এই স্বতঃসিদ্ধ নিত্য কৃপা না জানিয়া জগতের সৃষ্ট বস্তু মাত্রই অনুভব করিতেছে। বিশ্বমূলে এই পরিপূর্ণ আমি-বোধই অনন্ত ভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া অনন্ত বিশ্ব রচনা করিতেছে। ব্যষ্টিতে ব্যষ্টিতে এই আমি-বোধের বিচিত্র ভঙ্গিই অনু পরমাণু, উদ্ভিদ, পশু মনুষ্যাদি বিচিত্র জীবন-ভাব লইয়া বিকশিত হইতেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীবনের পর জীবন ধরিয়া মানুষ একটু একটু করিয়া বোধের এই অন্তর্মুখী ভঙ্গির সহিত পরিচিত হইতে থাকে। কোথাও মানব-জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষারূপে, কখনও উন্নততর জীবনের আদর্শমাত্র রূপে, জ্ঞান কর্মের শিক্ষার ভিতর দিয়া, মহাপুরুষগণের উপদেশ বাক্যে, শাস্ত্র বাক্যের নির্দেশ অনুসরণে, মানুষ এই অন্তর্মুখী জ্ঞানশক্তির ক্রমবর্ধমান পরিচয় লাভ করে এবং স্বীয় জীবনের অগ্রগতির সহায়করূপে নিজ নিজ শক্তি সামর্থ অনুযায়ী সজ্ঞানে গ্রহণ করে। কিন্তু ইনি শ্রীগুরুরূপে বিজ্ঞাত এবং পথপ্রদর্শকরূপে সত্য আশ্রয় স্বরূপ তখনই হইতে পারেন যখন এই অন্তর্মুখী নিরবচ্ছিন্ন জ্ঞানশক্তি ব্যক্তিত্বমণ্ডিত হইয়া মূর্তরূপে আবির্ভূত হন। তাহা কেমন করিয়া ঘটে তাহাই আমাদের বক্তব্য।

এতক্ষণ আমরা জ্ঞানের স্বরূপ বলিতে যাইয়া শক্তির কথা যথাসম্ভব বাদ দিয়াই চলিয়াছি—জটিল বিষয়বস্তুর জটিলতা অযথা না বাড়াইবার চেষ্টা হিসাবে। কিন্তু জ্ঞানের কথা অসম্পূর্ণই থাকে শক্তির কথা না বলিলে। সৃষ্টিতে জ্ঞান ও শক্তির অবিনা ভাব। জ্ঞান আছে, শক্তি নাই অথবা শক্তি আছে জ্ঞান নাই, সৃষ্টির বুকে বসিয়া এমন কথা এমন ভাবনা অবাস্তব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অগ্নির সহজাত দাহিকা শক্তির মত, আলো মাত্রেরই সহ বিদ্যমান প্রকাশ-শক্তির ন্যায়, জ্ঞান ও জ্ঞানপ্রকাশ শক্তির সহাবস্থান নিত্যসিদ্ধ। সৃষ্টিতে বস্তুবিশেষের প্রকাশ এবং প্রকাশ শক্তির সহাবস্থান মূল জ্ঞান ও জ্ঞানশক্তির সত্যতারই ক্ষুদ্র প্রতিচ্ছবি। স্বরূপত জ্ঞান ও শক্তি একই বস্তু। স্বপ্রতিষ্ঠ জ্ঞানকে আমরা জ্ঞানমাত্র বলি। সেই জ্ঞানই স্বশক্তি আশ্রয়ে লীলায়িত হইলে তাহাকে শক্তিমাত্র বলি ; জ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র বস্তু বলিয়া মনে করি, স্বভাবের তারতম্য দেখিয়া। জ্ঞান যদি জ্ঞানমাত্রই হইত, তবে সৃষ্টি বলিয়া কিছু সম্ভবপরই হইত না। অথচ সৃষ্টি সত্যই রহিয়াছে এবং কোন না কোন ভাবে নিত্যকালই ছিল এবং থাকিবে। কারণ শক্তি জ্ঞানের নিজেরই নিত্যস্বভাব। জ্ঞানে যাঁহারা শক্তির অভাব দেখেন, তাঁহাদের জগৎসৃষ্টি অন্যতর শক্তিসহায়ে ঘটাইতে হয় এবং বাঞ্ছিত জ্ঞানের উদয় হইলেও সৃষ্টিকে যে কোন অজুহাতে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিতে হয়। কিন্তু মানব-বুদ্ধির সমস্ত কলা কৌশলকে এড়াইয়া জ্ঞান-বক্ষে সৃষ্টি জাগিয়াই আছে এবং স্রষ্টার অনুজ্ঞায় ব্যক্ত অব্যক্ত যে ভাবেই হউক, জাগিয়াই থাকিবে।

সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান বলিয়া যে ভগবানকে উল্লেখ করি, তাঁহাকে শুধু জ্ঞানে জানিয়া শক্তিতে না জানিলে, এমন লব্ধ-

4

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞান অপূর্ণ ই থাকিবে। আমরা এ জগতে প্রত্যক্ষভাবে শক্তির বুকেই দিনরাত্রি বিচরণ করি। জীবনের নানা ঘাত প্রতিঘাত শক্তিসংঘর্ষেরই বিচিত্ররূপ। যতদিন এই শক্তির সঙ্গে সত্য পরিচয় না ঘটিবে, ততদিন আমাদের জগৎ ব্যবহার ভ্রান্তিপূর্ণ এবং দুঃখময়ই থাকিতে বাধ্য। অন্তরে যিনি জ্ঞানময় অন্তর্যামী, বাহিরেও তিনিই বিলসিত হইয়া সর্বশক্তিরূপে প্রতীত হইতেছেন, ইহা যতদিন উপলব্ধি না হইবে, ততদিন জগতের সঙ্গে জীবনের সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্বন্ধস্থাপন কখনই সম্ভবপর হইবে না।

জগতে শক্তির যে স্থূল বিলাস আমরা শক্তিপ্রবাহের ভিতরে দেখিতে পাই, সেই শক্তিরও স্বভাব বিশ্লেষণ করিয়া পণ্ডিতগণ দেখিতে পাইয়াছেন যে ইহার একদিকে যেমন সদা প্রবহমান কেন্দ্রাতিগ গতি রহিয়াছে, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে সমশক্তিবিশিষ্ট কেন্দ্রাভিমুখী গতিও রহিয়াছে। একদিকে রহিয়াছে বহির্মুখী বেগ, অন্যদিকে সদা জাগ্রত কেন্দ্রাভিমুখী আকর্ষণ। জ্ঞানের অন্তর্দৃষ্টি এবং বহির্মুখী দৃষ্টি এবং শক্তির কেন্দ্রাতিগ এবং কেন্দ্রানুগ গতি একই সত্যের দুই রকমের ব্যবহার মাত্র। জ্ঞানে যাহা প্রকাশ-বৈচিত্র্যরূপে বিদ্যমান, সত্যের সেই একই মহিমা শক্তিতে গতিরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। যখন জানিতেছি মাত্র, তখন প্রকাশ জ্যোতির্ময়। যখন হইতেছি, তখন প্রকাশ বেগময়, আকর্ষণময়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যখন শান্ত, তখন সত্যে দৃষ্টি। যখন জ্ঞান নৃত্যপর, তখন উভয়মুখী সৃষ্টি।

এই শক্তির সত্য মহিমা যাঁর শক্তি মাত্র তিনিই ভাল করিয়া জানেন এবং কৃপা করিয়া জানাইতে পারেন। এই অঘটন ঘটনপটিয়সী মহিমায় নিজেরাই যাঁহারা বিভ্রান্ত, তাঁহারা এই পরম রহস্যময় তত্ত্ব কি করিয়া বুঝাইবেন ?

বলা হইয়াছে শ্রীভগবান সৎস্বরূপ, তিনি চিৎস্বরূপ এবং আনন্দস্বরূপ।

ভগবানের সৎস্বরূপের সব চেয়ে সুপ্রকট প্রত্যক্ষ পরিচয়, মানুষের পক্ষে রহিয়াছে ভগবানের স্থূল জগৎ প্রকাশের মধ্যে, যাহাকে জড়জগৎ বলা হয়। সত্যজ্ঞানের নিরবচ্ছিন্ন বিদ্য-মানতা মানুষ এই জগতের সর্বদিক হইতে নিরন্তর ইচ্ছায় অনিচ্ছায় পাইতে বাধ্য হয়। এই সদা বিরাজিত সত্যকে সে জানিয়াও জানে না; পাইয়াও সে লাভ করিল বলিয়া বোধ করে না। এই সত্যকে নিঃসংশয়রূপে পাইতে হইলে জগৎকে তাহার ভাল করিয়া বুঝিতেই হইবে। জগৎ শক্তিবিলাসেরই ঘন রূপ। জগৎ বুঝিতে পারা অর্থই শক্তির সঙ্গে মানুষের সত্য পরিচয় লাভ। তাহা ঘটিতেই পারে না, কেহ ঘটাইতেই পারে না, স্বয়ং শক্তিমান ছাড়া। স্বীয় জ্ঞানে শক্তির পরিচয় গ্রহণ করিতে গেলে, শক্তিলাভ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া মানুষ মানব না থাকিয়া দানব হয়, ইহা জগতের সর্বকালের সুপরীক্ষিত সত্য।

শ্রীভগবানের চৈতন্যসত্ত্বার পরিচয় জীবজগতে সব চেয়ে সুপ্রকট; তার মধ্যে আবার মানুষের মধ্যে বেশী; সব চেয়ে বেশী প্রত্যক্ষ নিজ নিজ অন্তরে। অসীম অখণ্ড চৈতন্যস্বরূপ ভগবান সর্বব্যাপী হইয়াই রহিয়াছেন, কিন্তু মনুষ্য-দৃষ্টি জগতে, অন্তরে বাহিরে চৈতন্য সত্ত্বাকে খণ্ডিত বলিয়াই বোধ করে, অন্য ভিন্ন জানিয়াই ব্যবহার করে। অখণ্ড চৈতন্যে এই খণ্ডত্ববোধ অবাধ চৈতন্যের প্রকাশ দ্বারাই বিদূরিত হইতে পারে। অখণ্ড চৈতন্যে আত্মবোধ শুধু শ্রীভগবানেই নিত্য। সেই চৈতন্যময়ের উদয় না হইলে সর্বজ্ঞানবিমূঢ় মানুষ কেমন করিয়া ভূমা চৈতন্যের পরিচয় পাইবে? মোট কথা জ্ঞানকে সমগ্রভাবে জানাইতে হইলে জ্ঞানময়েরই সহায়তা প্রয়োজন, শ্রীচৈতন্যরূপে তাঁহারই আবির্ভাব অপরিহার্য।

শ্রীভগবানের আনন্দসত্ত্বা বিশেষ করিয়া তাঁহাতেই বিদ্যমান। তাঁহারই সংস্পর্শ লাভ না করিয়া মানুষ আনন্দের সত্য পরিচয় কখনই পাইতে পারে না। আনন্দময় রূপে তিনি আবির্ভূত হইয়া স্বীয় পরিচয় না ঘোষণা করিলে আনন্দ মানুষ কোথায় পাইবে? পুঞ্জীভূত নিরানন্দ সযত্নে বুদ্ধির চালুনিতে ছাঁকিয়া, খণ্ড খণ্ড সুখের অগণিত সংগ্রহের দুঃখের কাঁটাগুলি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এক এক করিয়া বাছিয়া, কোন জন্মেও মানুষ আনন্দের মুখ দেখিবে না। আনন্দ পূর্ণ—আনন্দ অবিভাজ্য। অপূর্ণ এই সংসারে, অনন্ত বিভক্ত এই জগতে কে বিলাইবে আনন্দ, আনন্দস্বরূপ স্বয়ং তিনি ছাড়া ?

নিজেকে নিজে ছাড়া পুরাপুরি জানাই যাইবে না, এই যেখানে ছোট বড় সর্ব অস্তিত্বের অকাট্য নিয়ম হইয়া রহিয়াছে, সেখানে তাঁহাকে জানিতে তাঁহাকেই চাই, ইহাই ত সুসঙ্গত কথা।

কাজেই মানুষ যখন শ্রীভগবানকেই লাভ করা জীবনের পরম আদর্শ জানিয়া, সর্বভাবে তাঁহার পথে চলাকেই সত্য জীবন-যাপন পদ্ধতি করিয়া লইতে উৎসাহিত হয়, তখন শ্রীগুরুরূপে ভগবানকেই তাহার পাওয়া চাই।

এই জন্যই গুরুরূপে শ্রীভগবানকেই পাওয়ার ভূয়োভূয়ঃ শাস্ত্রনির্দেশ। এই জন্যই পূর্বে পূর্বে সর্ব দেশে সর্ব-কালে তিনিই সকলের সত্যলাভের, আত্মলাভের, ব্রহ্মজ্ঞানের গুরু হইয়াছেন। বর্তমানেও সত্যান্বেষীর জ্ঞানান্বেষণে তিনিই সকলের গুরু হইয়া রহিয়াছেন। এবং ভাবীকালেও তিনিই সকলের শ্রীগুরুরূপে মানুষের পক্ষে ভগবান লাভ সম্ভবপর করিয়া দিবেন। ইহার অন্য আর কোন ব্যবস্থাই নাই। এমন ব্যবস্থা অপরিহার্য হইয়াছে তিনি এমন মহান্ বলিয়া। অন্যদিকে তাঁহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৃপা অবশ্যম্ভাবী হয় আমরা এত ছোট বলিয়া। যখন তাঁহার মহিমা কোন মানুষের পক্ষে বোধাতীত মহান্ বলিয়া সত্য সত্য বোধ হইতে থাকে, অন্যদিকে নিজের সর্বতোমুখী ক্ষুদ্রত্ব দিনে দিনে অসহনীয় হইয়া উঠে, তখন গ্রীষ্মতপ্ত ধরিত্রীর বুকে অফুরন্ত বারিধারার মত মানুষের জীবন জুড়িয়া আরম্ভ হয় উন্মুক্ত হস্তের কৃপাবর্ষণ—সত্য হইয়া মূর্ত হন প্রেমঘন শ্রীগুরু।

মানব-জীবনের সর্ব অভাব-বোধ ভগবানের অভাব-বোধ জনিত। তাঁহাকে জানিলে, তাঁহাকে পাইলে, তাঁহারই হইলে, জীবনের যাবতীয় অভাবেরই একান্ত অভাব ঘটে। জগতের আর কোন কিছুর দ্বারাই মানুষের এই অভাব পরিপূর্ণ হয় না। অতএব মানুষ মাত্রেরই জীবনের প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য ভগবানকে জানা। এবং এই জানার পথে অকুণ্ঠিতভাবে অভ্রান্তগতিতে অগ্রসর হওয়ার জন্য, শ্রীগুরুরূপে তাহার ভগবানকেই একান্ত আশ্রয় রূপে, পথপ্রদর্শক রূপে, গ্রহণ করিয়াই তাহার নব আদর্শে নূতন করিয়া জীবন গঠনে প্রবৃত্ত হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু যে ভগবানের অভাবের জন্যই জীবন অভাবময় হইয়া গড়িয়া উঠিতেছে, সেই তাঁহাকেই প্রত্যক্ষভাবে পথপ্রদর্শকরূপে গ্রহণ করিয়াই চলিতে হইবে এবং চলার সুযোগ লাভও ইচ্ছা করিলেই অনায়াসে ঘটিবে, এই পরামর্শটা সংশয়াসক্ত মানব-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বুদ্ধিতে প্রহেলিকা বলিয়াই বিবেচিত হওয়া অসম্ভব নয়। এই বিষয়ে শাস্ত্রের কয়েকটি বচন কিংবা দু'চারজন মহাপুরুষের অভ্রান্ত বাণীর উল্লেখ করিলেই সাধারণ মানুষ কথিত উপদেশ শিরোধার্য করিয়া কার্যারম্ভের যোগ্যতা লাভ করে না। তাহার স্বীয় বুদ্ধির বিচারে নিজের ভ্রান্তি এবং উপদেশের মনোজ্ঞতা স্বীকৃত হইতে পারিলে তবেই তাহার পক্ষে উপদিষ্ট উপায় অবলম্বনে তৎপরতা আসিতে পারে। সেই ভরসাতেই নানা দিক দিয়া বিষয়টিকে বুঝিতে এবং বুঝাইতে যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইতেছে।

ভগবানের কথা উঠিলে অধিকাংশ লোকই বলিয়া থাকেন, তাঁহারা ভগবানে বিশ্বাস করেন। অন্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও যাহারা সাধনা কিছু না কিছু আরম্ভ করিয়াছেন বা করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তাহাদের মধ্যেও অনেকেরই মনে এমন ধারণা বদ্ধমূল। ভগবানে বিশ্বাস স্বতঃসিদ্ধবৎ ধরিয়াই তাহারা শুধু সাধনার বিশেষ একটা পথ মাত্র জানিতে উৎসুক। ভাবটা এই যে, যেন পথটা একবার জানিয়া লইলেই ভগবানকে পাওয়ার আর বাকি কাজটা অতি সহজেই অচিরাৎ ঘটিয়া যাইবে। যাঁহার পথে চলিব তাঁহার অস্তিত্বেই যদি অবিশ্বাস থাকে, তবে তাঁহাকে পাইবার পথের খবরের মূল্য যে প্রায় থাকেই না, এ কথা তাঁহারা বুঝিতে পারেন না বা চাহেন না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবানে সত্য সত্যই বিশ্বাস থাকিলে পথের সন্ধান আপনিই অতি সহজ হইয়া যায়। অপর দিকে ভগবানে অবিশ্বাস থাকিলে পথ পাইয়াও পথ দেখা যায় না, চলিতে যাইয়াও চলার বেগ আপনা আপনিই শ্লথ হইয়া যায়।

মানুষের জীবনে ভগবানে বিশ্বাস একদিকে স্বতঃসিদ্ধ ভাবেই রহিয়াছে। তত্ত্বের দিক দিয়া এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আশ্রয়হীন হইয়া চলিবার উপায় সৃষ্টিতে কোথাও নাই। যে কোন ভাবেই হউক, ভগবানে ভর না করিয়া একটি অণু পরমাণুও দাঁড়াইতে পারে না ; মানুষের ত আরো নির্ভরশীল হইয়াই চলিতে হয়। যে এক অজ্ঞাত শক্তি বা অপরিচিত জ্ঞানকে একান্ত ভাবে অবলম্বন করিয়া তাহার এবং জগতের আর সকলেরই বাধ্য হইয়া চলিতে হয়, সেই জ্ঞান বা শক্তিকে সে ভগবান বলিয়া জানেও না, মানেও না এবং সে যে সর্ব কার্যে ঐ চৈতন্যশক্তিকে আশ্রয় করিয়াই অগ্রসর হইতেছে, এই সত্য সংবাদও তাহার কাছে অজ্ঞাত। কাজেই জীবনের যেই দিকটা তার স্বতঃসিদ্ধভাবে ভগবানে নির্ভরশীল, সেই দিকটা তার নিজেরও জ্ঞানের বাহিরে। তাহার এই নিজেরই বিশ্বাসের রাজ্যটা তাহার নিজেরই জাগ্রত দৃষ্টির অন্তরালেই পড়িয়া রহিয়াছে। এই দিকে তাকাইয়া কোন মানুষ ভগবানে বিশ্বাস করি কিংবা না করি, বলে না। বিশ্বাস

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বা অবিশ্বাস তাহার জাগ্রত জীবনের কথা লইয়া। তাহার ধন আছে, জন আছে, সে নিজে আছে এবং অন্যেরা রহিয়াছে—এই সমস্ত কথা তাহার কাছে যেমন সত্য বিশ্বাসের কথা, ভগবানে বিশ্বাসও কি ঠিক সেই জাতীয় ? মানুষ যাহা এবং যাহাকে বিশ্বাস করে, জীবনের প্রতি কার্যেই তাহা বা তাহাকে তাহার মানিয়া চলিতে হয়। তাহার সত্য-বিশ্বাসের বস্তু এবং ব্যক্তি লইয়াই তাহার জীবন, তাহার সংসার। সে চলে, বলে, জীবন যাপন করে, তাহাদের সকলের মুখ চাহিয়া। তাহার ধন, জন, তাহার দৃষ্টির বাহিরে থাকিলেও জীবনের প্রতি কার্যে তাহাদের স্মরণ মনন করিয়াই সে চলে। তাহার 'আছে' বলিয়া স্বীকৃত সত্যে, জীবনের সর্ব কার্যে যে নির্ভরতা, ভগবানের প্রতি কি তাহার শতাংশের একাংশও আছে ? মানুষ তাহার সংগৃহীত বস্তু এবং স্বীকৃত আত্মীয়দের ভরসা করিয়া কত অসীম সাহসিকতার কার্যে স্বচ্ছন্দে হাত দিতে পারে, কিন্তু তাহার বিশ্বাস করা ভগবানের উপর ভরসা করিয়া সে কি এক পাও চলিতে পারে ? নবজাত শিশুপুত্রটি, যে কাল পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকিবে কি না বলা কঠিন, তাহারই ভবিষ্যৎ জীবনের উন্নতির উপর নির্ভর করিয়া মানুষ কত স্বপ্নসৌধ রচনা করিতে পারে, আর যিনি বিশ্বাসীর কাছে সর্বরূপেই সর্বোত্তম, জ্ঞানে অনন্ত, কর্মে অসীম, সত্তাতে ভূমা সুখস্বরূপ, তাঁহার উপর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নির্ভর করিয়া মানুষ কোন কিছুই করিতে পারে না কেন? শিশুকে সে নিজের সত্য পুত্র জানিয়া নির্ভরযোগ্য মনে করে—ভগবান তাহার নিজের জ্ঞানে মনগড়া কল্পনা মাত্র। জগতে সত্যই একমাত্র নির্ভরযোগ্য—সেই সত্যকে যে যেমন ভাবেই গ্রহণ করুক না কেন।

ভগবানে বিশ্বাসের কথা এই জন্য উঠিল যে মানুষ যদি সত্যই ভগবানে বিশ্বাসী হইত—যে ভগবান জ্ঞানে অসীম, কর্মে অসীম, সুখস্বরূপে ভূমা, যিনি ব্যবহারে দয়াময়, প্রেমময়, অহৈতুক কৃপাসিন্ধু বলিয়া অহরহ কথিত—তবে তেমন ভগবানের কাছে মানুষের কোন কিছু আশা করা, কোন কিছু প্রাপ্ত হওয়াই অসম্ভব বা অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হইত না। অভাবগ্রস্তের কাছে ধনাকাঙ্ক্ষা, দুর্বলের কাছে বলের ভরসা, বুদ্ধিহীনের বুদ্ধির সহায়তা লইয়া পরম নিশ্চিন্তে জীবনের পথে নিত্য চলিতে আমরা ভরসার সঙ্গেই পারি—অন্যে যেখানে বিড়ম্বিত হইয়াছে, নিজে যেখানে প্রতারিত হইয়াছি, সেখানেও নব নব ভরসা লইয়া পুনঃ পুনঃ সার্থকতা আশা করিতে আমাদের আটকায় না—অথচ ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া কোন কিছু আমাদের পাইতে হইবে, তাঁহার কৃপা নির্ভর করিয়া কোন কিছু আমাদের হইতে হইবে, এমন অবস্থায় পড়িলে মনে হয়—এ যেন প্রায় না পাওয়ার, না হওয়ারই ব্যবস্থা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশ্বের নির্ভরস্থলে এমনতর আশাহীনতা কেমন করিয়া সম্ভবপর হইল ? ভগবানকে ভগবান বলিয়া বিশ্বাস সত্য সত্যই নাই বলিয়া।

সাধনার পথে চলিতে যাইয়া সাধকগণের ভগবানের সঙ্গে নিজ সত্য সম্পর্ক জীবনে কি অবস্থায় বর্তমানে বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা সর্বাগ্রে যথাযথভাবে জানিয়াই অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন। নিঃস্ব যদি নিজেকে ভাগ্যবান মানিয়া, মূর্খ যদি নিজেকে বিদ্বান ভাবিয়া, অসুন্দর যদি নিজেকে সুন্দর মনে করিয়া জগতে চলিতে চাহে, তবে প্রতিপদে তাহার লাঞ্ছনাই লাভ হয়। সাধনার পথে তেমনি ভগবানে অবিশ্বাসকে বিশ্বাস বলিয়া ধরিয়া চলিতে চাহিলে, মানুষের বিড়ম্বনা হয় ততোধিক। পকেট না দেখিয়া টিকিট কিনিতে গেলে দীর্ঘপথের ভাড়ার অঙ্ক সেবারের মত যাত্রা পরিবর্তন অবশ্যই ঘটাইবে। জগতে চলার পথে উপায় অবলম্বনের দিকটা নানা এবং বহু বলিয়াই স্বীকৃত। ধর্মের পথে বিশ্বাসের অঙ্কে ফাঁকি রাখিয়া অগ্রগতি একেবারেই অসম্ভব।

দেখিয়া শুনিয়া যথাশক্তি আত্মবিশ্লেষণ করিয়া যদি বুঝিয়া লই যে বাস্তবিক পক্ষে ভগবানে বিশ্বাস আমার আদৌ নাই, তার পর ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তার পরে কোন্ সম্বল লইয়া মানুষ ভগবানের দিকে, ভগবানের পথে অগ্রসর হইবে? যথাসম্ভব একেবারে নিঃস্ব, নিঃসম্বল হইয়া। অনেকেরই ধারণা আছে যে আমরা জাগতিক কাজে যেমন যথাসম্ভব সাজিয়া গুজিয়া প্রস্তুত হইয়া কার্যারম্ভ করি, ভগবানের চক্ষের সমক্ষে নিজেকে উপস্থিত করিতে হইলেও তেমনি সাজিয়া গুজিয়া প্রস্তুত হইয়াই যাইতে হয়। সত্য ঠিক ইহার বিপরীত। সংসারে মানুষ মিথ্যা সাজে সাজিয়াই কাজ কর্ম চালাইতে অভ্যস্ত। সেখানে মিথ্যা সাময়িক ভাবে চলিলেও চলিতে পারে। কিন্তু সত্যের দরবারে মিথ্যার প্রবেশাধিকারই নাই। নিজের জীবনে অন্তরে, বাহিরে, আচারে, ব্যবহারে মিথ্যা বলিয়া যাহা কিছু সঞ্চিত হইয়াছে জানিতে পারিব, তাহা যত লোভনীয়ই হউক, স্বচ্ছন্দে ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইলে তবে আসিবে সত্যের পথে বিচরণের প্রবেশাধিকার। এইরূপ অযথা বাহুল্য বর্জনের ফলে লোক-দৃষ্টিতে বা নিজের ভ্রান্ত বুদ্ধির মাপে আমি যত নিঃস্বই প্রতিপন্ন হই না কেন, সত্যের সম্মুখীন হইবার পক্ষে উহাই আমার যথার্থ রূপ। স্বর্ণপিণ্ডের সঙ্গে স্বর্ণকণা মিশাইতে হইলে ঐ স্বর্ণবিন্দুর অঙ্গলগ্ন অবান্তর মলিনতা বাদ দিয়াই যেমন তাহা সম্ভবপর হইতে পারে, মানুষও তেমন যথাসম্ভব সত্য হইয়াই সত্যের সঙ্গে যুক্ত হইতে পারে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সত্য সত্যরূপেই মহামূল্য—অবান্তর বিশেষণ বাহুল্য বিভূষিত হইয়া নহে।

সাধক যখন নিজেকে সত্য সত্যই নিঃস্ব বলিয়া বোধ করে, স্বভাবের সঙ্কীর্ণতা, জীবনের ব্যর্থতা, অন্তরের রিক্ততা অনুভব করিয়া বিরাট ঐশ্বর্যপূর্ণ জগতের বুকে নিজেকে সর্বরূপেই নিঃসহায় কাঙাল বলিয়া বোধ করে, অমনি তখনই যিনি দীনের বন্ধু, কাঙালের সখা, আশাহীনের আশা, সর্বরিক্তের একমাত্র সম্বল—তিনি আর্বিভূত হন। কৃপাঘন প্রেমসিন্ধুরূপে অভাবগ্রস্তকে স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে, সর্বশূন্যতাকে পূর্ণ করিয়া দিতে, যাবতীয় 'না' কে 'আছে' করিয়া দিতে, এইরূপেই তিনি শ্রীগুরু।

আমাদের এই ভূমণ্ডলে এককালে মানুষই সৃষ্টির সর্বোত্তম ঐশ্বর্য বলিয়া মানব-বিচারে বিবেচিত হয়, কিন্তু এই মনুষ্যটি যে দিন জগতে জন্ম লইয়া আবির্ভূত হয়, তখন ইহার কোন অঙ্গেই ঐশ্বর্যের কোন চিহ্নই থাকে না। মানুষ জগতে আসে নগ্ন, জ্ঞানহীন, অক্ষম, সর্বরূপে অসহায়, ক্ষীণ জীবনমাত্র সম্বল এক শিশু মূর্তিতে। জগতে এমন আর কোন জীবই নাই যে জগদ্ব্যবহারের এত বড় অক্ষমতা লইয়া জন্মগ্রহণ করে। এই মানব শিশুটির যদি নিজের উপর নির্ভর করিয়াই জগতে বাঁচিয়া উঠিতে হইত, তবে জগতের মানবকুল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শিশুকালেই সকলে নির্মূল হইয়া যাইত। কিন্তু এমন ঘটে নাই, ঘটিতে দেন না তিনি, যিনি এই জগৎ ব্যবস্থার বিধাতা। কোন মানুষই নিজের ইচ্ছায় জগতে আসিয়াছে বলিয়া বোধ করে না ; যাহাদের ঘরে মানুষ জন্মগ্রহণ করে তাহারাও কেহ খুঁজিয়া বাছিয়া তাহাকে আনিয়াছে বলিতে পারে না। কাজেই এই জন্ম ব্যাপারের বিধাতা সৃষ্টির উর্ধের একজন, ইহা অস্বীকার করিবার যুক্তিসঙ্গত উপায় নাই।

শিশুর জন্মমাত্র সত্য সত্য কি ঘটে ? তাহার চতুর্দিকে বাজিয়া উঠে তাহার জীবনারম্ভের সূচনারূপে শঙ্খধ্বনি, হুলুধ্বনি। পিতা মাতা পুত্ররূপে, ভ্রাতা ভগ্নি পরমাত্মীয় রূপে, পাড়া প্রতিবেশী বহু আকাঙ্খিত হৃদয়রঞ্জন বন্ধুরূপে, তাহাকে নির্বিচারে বরণ করিয়া লয় পরম আনন্দে, অতি আদরে। সংসারিক জীবনে হিসাবী মানুষ সর্বত্র দান বুঝিয়াই প্রতিদান করিতে পারে। অজ্ঞাতকুলশীল, অপরিচিত জগতে সন্থ-আগত অস্তিত্বমাত্রসম্বল অক্ষম শিশুর ত এত বড় সম্বর্ধনা লাভের যোগ্যতার পরিচয় কাহারও কাছেই নাই। শিশুমানবের সূতিকাগারে মানব-প্রেমের স্বতঃউচ্ছ্বসিত উৎস পিতৃত্বের, মাতৃত্বের, ভ্রাতৃত্বের, বন্ধুত্বের যে অতুলনীয় স্নেহ-বারিধারায় স্নান করাইয়া জীবনের প্রথম দিনে তাহাকে মনুষ্যত্বে বরণ করিয়া লয়, এমন অতুলনীয় প্রীতি সম্বর্ধনার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যাপারকে সজ্ঞানে জীবনে পুনরভিনয় করিয়া সম্ভোগ করিতে হইলে মানুষের অনেক কাঠ খড় পোড়াইতে হয়। খুব কম লোকের ভাগ্যেই এমন সহজ সৌভাগ্যের দিন ফিরিয়া আসিতে পারে, যেখানে শুধু মাতা, শুধু পিতা, শুধু ভ্রাতা, শুধু ভগ্নি-শুধু স্নেহবিগলিত বন্ধুহৃদয়গুলিই স্ব স্ব হৃদয় উন্মুক্ত করিয়া নিষ্কামভাবে জীবনকে অভিষিক্ত করিতেছে। এমন বহুজন্ম সঞ্চিত কষ্টলভ্য সুকৃতির ফলকে অহৈতুক কৃপার মত সহজলভ্য করিয়া অক্ষম অসহায় শিশুভাগ্যে কে সম্ভব করিয়া দিল? এমন অঘটনঘটনপটিয়সী মহিমা একজনেরই আছে। এমন অকারণে হিতকারী একজনই হইতে পারেন—তিনিই প্রেমময় ভগবান। এমন বলিয়াই মানুষের বিশেষ করিয়া শ্রীগুরুরূপে তাঁহাকেই চাই। আমাদের মত শুধু ক্ষুধায় তৃষ্ণায় বড় হইয়া জ্ঞানে এবং শক্তিতে যাহারা অতি অক্ষম শিশু হইয়াই রহিয়াছি, তাহাদিগকেও প্রেমের বন্যায় ভাসাইয়া জ্ঞানে কর্মে সচল করিয়া বাঁচাইয়া তুলিতে তিনিই পারেন—একমাত্র তিনিই পারেন। তাই তিনি ছাড়া ত আর আমাদের গত্যন্তর নাই। এমন অচল বোঝা তিনি ছাড়া আর কেহ ত এ জগতে বহিতে রাজী হইবে না। তাই অগতির গতিরূপে তিনিই সকলের শ্রীগুরু।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই জগতে সর্বত্রই শক্তির চলার, চৈতন্যের প্রকাশের অপরিবর্ত্তনীয় বিধিবদ্ধ নিয়ম আছে। সেই নিয়মেরই অভ্রান্ত অনুশাসনে সর্বদেশে সর্বকালে মানুষমাত্রই মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া মাতৃস্নেহে, পিতৃস্নেহে, আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবের স্নেহপরিবেষ্টনীর মধ্যে জন্মারম্ভের সুযোগ লাভ করে। কোন্ মানুষ বড় হইয়া সাধু হইবে কি অসাধু, সদাচারী কিংবা কদাচারী তাহা বিচার করিয়া নিত্য প্রবর্ত্তিত এই ব্যবস্থার বিন্দুমাত্রও ব্যত্যয় ঘটে না। সর্বথা অক্ষম শিশুমানব এই সংসার-রণাঙ্গনে এমন অসহায়ভাবে একদিনও বাঁচিতে পারে না। জগতে জীবন-পথে চলিবার যোগ্যতা লাভের সুযোগ পাওয়ারই তাহার সম্ভাবনা থাকে না, যদি না জন্মমাত্রই বিরাট একটা স্নেহের আয়োজন অযাচিত ভাবে উপস্থিত হইয়া তাহাকে নির্বিচারে আপন বলিয়া গ্রহণ করে। তাই মানুষ মাত্রই মাতৃবক্ষে স্থান পাইয়াই জীবন আরম্ভ করিবে, পিতা মাতা ভ্রাতা বন্ধু আত্মীয় স্বজনের অযাচিত স্নেহের আওতাতেই পরিবর্ধিত হইবার সুযোগ লাভ করিবে, ইহাই এই জগতের কৃপাময় বিধাতার মানব-সৃষ্টির চিরন্তন প্রেমময় পদ্ধতি।

এই স্থূল জগৎভোগে বীতশ্রদ্ধ হইয়া নিজ নিজ ক্ষীণ-পরিসর জীবনের ক্ষুদ্রতায়, সঙ্কীর্ণতায়, ব্যথাবোধ করিয়া, সীমাহীন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৃহত্তর জগতে, মৃত্যুহীন অস্তিত্বে জীবিত হইয়া জাগিয়া উঠিবার জন্য মানুষ যখন অস্থিরতা বোধ করে, তখন আবার মানব-জীবনে, জগতেরই নিয়মে অতি অপ্রত্যাশিত এক আশ্চর্য ঘটনার সংঘটন হয়।

জগতের প্রবেশদ্বারে, জীবনের সূচনায় মানুষ যেমন অযাচিত ভাবে প্রাপ্ত হয়, তাহারই অপেক্ষায় বুকভরা স্নেহ লইয়া ব্যাকুল উৎকণ্ঠায় আসীনা, জগদ্ধাত্রীরূপিণী এক করুণাময়ী জননীকে—তেমনি সে অবশ্যম্ভাবীরূপে দেখিতে পাইবে, তাহার ধর্মজীবনের আরম্ভকল্পে, অধ্যাত্ম-জীবনের অপরিহার্য পথ-প্রদর্শকরূপে, তাহার নব জীবনের স্বেচ্ছাপ্রদত্ত সারথ্য গ্রহণের অভিলাষে অসীম ধৈর্যে অপেক্ষা করিতেছেন এক স্মিতবদন শ্রীগুরু।

এ জগতে জন্মগ্রহণ করিতে হইলে মাতৃলাভ যেমন সকলেরই অযত্নলভ্য, অধ্যাত্মজীবনে প্রবেশলাভ করিতে হইলেও তেমন গুরুর কাহারো অভাব হয় না। স্বয়মাগত সৌভাগ্যরূপে কৃপাঘন শ্রীগুরু আপনিই আসিয়া আবির্ভূত হন। ইহাই জগতে সত্যলাভের, ধর্মলাভের নিত্যপ্রবর্তিত পদ্ধতি। জন্মকালীন সর্বাঙ্গীন অক্ষমতা যেমন মাতৃস্নেহলাভের, পিতৃস্নেহলাভের, আর সকলের আত্মীয়তালাভের কিছুমাত্র অন্তরায় ঘটায় না, বরং তাহার সর্বলাভের কারণস্বরূপ হইয়াই প্রত্যক্ষভাবে বিদ্যমান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকে, তেমনি মানুষের জ্ঞানের অক্ষমতা, শক্তির দৈন্য, জীবনের সর্বতোমুখী নিঃস্বতা তাহার গুরুকৃপালাভের কিছুমাত্র প্রতিবন্ধকতা ঘটায় না। অধিকন্তু তাহার সত্য দৈন্য-বোধের ক্রমবিকাশে তাহার কৃপা-প্রাপ্তির সীমাকেই দিনে দিনে অসীমতার দিকে ঠেলিয়া দেয়। বায়ুহীন স্থানকে বায়ুপূর্ণ করিতে বায়ু যেমন স্বভাবেরই নিয়মে সর্বদিক হইতে ছুটিয়া আসিয়া অচিরে শূন্যকে পূর্ণ করিয়া দেয়, তেমনি শক্তিহীনকে শক্তিমান করিতে, জ্ঞানহীনকে জ্ঞানময় করিতে, সীমাবদ্ধকে অসীমতায় মুক্ত করিয়া দিতে, তাঁহারই নিয়মে চিরকাল তিনি সদ্‌গুরুরূপে আসিয়াছেন ; চিরকাল তিনি সদ্‌গুরুরূপে আবির্ভূত হইবেন, ইহা এই জগতেরই চিরপরিচিত নিত্য সত্য।

স্ব স্বরূপে ভগবান জ্ঞানে পূর্ণ এবং শক্তিতে অপরিসীমরূপেই নিত্য বিদ্যমান রহিয়াছেন। কিন্তু অজ্ঞানে অন্ধ, শক্তিতে পরিচ্ছিন্ন, অহমিকা বিভ্রান্ত মনুষ্য বুদ্ধি তাঁহার এই সত্য স্বরূপের সহায়তা প্রত্যক্ষভাবে গ্রহণ করিতে সর্বথাই অসমর্থ ; এবং এই অসমর্থতাই তাহার যাবতীয় দুর্গতির কারণ। মনুষ্যকে তাহার এই সদা বিদ্যমান বিফলতার হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য তাঁহার এই স্বরূপে অবস্থানই মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের পক্ষে পর্যাপ্ত নহে। মানুষ যেহেতু তাহার স্বাভাবিক অক্ষমতার জন্য স্বীয় শক্তিতে ভগবানের বহু-উচ্চ মহিমার নাগাল পায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না, সেই জন্য ভগবানেরই তাঁহার অসীম করুণায় বিগলিত হইয়া মানুষের মাপে অবতরণ করিতে হয়। জ্ঞান যেমন আধারে ফুটিয়া উঠিলে, শক্তি যেমন ক্ষেত্রে বিচরণ করিলে, মানুষ তাঁহাকে জানিয়াছি, পাইয়াছি বলিয়া বোধ করিতে পারে, এমনই পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে তাঁহাকে আবির্ভূত হইতে হয়। মানুষের এই পরম প্রয়োজনের জন্যই শ্রীগুরুরূপে তিনি নরদেহ আশ্রয় করিয়াই নিজেকে প্রকাশিত করেন।

অরূপ থাকিলে মানুষ তাঁহাকে দেখিতে পায় না বলিয়াই তাঁহার লইতে হয় রূপের সাজ ; সীমাবদ্ধ মনুষ্য-বুদ্ধি অসীম-রূপে তাঁহার নাগাল পায় না বলিয়াই তাঁহাকে হইতে হয় সীমাবদ্ধ। যেমন বলিলে, যেমন চলিলে, যে ভাবে কর্ম সম্পাদন করিলে মানুষ তাঁহাকে অনায়াসে আপনার জন বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে পারে, তিনি তেমনটি হইয়াই নিজেকে মানুষের কাছে ধরা দেন। কিন্তু যেমনি তিনি নিতান্ত পরিচিতের মত অনায়াসে বোধগম্য হইবার যোগ্যতা লইয়া মনুষ্যদৃষ্টির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ান, অমনি আবার মানুষের সংশয়বুদ্ধি এক নূতন জটিলতার সৃষ্টি করে। পূর্বে যাঁহাকে জানি না বলিয়া—ধরা ছোঁওয়ার বাহিরে বলিয়া বুঝিতে পারিতাম না, তাঁহাকে আবার জানার মধ্যে পাইলে, ধরা ছোঁওয়ার যোগ্য করিয়া পাইলে, তিনি সর্বদা দৃষ্ট আর পাঁচ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জনের মতই অত্যন্ত সাধারণ হইয়া যান—তাঁহাকে অনন্য-সাধারণ বলিয়া অন্য সকলের চেয়ে আলাদা করিয়া ভাবা, বুঝা মনুষ্য বুদ্ধির পক্ষে অতি কষ্টসাধ্য ব্যাপার হইয়া পড়ে। ফলে কি হয় তাহা ভগবান জগদ্-গুরুরূপে নিজেই সুস্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিয়াছেন ঃ—

"অবজানন্তি মাং মূঢ়াঃ মানুষীং তনুমাশ্রিতং
পরং ভাবমজানন্তঃ মম ভূতমহেশ্বরং।"

নরবপুতে মানুষ আমাকে অবজ্ঞা করিয়াই চলে। নরদেহে নারায়ণরূপে আমিই যে ভূতপতি মহেশ্বর, ইহা মূঢ়বুদ্ধি মানব সহজে ভাবিতেই পারে না। অসীমকে সীমাবদ্ধ করিয়া, অখণ্ডকে খণ্ড করিয়া, চৈতন্যকে জড়রূপে, জীবনকে মৃত্যুময় করিয়া অনুভব করিতে সদা অভ্যস্ত মনুষ্যবুদ্ধি, যাহা কিছু সমস্তই ছোট করিয়া পায় বলিয়া, কোন কিছু পাইলে সে তাহাকে ছোট করিয়াই স্বতঃসিদ্ধরূপে ধরিয়া লয়। দারিদ্র্যে লালিত ব্যক্তি যেমন স্বর্ণখণ্ডকে পিতল বলিয়া সন্দেহ করাকেই সহজ মনে করে, অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে স্বর্ণ তাহার কাছে স্বর্ণরূপে গৃহীত হইতে পারে না, মনুষ্যদেহাশ্রিত মহত্বকেও তেমনি বহু সংশয়ের অগ্নি-পরীক্ষা অতিক্রম করিয়াই মানব-বুদ্ধি গ্রাহ্য হওয়ার যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সব চেয়ে বৃহত্তম বলিয়াই জ্ঞানীগণ ভগবানকে ব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত করেন। অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের অসপত্ন ঈশ্বররূপে তাঁহার যে মহিমা, তার চেয়ে মহত্তম তাঁহার সেই করুণা, যে করুণায় তিনি পরমেশ্বর হইয়াও জগতের ক্ষুদ্রতম বস্তুরও অন্তরে অন্তরে আপনরূপে বিরাজিত হইবার জন্য তপস্যা করিয়া ছোট হন; ক্ষুদ্রত্বের মাপে ক্ষুদ্রতম হইয়া ক্ষুদ্ররূপেই পরমানন্দে বিরাজ করিতে পারেন। সত্যই তাঁহাকে তপস্যা করিয়াই ছোট হইতে হয়। যিনি স্বরূপতঃই মহত্তম, তাঁহার পক্ষে সর্বমহিমাবর্জিতরূপে প্রকাশিত হওয়া কি কথার কথা? যাঁহার জ্ঞানের অন্ত নাই, তিনি সাজিবেন জ্ঞানহীন, যাঁহার শক্তির অন্ত নাই, তিনি দেখা দিবেন অক্ষমরূপে, যিনি আনন্দময় তিনি প্রকাশিত হইবেন সর্বানন্দ ঢাকিয়া, নিরানন্দরূপে?

এ যে কত বড় কঠিন তপস্যার কাজ, তাহা মানুষ নিজের দিকে চাহিয়া বুঝিলেই সহজে বুঝিতে পারে। আমাদের যে জ্ঞান আছে তাহাকে 'নাই' বলিলে একটুও সত্যের অপলাপ হয় না। আমাদের যে শক্তি নাই, ইহাই সব চেয়ে সত্য কথা। সাংসারিক হিসাবে যে মানুষ যত বড় জ্ঞানীই হউন না কেন, যে মানুষ যত বড় ক্ষমতাশালী বলিয়াই প্রতিপন্ন হউন না কেন, ইহাদের যে কেহ নিজেকে অজ্ঞান ভাবিলে, যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেহ নিজেকে শক্তিহীন মনে করিলে, বিন্দুমাত্রও বিনয় প্রকাশিত হইবে না। আমাদের জ্ঞান এবং শক্তি সত্য সত্যই এত কম যে ইহাকে কম বলিয়া ঘোষণা করিয়া বাহাদুরি পাইবার কোন সুযোগই বাস্তবিক পক্ষে মানুষের নাই। জ্ঞানের এবং শক্তির এত দৈন্যই যেখানে সত্য ঘটনায় পরিণত হইয়া রহিয়াছে, সেই অবস্থার মধ্যে থাকিয়াও মানুষের এই দীনতা স্বীকার করিতে, নিজের নিঃস্বতা উপলব্ধি করিতে, অকিঞ্চনরূপে সত্য হইতে জন্মজন্মান্তরের তপস্যার প্রয়োজন হয়। ক্ষুদ্র হইয়াও নিজের কাছেই নিজের ক্ষুদ্রত্ব স্বীকার করা পর্য্যন্ত কি দুঃসাধ্য ব্যাপার! আর যিনি সত্যই ভূমা, স্বরূপতঃই মহৎ, জ্ঞানে সর্বজ্ঞ, শক্তিতে ভগবান, তিনি নিজেকে এত ছোট করিয়া সত্যবৎ প্রকাশিত করিতে পারেন যে সাধারণ লোক ত দূরের কথা, পণ্ডিতগণ পর্য্যন্ত সেই ছোটকে অন্য বলিয়া, অন্যের সৃষ্টি বলিয়া ভ্রমে পতিত হন। নিজেদের দিকে তাকাইয়াই তাঁহারা মনে করিয়া লন যে যিনি এত বড় তিনি কখনও এত ছোট হইতেই পারেন না। অথচ সত্যই তিনি বিরাজিত, আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সর্বভূতে ভূতে দীনতম সাজ লইয়া—সুহৃদং সর্বভূতানাং রূপে। তিনি সর্বশক্তিমান বলিয়াই এমন অসম্ভব অতি সহজরূপেই সম্ভব হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এমন করুণাবিগলিত অবতরণ, এমন আত্মভোলা প্রেমের কৃপাঘন বিকাশ, তাহা হইয়া যায় অনাদৃত, উপেক্ষিত। মহত্ত্বই হইয়া দাঁড়ায় স্বপ্রকাশ মহিমার আবরক। অতি বড় রহস্যময় এই লীলা।

সেই জন্যই আমাদের শাস্ত্র এবং ঋষিবৃন্দ ভূয়োভূয়ঃ সাবধানতার বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন—নররূপে আবির্ভূত গুরুরূপী ভগবানকে মানুষমাত্র ভাবিলে কখনই চলিবে না। তাঁহার সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক ঈশ্বরবোধযুক্ত হইয়াই আরম্ভ হইবে। কথাটা খুব ভাল করিয়া বুঝিয়া লওয়া প্রয়োজন। পূর্বে বলা হইয়াছে, নরদেহ আশ্রয় করিয়া গুরুরূপে আবির্ভূত ভগবানকে অন্য পাঁচ জন মানুষের মত সাধারণ বলিয়া মনে করাই মানুষের পক্ষে চিরাভ্যাসবশতঃ সহজ এবং স্বাভাবিক। গুরুলাভের পথে মানুষকে এই অভ্যস্ত ভ্রান্তির হাত হইতে বুদ্ধিকে বাঁচাইয়াই চলিতে হইবে। সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যিনি স্বরূপতঃই মহান্ আছেন, তিনি শুধু আমারই জন্য, শুধু আমারই মুখ চাহিয়া, প্রেমবশে আমারই মত সাজে সাজিয়া, আমার কাছে ধরা দিতে রাজী হইয়াছেন। আমি যদি স্বরূপেই তাঁহাকে চিনিতে জানিতাম, বড়কে বড় করিয়াই ধরিতে জানিতাম, তবে আর ছোট হইয়া আমার কাছে প্রকাশিত হইবার তাঁহার নিজস্ব কোন প্রয়োজনই থাকিত না। দৃশ্যমান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্ষুদ্রত্ব শুধু আমি ক্ষুদ্র বলিয়া। গুরুবোধে যাবতীয় ক্ষুদ্রত্বের বিদ্যমানতাই আমার ক্ষুদ্রত্বের প্রতিচ্ছবি মাত্র। পূর্ণ তিনি মহান্‌রূপেও পূর্ণ, ক্ষুদ্রতম অংশরূপেও পূর্ণ। তিনি এত বড় বিরাট হইয়াও যে আমার মত ক্ষুদ্রের জন্য এই ক্ষুদ্রতার সাজ পরিয়া আসিতে রাজী হইয়াছেন, ইহাই আমার পক্ষে তাঁহার প্রেমময়ত্বের, কৃপাময়ত্বের প্রত্যক্ষ জীবন্ত প্রমাণ। আমি তাঁহাকে ছোট ভাবিলে তাঁহার কিছুই আসিয়া যায় না। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একচক্ষু হইয়া যখন তাঁহাকে ছোট বলিয়া দেখে, ছোট করিয়াই জানে, তাহাতেও তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হন না। বিরাট ব্রহ্মাণ্ডে জন্মগ্রহণ করিয়াও যেমন ক্ষুদ্র দৃষ্টির ফলে ব্রহ্মাণ্ডকে হারাইয়া দীনতম কাঙাল হইয়া রহিয়াছি, আজ যদি আবার আমাকে সর্ব দৈন্য হইতে উদ্ধার করিয়া সুস্থ স্বস্থ কল্যাণময় করিবার শুভ সংযোগ কালে তাঁহাকে ছোট করিয়া দেখিবার দুর্বুদ্ধিকেই মোহবশতঃ আঁকড়াইয়া থাকি, তবে আর আমার মনুষ্যত্বের মহাদৈন্য কোন কালেই ঘুচিবে না। নূতন করিয়া জীবন গঠনের চেষ্টা করিয়াও আমি এক নব-বেশী কাঙাল হইয়াই জাগিয়া উঠিব।

মানব-জীবনের গুরু-গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা যাঁহারা সত্য বলিয়া স্বীকার করেন না, তাঁহাদের অভিযোগ কি ? তাঁহারা ত এই কথাই বলেন যে তোমার আমার মতই আর একজন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মানুষ, তাঁহাকে গুরু আখ্যা দিয়া সেবা করিলে, পূজা করিলে, দেবতার মত করিয়া শঙ্খ ঘণ্টা ধূপ ধূনা জ্বালাইয়া স্তুতিপাঠ করিলে, পুনঃপুনঃ মাথা নত করিলে, কি লাভ মানুষের হইতে পারে? ইহা মনুষ্যত্বের অবমাননা, ভগবানের প্রতি ইহা পরম অশ্রদ্ধা প্রকাশ। ইহার দ্বারা পতিত হয় সেই সমস্ত মানুষেরা, যাহারা এমন নির্বোধ ব্যবস্থাকে সাধনা বলিয়া ভ্রম করে; ততোধিক পতিত হয় সেই সমস্ত মনুষ্যেরা, যাহারা মানুষ হইয়াও মানুষের গুরু সাজিয়া সকলের সেবা পূজা গ্রহণে রাজী হয়। গুরুতে যাহাদের মনুষ্য-বুদ্ধি মাত্রই থাকে, তাহারা আজ না হয় কাল পূর্বোক্ত মত গোপনে বা প্রকাশ্যে মানিয়া লইতে অবশ্যই বাধ্য হইবেন, কারণ এ কথা অতি সত্য যে মানুষ কখনও ভগবান লাভের গুরু হয় না আর এ কথাও অতি সত্য যে ঈশ্বরের অভিমুখে উচ্চারিত প্রার্থনা, দেবতার প্রাপ্য অর্চনা কখনো মানুষের গ্রহণীয় হইতেই পারে না। মানুষকে পূজা করিয়া মানুষ কখনও মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হইতেই পারে না। শ্রীভগবান নিজেই বলিয়াছেন, যো য শ্রদ্ধঃ স এব সঃ। মানুষ ভজিয়া মানুষ কেমন করিয়া মনুষ্যাতিরিক্ত মহত্ত্ব লাভ করিবে?

সাধকের চক্ষে শ্রীগুরুর দেহ হইবে পরিমিতের মধ্যে থাকিয়াও অপরিমিতকে সর্বাবয়বে প্রকাশ করিবার মানবীয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভঙ্গী। যে কণ্ঠে উচ্চারিত না হইলে বিশ্বভাষা আমার অবোধ্য, ভাব যেমন যন্ত্রকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশিত না হইলে আমার পক্ষে অভাবনীয়, রস যেমন প্রস্রবণকে অবলম্বন করিয়া বিচ্ছুরিত না হইলে আমার হৃদয়স্পর্শের বাহিরে, শ্রীগুরু আমাকে অবাধ বিশ্বসংস্পর্শের পরিপূর্ণ যোগ্যতা দেওয়ার জন্য তেমন মানব-দেহ অবলম্বন করিয়াই আমার সীমাবদ্ধ দুর্বল দৃষ্টির সম্মুখে নিজেকে উপস্থাপিত করেন। যেখানে অন্য মানব দেহ সীমাবদ্ধতারই নানা সম্পর্কের ধারক, বাহকরূপেই আমার সমক্ষে উপস্থিত হয়, সেখানেই এক মনুষ্যদেহ সসীম থাকিয়াও সর্বাবয়বে আমার কাছে অসীমেরই বারতা ঘোষণা করে। এই দিক দিয়া বিবেচনা করিলেই বুঝা যাইবে, মানুষ শ্রীগুরুর দেহকে পর্যন্ত পূজা করে কেন ? জগতের কত বাসগৃহ রহিয়াছে ; তাহাদের মধ্যে যে ঘরে মানুষ দেবতা দর্শন করে, দেবাদিদেবের পরমাশ্চর্যময় কত অজানা কথা শুনিতে পায়, শ্রদ্ধাসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্র যেমন তেমন গৃহকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখে এবং দেখিতে পারে, মন্দির বলিয়া মাথা নত করে, ভাবের আতিশয্যে ভূলুন্ঠিত হইয়া স্বচ্ছন্দে প্রণাম করিতে পারে। মানুষ গুরু বলিয়া স্বীকৃত নিজ নিজ গুরুদেহে এমন কিছু অসাধারণ দেখিতে পায়, যাহা অন্যত্র নাই ; ব্যক্তিত্বের এমন একটা ছোঁওয়া পায়, যাহা আর কুত্রাপি সে পাইতেই পারে না। এমন আনন্দের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রত্যক্ষ ছবি দেখিতে পায়, যাহা নিরানন্দময় তাহার জগতে আর কোথাও নাই।

শ্রীগুরুর সঙ্গে মানুষের সম্পর্কে স্থূল দৃষ্টিতেও অসাধারণ কিছু যদি না-ধরা পড়িত, তবে মানুষ কি পারিত অন্য একজন মানুষকে দেহ মন প্রাণ সঁপিয়া দিতে? ব্যগ্র হইত ধনজনপদ প্রতিষ্ঠা অন্য একজনকে সঁপিয়া দিয়া নিঃস্ব হইয়া স্বস্তি লাভ করিতে? সকল মানুষই যেখানে দিন রাত্রি নিজের অন্তর বাহিরকে যথাশক্তি নিকটতম আত্মীয়ের কাছেও গোপন করিয়া রাখিতেই সচেষ্ট, সেখানে কি একজন মানুষের পক্ষে সম্ভব হইত তাহারই মত আর একজনের কাছে, সূর্যের দিকে পদ্মের মত করিয়া নিজের অন্তরের সমস্ত গোপনতা নিঃশেষ করিয়া খুলিয়া ধরিতে? মানুষে মানুষে এমন ব্যবহার কখনও সম্ভবপর হয় নাই, কখনই হইবেও না। কিন্তু গুরুর সঙ্গে শিষ্যসম্পর্ক যেখানে সত্য হইয়াছে, সেখানে উভয়ের মধ্যে এমন ব্যবহার জীবনের দৈনন্দিন ঘটনাতেই পরিণত হয়।

এরূপ কিন্তু শ্রীগুরুতে মনুষ্য-বুদ্ধি না ঘটাইলেই জীবনে জীবনে ঘটা সম্ভব। কিন্তু অন্তর যদি শ্রীগুরুতে ঈশ্বর-বুদ্ধি জাগাইতে অসমর্থই থাকে, তবে শ্রীগুরু যত বড় বিদ্বান, যত বড় জ্ঞানী, যত কিছু রহস্যবিদ্যাপারদর্শী বলিয়াই বিবেচিত হউন না কেন, একজন মানুষই থাকিবেন এবং তেমন একজন মানুষ মাত্রের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সহায়তা লইয়া মনুষ্যসুলভ অজ্ঞানতা, অক্ষমতা অতিক্রম করা মানুষের পক্ষে কখনই সম্ভবপর হইবে না। তাই প্রারম্ভ হইতেই শ্রীগুরুতে ঈশ্বরত্ব দর্শনের সামর্থ্যলাভের চেষ্টাই মুমুক্ষু সাধকের প্রধানতম কর্ত্তব্য।

কাজেই দেখা যাইতেছে, যাহারা বলেন মানুষ কখনই ভগবানের স্থান অধিকার করিতে পারে না, তাহাদের দেয় সেবা পূজার অধিকারী হইতে পারে না, তাহারা অতি সত্য কথাই বলিয়া থাকেন। সাধক মাত্রেরই তাহাদের এই সতর্ক দৃষ্টির সাবধানতার বাণী শ্রদ্ধার সঙ্গেই স্মরণীয়, কিন্তু যাঁহারা এই সমস্ত কথা বলিয়া থাকেন, তাঁহারা তাহাদের আংশিক সত্য কথার অন্যদিকটা একেবারেই দেখেন না। মানুষ কখনই ভগবান হইতে পারে না—অতি বড় সত্য কথা। কিন্তু ভগবানও মানুষ হইতে পারেন না, মনুষ্যযন্ত্রকে অবলম্বন করিয়া নিজেকে প্রকাশ করিতে পারেন না, এমন কথাও কি তাঁহারা বলিবেন ? মানুষ জ্ঞানে ও শক্তিতে সীমাবদ্ধ বলিয়াই মানুষ, সে কেমন করিয়া সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমানের ভূমিকা গ্রহণ করিবে ? যিনি সকল দেশের সর্বকালীন সর্ব ধর্মসম্প্রদায় দ্বারাই সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান বলিয়া স্বীকৃত, তিনিও কি মনুষ্য দেহ অবলম্বন করিয়া নিজেকে প্রকাশিত করিতে পারেন না ? যদি এমন কথাও কেহ বলিতে সাহস পায়, তবে সে কথা যত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বড় মুখের কথাই হউক, নিঃসংশয়ে অগ্রাহ্য করিতেই হইবে। এমন অদ্ভুত শিশুজনোচিত জ্ঞান কোন মানুষের পক্ষেই শ্রদ্ধার বস্তু হইতে পারে না। ভগবানের কথা বলিতে গিয়া এ কথা কাহারও ভুলিয়া যাওয়া চলিবে না যে কি জ্ঞানে, কি শক্তিতে, 'না' বলিয়া কোন ভাব ঈশ্বর সম্বন্ধে পোষণ করা চলিবে না। কোন রকম অস্বীকারই তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।

এখানে একটা কথা ভাল করিয়া বুঝিয়া লইতে পারিলে সুবিধা হয় যে, যাহারা গুরুতত্ত্বে অনাস্থাসম্পন্ন তাহাদের এই আস্থাহীনতার মূল হেতু কি? সংসারে যেখানে মানুষ স্বীয় কার্যসিদ্ধির জন্য নির্বিচারে যে-কোন লোকের সহায়তা অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গেই গ্রহণ করিতে পারে, সেখানে আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতির জন্য সাধারণ মানুষ হিসাবে ও অন্যান্য অনেকের চেয়েই সর্ববিষয়ে উন্নত, একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকেও গুরুরূপে গ্রহণ করিতে তাহার এত কুণ্ঠা কেন?

ভগবানে, কাজেই ধর্মে যাহাদের প্রয়োজনীয়তা বোধ জীবনে এখনো জাগে নাই, তাহারা গুরুতত্ত্ব মানে কিংবা মানে না, সে কথা লইয়া অযথা মাথা ঘামাইবার বিশেষ কোন আবশ্যকতাই নাই। কারণ, তাহাদের এই মানা বা না মানা, শুধু একটা মতামতের কথামাত্র, ধর্ম্মের সঙ্গে কার্যতঃ ইহার কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নাই। কিন্তু ধর্ম যাঁহারা মানেন বা মানিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রস্তুত হইতেছেন, আসক্তিযুক্ত কর্মের পথ ছাড়িয়া যাঁহারা ধর্মের পথে ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হইবার জন্য চেষ্টা করিতে প্রস্তুত, তাঁহাদেরও যদি গুরুগ্রহণে দ্বিধা থাকে, তবে সে সত্যই একটা মস্ত বড় সমস্যা।

দৈনন্দিন জীবনের যাবতীয় কর্মে মানুষ যে সর্বদাই অন্য লোকের উপর স্বেচ্ছায় বা বাধ্য হইয়া নিয়ত নির্ভর করে, তাহা তাহার প্রয়োজন-বোধের অনিবার্য তাগিদে; যাহা না হইলে তাহার চলিবে না, তেমন বস্তুলাভের জন্য মানুষ অনেকখানি বিপদের ঝুঁকি মাথায় লইয়াও কার্যারম্ভ করে।

কিন্তু ধর্ম বা ঈশ্বরলাভ অধিকাংশ মানুষের পক্ষেই এমন অবশ্যকর্তব্য বিষয় নয় যে তাহা "এখনই" আরম্ভ করা চাই। এ কাজটা ধীরে আস্তে, রহিয়া সহিয়া করিলেও বিশেষ যে কোন ক্ষতির আশঙ্কা আছে, এমন আশঙ্কা অনেকেই করেন না। সেই জন্য অনেকের পক্ষেই এরূপ ক্ষেত্রে দ্বিধা করিবার যথেষ্ট সুযোগ রহিয়াছে। এ বিষয়ে "মরি কিংবা বাঁচি" সাব্যস্ত করিতেই অনেকের জন্মের পর জন্ম কাটিয়া যায়।

গুরু সম্বন্ধীয় আলোচনায় মানুষ সদা সর্বদাই শুনিয়া থাকে যে গুরু আশ্রয় করিলে স্বীয় গুরুর উপরে নির্ভরতা, সাংসারিক জীবনের নির্ভরতার মত, এমন ভাসাভাসা আন্তরিকতাহীন হইলে চলিবে না। শ্রীগুরুতে আত্মসমর্পণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতে হইবে যথাশক্তি যথাসম্ভব প্রাণঢালা এবং পুরাপুরি। বুদ্ধির অভিমানে স্ফীত মানুষের পক্ষে এ কথা ভাবা খুবই কঠিন যে মানুষে মানুষে এমন আদানপ্রদান হইতে পারে বা হওয়া উচিত। তাই অনেকে এমন অনভিপ্রেত দুরবস্থার হাত হইতে বুদ্ধি-কৌশলে নিজেদের বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য শ্রীগুরু সম্পর্ককে বিপদের মতই এড়াইয়া চলে।

এই জাতীয় যাবতীয় দ্বিধার মূলেই রহিয়াছে মানুষের জন্মজন্মান্তর ধরিয়া বহুধা-পুষ্ট দুর্দমনীয় অহঙ্কার। এই অহঙ্কারই তাহাকে অন্যের কাছে নতিস্বীকার করিতে সর্বপ্রকারে বাধা জন্মায়; এই অহঙ্কারই মানুষের অন্তরে শ্রদ্ধা-লাভের সব চেয়ে বড় প্রতিবন্ধক। এই অহঙ্কার মানুষকে এতদূর বিভ্রান্ত করিয়া দেয়, যে জগতে তাহারও পূজনীয় এবং শ্রদ্ধাভরে গ্রহণীয় আশ্রয়স্বরূপ হইতে পারে, এমন মানুষও যে থাকিতে পারে, তেমন বিশ্বাসও তাহার থাকে না। মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের পথে এমন মনোভাব অতীব শোচনীয়। ভগবানকে লাভ করিবার পথে যেখানে মানুষের পক্ষে সহজসাধ্য, লোভনীয় হইতে হইবে জগতের আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত সৃষ্টির সমস্ত বস্তু এবং ব্যক্তির চরণে স্বচ্ছন্দে মাথা নত করিতে পারা, গুরু বলিয়া, আশ্রয়স্তম্ভ বলিয়া বোধ হইবে জগতের ছোট বড়, উচ্চ নীচ, সাধু অসাধু সকলকে—সেইখানে আজ পর্যন্ত কোন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যক্তিবিশেষের দৃষ্টির সম্মুখে এমন কোন মানুষ যদি না উদয় হইয়া থাকেন, যাঁহার কাছে মাথা স্বতঃই নত হইতে চাহে, তবে এমন মানুষ জাগতিক বিচারে যত উচ্চ স্থানেই অধিষ্ঠিত থাকুন না কেন, তাহার প্রকৃত আধ্যাত্মিক জীবন আরম্ভের যে এখনো বহু বিলম্ব আছে, তাহা অনুমান করিতে খুব বেশি সূক্ষ্ম দৃষ্টির প্রয়োজন হয় না। বিশিষ্ট কোন ব্যক্তিকেই, গুরু বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, এমন কথা কেহ বলে না ; কোন সম্প্রদায় বিশেষকেই একমাত্র পথপ্রদর্শক বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হইবে, এমনও কোন কথা নাই; ধর্ম্মমতের কোন একটা মত না মানিলেই জীবনের অগ্রগতির পথ খুলিবে না, এমন জুলুমও সত্যের পথে নাই। ধর্মের রাজ্যে সত্যের পথে রহিয়াছে বহু বহু মত, বহু বহু পথ। সর্ব মতের, সর্ব পথের জ্ঞান-বিজ্ঞানে সুপারদর্শী, বহু ধর্মাচার্যরূপে জগতের দিকে দিকে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন বহুরূপধারী শ্রীগুরু। মানুষ তাহার শিক্ষা, সংস্কার, জ্ঞান ও রুচি অনুযায়ী যে কোন মত, যে কোন পথ, সজ্ঞানে স্বেচ্ছায় বাছিয়া লইয়া গুরুরূপে যাঁহাকে খুসী তাঁহাকেই বরণ করিয়া লইতে পারে। এত বড় বিশ্বব্যাপক ব্যবস্থা সত্বেও কোন মনুষ্য যদি চলিবার মত পথ, মানিবার মত, মত এবং আশ্রয় করিবার মত গুরু এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ডে খুঁজিয়া না পায়, তবে নিঃসংশয়ে বুঝিতে হইবে যে তাহার সর্বমূল্যে ক্রীত এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাবতীয় জগৎভোগে নিত্য লালিত পালিত, অহঙ্কারই দিনে দিনে উদ্ধতশির হইয়া তাহার জীবনে আলোর প্রবেশপথ রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে—আড়ষ্ট করিয়া রাখিয়াছে জীবনের সহজ গতিশীলতা এবং নমনীয়তা। মানুষের এইরূপ দুর্ভোগপূর্ণ দুরবস্থা হইতে রক্ষা পাইবার অমোঘ উপায় হিসাবেই জগদ্ গুরুরূপে প্রেমময় ভগবান নিজমুখে গীতায় ঘোষণা করিয়াছেন :—

"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া,
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ।"

হে অর্জুন, হে মানব, তুমি তৎপদবাচ্য সেই যিনি (ব্রহ্ম) —তাঁহাকে জান। কি বিধানে তাঁহাকে জানিতে হইবে, সে সম্বন্ধে বলিলেন, প্রণিপাতেন—প্রকৃষ্টরূপে প্রণতি দ্বারা, পরিপ্রশ্নেন—পরিপূর্ণ জিজ্ঞাসা দ্বারা এবং সেবয়া—উপদিষ্ট পন্থা নিষ্ঠার সঙ্গে অনুশীলন করিয়া।

ভগবান বলিলেন, হে মানব, তুমি সর্বপ্রযত্নে তৎস্বরূপ সেই ব্রহ্মকে জানিতে চেষ্টা কর, কারণ তাঁহাকে না জানিয়া মানুষের সর্বদুঃখের একান্ত এবং অত্যন্ত নিবৃত্তির দ্বিতীয় কোন পন্থা নাই। মানুষ জ্ঞানে অজ্ঞানে যে সুখ শান্তি আনন্দ লাভের জন্য জন্ম জন্মান্তর ধরিয়া ছুটাছুটি করিতেছে,

6

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহা সত্য সত্য লাভ করিবার অন্য কোন উপায়ই নাই।
"তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়"
—'তাঁরে জানি তাঁর পথ চাহি,
মৃত্যুরে লঙ্ঘিতে পার, অন্য পথ নাহি'।

এই পরম লাভের জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন, মানুষের অহঙ্কারে উদ্ধত মস্তিষ্ক সম্যক্‌ভাবে বিনত করা; 'অহং' বুদ্ধির নিপাত না হইলে, আমিই প্রথম পুরুষ, আমিই উত্তম পুরুষ, ছলে বলে কৌশলে সর্বকর্মে এই ভাবেরই পোষণ-কার্য রুদ্ধ না হইলে, নিজেকে তৃণগুচ্ছের মত সহজভাবে মহতের চরণে সমর্পণ করিয়া দিতে না পারিলে, মানুষের চক্ষুরই সম্মুখে জ্ঞানের নিরুদ্ধ কবাট অনর্গল হইয়া কখনই খুলিয়া যাইবে না। প্রণত না হইয়া কেহই কখনো জ্ঞান-মন্দিরে, দেব-মন্দিরে, ভগবানের মন্দিরে প্রবেশ করিবার সত্য অধিকার লাভ করিতে পারে না। মানুষের জীবনে প্রণত হওয়ার অতি-প্রয়োজনীয়তা সম্যক্ অবগত হইয়াই, আমাদের দেশে মানুষকে বাল্য-কাল হইতেই গুরুজনদিগকে প্রণাম করিতে শিক্ষা দেওয়া হইত; কারণ আমাদের পূর্বাচার্যগণ ভাল করিয়াই জানিতেন যে অন্যের কাছে নিজের মাথা নত করা কাজটা খুব সহজসাধ্য নয়। ব্যাধিবশে কাহারও শরীর আড়ষ্ট হইয়া গেলে তাহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পক্ষে শরীর অবনত করা অত্যন্তই কষ্টসাধ্য ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। কন্তু বহুজন্মের ঔদ্ধত্যরোগে মানুষের মনটাই যেখানে অভিমানে উত্তুঙ্গ হইয়া রহিয়াছে, সেখানে স্বেচ্ছায় প্রণত হওয়া সহজসাধ্য হইবে কেমন করিয়া ? কিন্তু কষ্টসাধ্য হইলেও গত্যন্তর নাই। জ্ঞান লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে হইলে অহং-বুদ্ধির লঘুকরণ এবং অভিমানের শীর্ণতা সম্পাদন করিতে শিখিতেই হইবে। দিনমানে যে যতখানি গর্বোন্নত মস্তক লইয়াই ইতস্ততঃ বিচরণ করুক না কেন, রাত্রিতে সুনিদ্রায় শান্তিলাভ করিতে হইলে মানুষের শরীরটাকে যেমন বিছানার উপরে দণ্ডবৎ করিয়া পাতিত করিয়াই দিতে হয়, শয্যাতলে একান্ত নির্ভরে না শুইয়া পড়িয়া তাহার নিস্তার নাই—তেমনি করিয়া সুখ শান্তি আনন্দে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার সত্য প্রয়োজন বোধ হইলে, নিজের 'তনু-মন-প্রাণ'—আপন বলিতে যাহা কিছু, তাহার সযত্নে বাঁধা অভিমানের পুঁটুলি সমেত সমস্তই, নিদ্রাতুরের শয্যাগ্রহণের মত করিয়া একান্তভাবে শ্রীগুরুচরণতলে ঢালিয়া দিতে না পারিলে মানুষের পক্ষে ব্রহ্মনিষ্ঠা অসম্ভব। হয় সে নত হইয়া বাঁচিতে শিখিবে, নয় ত ভাঙিয়া পড়িয়া মরণস্রোতে ভাসিতে থাকিবে—মানুষের পক্ষে ইহা ছাড়া মাঝামাঝি কোনই রাস্তা নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষাঃ ধর্মস্যাস্য পরন্তপ।
অপ্রাপ্য মাং নিবর্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি ॥"

বিশ্বগুরু গীতায় অন্যত্র বলিয়াছেন, শ্রদ্ধাহীনতার জন্য যে সমস্ত মানুষ আমার কথা, আমার ধর্ম, মানিতে আশ্রয় করিতে অসমর্থ হয়, তাহারা অমৃতস্বরূপ আমাকে না পাইয়া সংসারে মরণের পথেই নিরন্তর বিচরণ করে।

যেহেতু শ্রীগুরুতে আশ্রয়গ্রহণের পথে অহঙ্কার অভিমানই সর্বপ্রধান বাধা, সেইজন্যই জ্ঞানলাভের বিধান হিসাবে প্রণিপাতের কথাই ভগবান প্রথম বলিলেন। দেশভেদে, আচারভেদে প্রণামের বহুবিধ ব্যবস্থা জগতে প্রচলিত রহিয়াছে—আমাদের দেশে শির অবনমন, যুক্তপাণি হওয়া, পদস্পর্শ করা, সাষ্টাঙ্গ প্রণতি এবং দণ্ডবৎ হইয়া শ্রদ্ধাভাজনের পদতলে স্বীয় দেহকে এলাইয়া দেওয়া ইত্যাদি নানাবিধ প্রণাম পদ্ধতি আজও চলিতেছে। এই সমস্ত কায়িক প্রচেষ্টাই অহঙ্কারের হাত হইতে মুক্ত হওয়ার জন্য, অন্তরের যাবতীয় অযথা অভিমান দূর করিবার জন্য। প্রণামের দ্বারা যতদিন না অভীষ্ট বিনম্রভাব অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়, ততদিন বাহ্য প্রণাম বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি মাত্র। শ্রীগুরুপদতলে আশ্রয়লাভের জন্য শুধু এই বাহ্য ব্যবহারই যথেষ্ট নহে। কায়িক প্রণামের ব্যবহার যে আন্তরিক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দীনতা লাভেরই তপস্যা, সাধকগণের এ কথা কখনই ভুলিয়া যাওয়া চলিবে না। বাহিরে প্রণাম আছে, অথচ অন্তরে সত্য প্রণতি নাই—অপরদিকে. বাহিরে প্রণাম নাই, অথচ অন্তর পরিপূর্ণ শ্রদ্ধানত—এমন দৃষ্টান্তও সংসারে বহু রহিয়াছে। অধিকন্তু, প্রণাম করিতে করিতেও, দিনের পর দিন এই প্রণামের জোরেই গর্বিত ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই বিচিত্র সংসারে তেমন দৃষ্টান্তও ত বিরল নহে। তাই বলি সাধু সাবধান।

শ্রীগুরু পদাশ্রয় লাভ ঘটিলে তাঁহার পদপ্রান্তে বসিয়া শ্রদ্ধার সহিত জিজ্ঞাসাবাদের দ্বারা মনের যাবতীয় সংশয় দূর করিয়া লইতে হয়। বলা হইয়াছে—প্রশ্ন করিয়া জানিতে হইবে। আমরা পুস্তক পড়িয়াও অনেক কথা জানিতে পারি এবং বিজ্ঞ লোকদের মুখের কথা শুনিয়াও অনেক কথা শিখিতে পারি। কিন্তু এইরূপ অনির্দিষ্ট লক্ষ্যবিহীন আকস্মিকভাবে শ্রুত জ্ঞান কখনই সাধনার ভিত্তি হইতে পারে না। সাধকের জ্ঞান-পিপাসা, জানার ইচ্ছাই থাকিবে তাহার প্রশ্নের মূলে। আর সেই প্রশ্নও এলোমেলো, লক্ষ্যহীন হইলে চলিবে না। জিজ্ঞাসুর আদর্শসম্বন্ধীয় প্রয়োজনীয় জ্ঞানলাভের জন্য এবং তৎসম্বন্ধীয় মনের যাবতীয় সংশয় দূর করিবার জন্য যতখানি ব্যাপক হওয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দরকার, প্রশ্ন হইবে ততখানি ব্যাপক এবং সমগ্র। আর এই প্রশ্নের উত্তর লাভ করিতে হইবে এমন ব্যক্তির কাছ হইতে যিনি, আমার বুদ্ধিতে আমার আবশ্যকীয় জ্ঞানদানের যোগ্যতম দাতা, যাঁহার প্রদত্ত জ্ঞান, আমার বুদ্ধি সোৎসাহে গ্রহণ করিতে পারে, যাঁহার প্রদত্ত সমাধানে আমার মন কোন সংশয়ই পোষণ করে না। আমার পক্ষে এমন যিনি তিনিই আমার শ্রীগুরু। তাঁহার পদতলেই আমার প্রণিপাত আরম্ভ হইবে ; তাঁহার কাছেই আমার সশ্রদ্ধ জিজ্ঞাসা।

আমাদের দেশে এখনো এই ঘটনা সর্বত্র সর্বদাই দেখা যায় যে, হয়ত কোথাও কোন মহাপুরুষের আগমন হইয়াছে খবর রটিয়া গেল, অমনি নানাদিক হইতে নানা জাতীয় স্ত্রী পুরুষ আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিল। এ পর্যন্ত বেশ। তারপরেই আরম্ভ হইল প্রশ্নবাণ বর্ষণ ; সে প্রশ্ন যে কত ভঙ্গির, কত রুচিরই হইতে পারে, তাহা এ বিষয়ে যাহাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নাই, তাহাদের পক্ষে অনুমান করা অসম্ভব। এ জাতীয় সম্মেলনে, সভা যদি কিছুক্ষণ প্রশ্নহীন থাকে, তবে অমনি দুই একজন উৎসাহী লোক সভাস্থ লোকদের ডাকিয়া বলেন, আপনারা কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করুন। আহ্বায়কের হয়ত সদিচ্ছা এই যে, এই উপলক্ষ্য করিয়া সৎপ্রসঙ্গের আলোচনার সূত্রপাত হইবে। কিন্তু মুস্কিল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই যে, সৎ প্রসঙ্গ হইলেই যে আলোচনা সার্থক হইবে, অধিকাংশক্ষেত্রেই তাহা সত্য নয়। মূলই যেখানে সত্যহীন, ভিত্তিহীন, তেমন অমূলক ভিত্তির উপরে কোন্ সত্যের সৌধ রচিত হইবে?

বিশিষ্ট কোন একটা সমস্যার সমাধান নানা জনের মুখে শুনিবার আগ্রহ অনেকের মধ্যেই দেখা যায়। যাহাদের জ্ঞানাকাঙ্ক্ষা এইরূপ শ্রবণ পর্যন্ত যাইয়াই থামিয়া যায়, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু যে জ্ঞান হইবে সাধনার ভিত্তি, তাহা বহুমুখে শুনিবার চেষ্টা, ধর্মে প্রথম প্রবেশার্থীর পক্ষে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিপদসঙ্কুল। ধর্মের যাঁহারা সুযোগ্য উপদেষ্টা, তাঁহাদেরও জীব, জগৎ এবং ব্রহ্ম সম্বন্ধীয় ধারণা সকলেরই এক নহে। তাঁহাদের এই দৃষ্টিভঙ্গির তারতম্য অনুযায়ী, তাঁহাদের প্রদত্ত উপদেশও বাহ্য দৃষ্টিতে বিভিন্ন হইতে বাধ্য। অপরিণত বুদ্ধির কাছে সেই একই সত্যের বিভিন্ন প্রকাশ সত্য সত্যই আলাদা বলিয়া মনে হওয়াই স্বাভাবিক। ফলে অপক্কবুদ্ধি, এক সমস্যার সমাধান করিতে যাইয়া বহু নূতন সমস্যা লইয়াই প্রত্যাবর্তন করে। সেইজন্যই সাধনা সম্বন্ধীয় প্রয়োজনীয় জ্ঞান একজনের মুখেই সশ্রদ্ধায় শুনিতে হয়। সেই একজনকে তুমি এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ড হইতে বাছিয়া লও।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিভিন্ন বাজারে খুঁজিয়া পাতিয়া নানামূল্যে খরিদ করা বিচিত্র বস্তু সম্ভারের মত করিয়া সংগৃহীত জ্ঞান, প্রত্যক্ষভাবে তোমার সাধনারম্ভের সহায়তা করিবে না। তোমার ধর্ম-জিজ্ঞাসা, তোমার শ্রবণ আরম্ভ হইবে, একই ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়া ; তোমার অনুসন্ধান হইতে হইবে একমুখী।

প্রশ্ন করিয়া জানিবার ব্যবস্থা সাধনার একটি সুকৌশল। জাগতিক জ্ঞান সম্বন্ধে একটা কথা প্রচলিত আছে যে, সেই জ্ঞান বিশেষ ভাবে প্রয়োজনীয়, নিজ নিজ নির্বুদ্ধিতাকেই ভাল করিয়া ঢাকিবার জন্য। সংসারে যে যত বেশি বুদ্ধিমান, সেই তত আত্মগোপন করিতে, সে যাহা নয় তাই বলিয়া নিজেকে প্রতিপন্ন করিতে, সুপটু। শ্রীগুরুর জ্ঞানালোকে নিজের মুকুলিত জীবনকে সুবিকশিত করিতে হইলে, সাধকের স্বীয় অন্তর তদভিমুখী করিয়া খুলিয়া ধরিতে হইবে। যে অন্তর সৃষ্টিরই নিয়মে লোকলোচনের অন্তরালেই থাকিবার সুযোগ লাভ করিয়াছে, সেই গোপন অন্তরকে যথাসম্ভব আরো গোপনীয় রাখিবার চেষ্টা, জীবনের পর জীবন নিরবচ্ছিন্ন ভাবেই চলিয়াছে। কিন্তু একদিন জীবনে প্রয়োজন হয় শুধু একজনের কাছে যথাসম্ভব নিরাবরণ করিয়া এই গোপন অন্তরটি ধরিবার। যাহাকে ঢাকিয়া রাখিতেই শিখিয়াছি তাহাকে ইচ্ছা করিলেই খোলা যায় না। কিন্তু গোপনতার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুরুভার যখন জীবনে দুর্বিষহ হইয়া ওঠে, তখন জগতেরই নিয়মে মানুষের এমন এক জীবনের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে, যেখানে অন্তর আপনিই খুলিয়া যাইতে চাহে; কিন্তু চিরাভ্যাস বশতঃ ইচ্ছাসত্বেও অনেকদিন পর্যন্তই কাজটা অনেকের পক্ষেই সহজসাধ্য হয় না। বহুদিন গুরুসঙ্গ ঘটিয়াছে, কিন্তু তবুও প্রাণ খুলিয়া কোন কথা জিজ্ঞাসা করার সহজ সামর্থ্য লাভ হয় নাই, সমস্যাভরা অন্তরের কোন সমস্যাই শ্রীগুরুর স্নেহদৃষ্টির সম্মুখে স্থাপন করার সৎসাহস লাভ হয় নাই, এমন দৃষ্টান্ত বহু আছে। এমন কি শ্রীগুরু কৃপাপরবশ হইয়া শিষ্য-হৃদয়ে প্রশ্ন জাগাইবার ইচ্ছায় নিজে কোন প্রশ্ন করিলেও,—'আপনি অন্তর্যামী, সমস্তই ত জানেন, কেন অধমকে ছলনা করেন' ইত্যাদি বলিয়া নিজের অন্তরকে গোপন রাখিবার জন্য নানাবিধ প্রচেষ্টা সর্বত্রই দেখা যায়। একটা সহজ প্রশ্নের একটা সরল উত্তর—তাহা দিতেও এত কুণ্ঠা কেন? স্বীয় অন্তরের গোপনীয়তা যথাসম্ভব বাঁচাইয়া রাখিবারই জন্য।

নিজে প্রশ্ন করিয়া ধর্মের পথ, জীবনের আদর্শ জানিতে গেলে অন্তরের এই বহু অনর্থকর দুর্বলতা দূর হইবার সহজ পন্থা প্রকাশিত হইয়া পড়ে। জীবনের পক্ষে প্রয়োজনীয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে হইলে, নিজের অন্তরের দিকে দৃষ্টি কম বেশি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধ্যমত ফিরাইতেই হইবে। নিজের বহুদিনের অ-গোছালো মনকে যথাসম্ভব গুছাইয়া তবে প্রশ্নের রূপ দেওয়া সম্ভবপর হইতে পারে। তার পরে সেই প্রশ্ন যতখানি আন্তরিকতা লইয়া শ্রীগুরুপদে নিবেদিত হইবে, সেই পরিমাণে অন্তরের দরজা প্রশ্নকর্তারও অগোচরে আপনি খুলিতে আরম্ভ করিবে। সত্যসন্ধ হইয়া মুখ খুলিলে বুকের দরজা অবশ্যই খুলিবে। কথার প্রাণ মুখে থাকে না; কথার প্রাণ আসে বুক হইতে। সরল সত্য কথার নিত্য অনুবর্তী হইয়া অন্তর যে কেমন করিয়া এবং কতখানি খুলিয়া যাইতে পারে, তাহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অনেক সাধকেরই আছে। সাধকের জীবনে এমন দিনও আসে, যখন তাহার কথার সুরে সুরে রূপায়িত হইয়া স্বীয় অন্তর যাবতীয় অন্তরাল এড়াইয়া চক্ষুর সম্মুখে আসিয়া মূর্ত হইয়া দাঁড়ায়।

তার পরে সেবার কথা। অনেক মহাজন বলিয়াছেন যে শুধু আন্তরিকতার সঙ্গে শ্রীগুরুর দেহের সেবা পরিচর্যা করিলেই যথাকালে সাধকের অভীষ্ট জ্ঞান লাভ হইতে পারে। অনেকে গুরু শুশ্রূষা বলিতে শ্রীগুরুর দেহের সেবা পর্যন্তই বুঝিয়া থাকেন। এই রহস্যময় জগতে কি হইতে যে কি হইতে পারে বা না পারে, সেই সম্বন্ধে জোর করিয়া কিছু বলিতে যাওয়া ধৃষ্টতা। শিশুদেহকে প্রীতির সঙ্গে পরিচর্যা করিয়া মা যদি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীবন্ত পুত্রলাভের অধিকারিণী হইতে পারেন, অজ্ঞাত কুলশীল পতির পদসেবা, দেহের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধান করিয়াই সতী সাধ্বী পত্নী যদি পতিকে পরমগুরু রূপে লাভ করিতে পারেন, তবে শ্রীগুরুর ঐকান্তিক সেবা, তাঁহার দেহের সুপরিচর্যাকে সম্বল করিয়াই মানুষ, জীবনে অভীষ্ট জ্ঞান লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারেন, এ কথা অস্বীকার করিবার সুসঙ্গত কারণ নাই। কিন্তু ঘটনা হিসাবে এই বিষয়ে আমাদের অবস্থাটা বিশেষ একটু অন্যরূপ। ব্যক্তিবিশেষকে 'শ্রীগুরু' বলিয়া মানিয়াই তাঁহাকে আমার যথাসর্বস্ব জ্ঞানে তাঁহার দেহ পরিচর্যাকেই জীবনের পরম সাধনা করিয়া লইতে যে আত্মভোলা সহজ সেবাপরায়ণতার প্রয়োজন, তেমন মনোবল আমাদের কোন কালেই ছিল না; মনে হয় আরও অনেকেরও আমাদের মত অবস্থা থাকিতে পারে। তাই আমাদের কথাটাই আমরা এখানে বলিব। যে রসে বঞ্চিত সে দিকের কথাটাই জ্ঞান ও গুরুলাভের পন্থা বলিয়া কেমন করিয়া নির্দেশ করিব?

এখানে সেবা বলিতে আমরা বিশেষভাবে শ্রীগুরু প্রদত্ত জ্ঞানেরই সেবা, যথাশক্তি যথাসম্ভব শ্রদ্ধাসহকারে শ্রীগুরু নির্দিষ্ট পথে জীবনে নিয়ত বিচরণ, ঐকান্তিক নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁহার ভাবে উদ্বুদ্ধ হওয়ার চেষ্টাই বুঝিয়াছি। শ্রীগুরুর দেহ পরিচর্যায় অতীব নিষ্ঠাসম্পন্ন কিন্তু তাঁহার প্রদত্ত জ্ঞানে ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধনায় উদাসীন, এমন কোন লোক পরম জ্ঞানের অধিকারী হইয়া জীবনের চরম সার্থকতা লাভ করিয়াছেন, এমন দৃষ্টান্ত আমাদের জানা নাই। কিন্তু শ্রীগুরু পরিচর্যায় অতীব উৎসাহ সম্পন্ন, কিন্তু সাধনা সম্বন্ধে উদাসীন, এমন অবস্থাপন্ন লোকের, পরিচর্যায় ক্রমবর্ধমান শ্লথভাব, শ্রীগুরুতে আস্তে আস্তে ঔদাসীন্য এবং যথাকালে সাধনপথ-বিচ্যুতি—এমন দৃষ্টান্ত দেখিবার মত দুর্ভাগ্য আমাদের ঘটিয়াছে।

অপর দিকে, প্রারম্ভে শ্রীগুরুর দৈহিক পরিচর্যায় স্বভাব-বশত কিংবা সুযোগের অভাবে অনেকটা যেন উদাসীন—অথচ শ্রীগুরু প্রদত্ত জ্ঞানে ও সাধনায় সূচনা হইতেই অতীব শ্রদ্ধাবান এবং নিষ্ঠাসম্পন্ন—এমন অবস্থাপন্ন লোক, কালে কালে জ্ঞানে সমৃদ্ধ হইয়া, সাধনাপুষ্ট জীবন লাভ করিয়া, শ্রীগুরুর দেহ পরিচর্যাকে জীবনের শ্রেষ্ঠতম প্রিয় কর্মে পরিণত করিতে সমর্থ হইয়াছেন, এমন দৃষ্টান্ত দেখিবার সৌভাগ্যও আমাদের ঘটিয়াছে। শ্রীগুরুর প্রীতি সম্পাদনের দিক দিয়া দেখিতে গেলেও, জ্ঞাননিষ্ঠ গুরুর সেবাশুশ্রূষা তাঁহার দেহ অবলম্বনে যতখানি ঘটিতে পারে, তাহার চেয়ে তাঁহার কথিত জ্ঞানের সেবা, তাঁহার প্রদত্ত সাধনার অনুশীলনের দ্বারাই অধিকতর সুচারুভাবে সম্পন্ন হইবে, ইহাই কি সঙ্গত কথা নয়?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীগুরুতত্ত্ব ও গীতা

সাধনার ক্ষেত্রে কার্যতও দেখা যায়, যে সাধকের জীবনে সাধনা যে পরিমাণে সত্য জীবন্ত হইতে থাকে, সেই পরিমাণেই তাঁহার শ্রীগুরুর প্রতি আকর্ষণ দিনে দিনে বাড়িতেই থাকে। ক্রমে সাধক এমন অবস্থা প্রাপ্ত হন, যখন শ্রীগুরুর বলিতে যাহা কিছু—দেহ হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্তই, তাহার পরম আকর্ষণের বস্তু হইয়া যায়। আমাদের মূল বক্তব্য এই যে শ্রীগুরু-শুশ্রূষা, শ্রীগুরু-পরিচর্যা জ্ঞানবিমুখ সাধনাহীন হইয়াও যে সুপ্রতিষ্ঠ ও সত্যফলপ্রসূ হইতে পারে, এমন কথা অনায়াসে মানিয়া লইতে আমরা সত্য সত্যই অক্ষম। আর একটা কথা না বলিলে কথাটা অসম্পূর্ণ থাকে—তাহা এই যে, যে সমস্ত সৌভাগ্যবান মানুষের শ্রীগুরুপ্রদত্ত জ্ঞান পরিচর্যা এবং তাঁহার স্বীয় সেবা পরিচর্যা এক সঙ্গে সমভাবেই চলিতে পারে, তাঁহাদের অবস্থা সর্বোত্তম।

শ্রীগুরুতে প্রণিপাত দিনে দিনে সত্য হইতে থাকিলে, সত্যজিজ্ঞাসা ধর্মজিজ্ঞাসা মূলক একাগ্র ধারাবাহিক প্রশ্নের দ্বারা জ্ঞানালোকের ক্রমবৃদ্ধি এবং অন্তরের সংশয়ের যথাসম্ভব নিরসন ঘটিতে থাকিলে, সেবা দ্বারা শ্রুত জ্ঞানের দ্রুত উপলব্ধি, নিষ্ঠার দ্বারা সাধনগতি খরতর এবং দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হইলে, সাধকের পক্ষে কোন পরমলাভ সুনিশ্চিত হয়,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীগুরুতত্ত্ব ও গীতা

জগদ্‌গুরুরূপে গীতায় শ্রীগোবিন্দ নিজ মুখেই তাহা সুস্পষ্ট করিয়া সর্বমানবকে জানাইয়া, বলিয়াছেন ঃ—

"উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ"।

জগতে শ্রীগুরুরূপে বিশ্বনাথ, নানাকালে নানাদেশে বহুরূপে বিরাজিত রহিয়াছেন। বহুত্বসেবী জগৎ সেই নানারূপধারী বিশ্বরূপের মুখে নানামত, নানাপথের কথাই চিরকাল শুনিয়া থাকে।

কিন্তু যদি কোন ভাগ্যবান সদ্‌গুরুলাভ করিয়া তাঁহার কাছে সত্য সত্যই প্রণত হইতে পারে, শ্রদ্ধাপূর্ণ জিজ্ঞাসা দ্বারা জ্ঞানের ঔজ্জ্বল্য এবং সংশয়ের নিরসন ঘটাইতে সমর্থ হয় এবং লব্ধজ্ঞান ও উপদিষ্ট সাধনপদ্ধতি শ্রদ্ধার সঙ্গে নিষ্ঠার সঙ্গে অনুশীলনই যদি হয় তাহার জাগ্রত জীবনের সর্বোত্তম সেবা, তবে একজনের মুখে গুরুরূপে সে যে উপদেশ শুনিয়াছিল, জগতের সর্বকালের যত যত জ্ঞানী এবং তত্ত্বজ্ঞ, সকলের মুখেই সে তখন শুনিতে পায় সেই উপদেশ। এক মুখের কথা সকল জ্ঞানী এবং তত্ত্বজ্ঞগণের মুখে মুখে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইয়া সর্বসংশয়ের ঊর্ধ্বে স্থাপিত হয়। যেখানে একই মাত্র দেহমন্দিরে শ্রীগুরুরূপ দেখা যাইত, সেখানে সকল জ্ঞানী-দেহে, সকল তত্ত্বজ্ঞের দেহেই, শ্রীগুরুদর্শন সহজসাধ্য হয়। শ্রীগুরু যে বহুরূপে একজনই, এ কথা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কল্পনা না থাকিয়া সত্য হইয়া উঠে। এককে বহুরূপে দেখা অভ্যস্ত হইলে, তবেই সর্বরূপে দেখার পথ ক্রমশঃ খুলিয়া যায়। যে মাথা একজনের পদে নত হইতেই কত আড়ষ্টতা বোধ করিত, সে মাথা বহুকে একেরই বিভূতি জানিয়া সকলের পদে পদে বিনত হইতে স্বভাবতই প্রলুব্ধ হয়। যেখানে শির নত করাই ছিল তপঃসাধ্য ব্যাপার, সেখানে ধুল্যবলুণ্ঠিত হইয়া সকলের পদতলে গড়াগড়ি দেওয়া হয় এক বিচিত্র রসাস্বাদনের বস্তু।

এখানে একটা কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়। শ্রীগুরুবোধ যদি একটিমাত্র দেহেই আবদ্ধ থাকে, প্রণাম যদি পদে পদে ছড়াইয়া যাইতে ব্যাকুলতা বোধ না করে, আমার জিজ্ঞাসার উত্তর যদি না বহুমুখে ঘোষিত হয়, আমার অন্তরের সংশয় দূর করিতে যদি না বহুমুখী চেষ্টা আরম্ভ হয়—আমার গুরুর শ্রীমুখ যদি আমি বহু দেহে দেখিতে না পাই, আমার শ্রীগুরুর প্রেমময় ব্যবহার যদি বহুদিক হইতে আসিয়া আমাকে স্পর্শ না করে, আমার সেবাবুদ্ধি যদি না বহুমুখী হইয়া প্রধাবিত হয়, আপন বলিয়া আমি যদি একের স্থানে বহুকে হৃদয়ে স্থান দিতে না পারি—আমার জীবনের সর্বাঙ্গীন মঙ্গলচেষ্টা এককেন্দ্রে জাগ্রত হইয়া বিশ্বময় বহুকেন্দ্রে বিস্তারলাভ, প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে, এমনতর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশ্বাস যদি আমার হৃদয়ে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত না হয়, তবে বুঝিতে হইবে আমার গুরুলাভ এখনও এমন সত্য হয় নাই, যে সত্যের প্রসারতাই স্বধর্ম।

সকল জ্ঞানী এবং তত্ত্বজ্ঞগণই তামাকে উপদেশ দিবেন, এই কথা বলিয়া বিশ্বগুরু মানুষকে এই প্রসারতার দিকেই তীক্ষ্ণ নজর রাখিবার উপদেশ প্রদান করিয়াছেন।

বলা হইয়াছে অহঙ্কার-পুষ্ট মানুষের গর্বোন্নত মস্তক পরের কাছে বিনত করিতে পারা এক অতীব আয়াসসাধ্য ব্যাপার। এই কথার মধ্যে এই 'পরের কাছে' কথাটা বিশেষভাবে প্রণিধান করার বিষয়। নত হওয়া যে শক্ত, তাহা আবার 'পরের কাছে' বলিয়াই বেশি শক্ত। যাহাকে বা যাহাদের আপনজন বলিয়া মন জানে, তাহাদের কাছে নতিস্বীকার অপেক্ষাকৃত সুসাধ্য। এইরূপ অভিজ্ঞতা মানুষ মাত্রেরই আছে। গুরু-শিষ্য সম্পর্কের প্রারম্ভে শিষ্য-দৃষ্টিতে শ্রীগুরু জ্ঞানে গুণে যতই মহান্ বলিয়া প্রতীয়মান হউন না কেন, তিনি যে পর, তিনি যে দূরের, এমন বোধ তাহার মনে সাধারণতঃ থাকেই। এই পর পর বোধ, এই দূরত্ববোধ মনে যদি রহিয়াই যায়, তবে আর শিষ্যের পক্ষে শ্রীগুরুতে সম্যক্ আত্মসমর্পণ কোনকালেই সম্ভবপর হইবে না। এই অনাত্মীয় বোধ, এই দূরত্ববোধ কেমন করিয়া অতি আশ্চর্যভাবে একদিন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সম্যক্‌ভাবে বিদূরিত হইয়া পরমাত্মীয় বোধে, আপন বোধে পর্যবসিত হয়, সেই কথাটা পূর্ব হইতে জানা থাকিলে, সাধকের মনে অযথা নিরাশার পরিবর্তে অসীম আশারই সঞ্চার হইতে পারে ভরসা করিয়া, বিষয়টির এখানে উল্লেখ করিতেছি।

মানুষ প্রত্যক্ষভাবে জানিতে পারে তাহার নিজেকে এবং নিজাশ্রিত অন্তরকে; কিন্তু জীবনে তাহার জ্ঞান সঞ্চার হয়, সে নিজের সম্বন্ধে সচেতন হয়, অন্তরের ক্রমবিকশিত পরিচয় পায়—তাহার কাছে বাহিরে বলিয়া পরিচিত এক শক্তির সংস্পর্শে, সে যাহার নামও দিয়াছে বাহ্য জগৎ। যদিও সে জগৎ বলিয়া, জীব বলিয়া, জগতের নানাবিধ দৃষ্টবস্তু বলিয়া যাহা কিছু জানে, সত্যতঃ সমস্তই তাহার অন্তরেরই খবর, নিজেরই পরিচয়। কিন্তু সে সত্য সে জানেও না, বিশ্বাসও করিতে পারে না। দর্পণে মুখ দেখার মত জগৎ-দর্শন উপলক্ষ্য করিয়া আমি যে আমার স্বীয় অন্তরকেই বাহিরে বিস্তৃত করিয়া দেখিতেছি, মাতা পিতা ভ্রাতা বন্ধু বলিয়া, স্ত্রী পুত্র কন্যা স্বজনগণ বলিয়া, আমি যে আমার নিজেকে ভালবাসিতেছি—স্বপ্নে মনের ব্যবহারের মত নিজের সঙ্গেই নিজের আপন পর শত্রু মিত্রবৎ নানা ব্যবহার সম্পন্ন করিতেছি, এ সত্য তাহাকে বলিলেও প্রথমে এসমস্ত কথা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহার কর্ণে প্রহেলিকার মতই শ্রুত হয়। দাসী ক্রোড়ে নিয়ত লালিতপালিত সন্তান যেমন তাহার মায়ের চেয়ে পরিচারিকাকেই বেশি সত্য বলিয়া জানে, জগৎ সহায়ে জাগ্রত অন্তর, বস্তু সাহায্যে জাগ্রত জীবন মানুষ, অন্তরের চেয়েও বাহিরকে, নিজের চেয়েও পরকে, ব্যক্তির চেয়েও বস্তুকেই বেশি সত্য বলিয়া মনে করিতে অভ্যস্ত হয়। এই অজ্ঞান, এই মোহ, দূর করিবার জন্য বিশেষ করিয়া প্রয়োজন হয় শ্রীগুরুর।

শ্রীগুরু বাহির হইতেই আসেন এবং পর হইয়াই আসেন—যেভাবে তিনি মানুষের কাছে বেশি সত্য। তারপরে দিনে দিনে অন্তরকেই তিনি বেশি সত্য করিয়া দেন। তিনি যে আমার অব্যক্ত অন্তরেরই প্রত্যক্ষ মূর্তরূপ, এই সত্য উপলব্ধিযোগ্য করাইয়া দেন। যিনি পর হইয়া আসিয়াছিলেন, তিনি আমাকেও অতিক্রম করিয়া নিজেকে বেশি সত্য করিয়া আমার অন্তরেরও অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হন। যে আমার আমি ছিল দুর্লক্ষ্য, সে আমারও তিনি সত্য প্রত্যক্ষ 'আমি' হইয়া পড়েন। আপন হইতে আপনতর হন, আমার অস্তিত্বেরও আশ্রয় স্বরূপ হন, 'আমার' ও 'আমির' অন্তর ও বাহিরের, নানা ও বহুর সর্বগ্রাসী 'নিজ' স্বরূপে। কেমন করিয়া এমন অঘটন ঘটে তাহাই এখন মোটামুটি বলিব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞানশক্তি ঘন হইয়া যখন প্রত্যক্ষ শ্রীগুরু-মূর্তিরূপে কোন মানব-জীবনের সম্মুখে উদিত হন, তখন সেই মানুষের জীবনে এক অতি আশ্চর্য পরিবর্তন সংঘটিত হয়। তাহার জীবনের গতিভঙ্গীই আমূল পরিবর্তিত হইয়া যায়। এই দিক লক্ষ্য করিয়াই আমাদের দেশে বলা হয় যে গুরুলাভের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের নবজীবন-প্রাপ্তি ঘটে। মানুষ মাত্রেই আমরা আদিঅন্তহীন এক বিরাট প্রাণের অধিকারী। যদিও স্বীয় জীবনকে সকলেই আমরা আলাদা আলাদা বলিয়াই বোধ করি, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এক মহাপ্রাণ সমুদ্রেরই নানা বিচিত্র ঢেউরূপে কত অনন্ত অসংখ্য জীবন জাগিয়া উঠিয়াছে, সমস্ত প্রাণগুলিই সেই একই মহাপ্রাণের বিভিন্ন ঢং, একই মহাবিগ্রহের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। আমাদের প্রাণ বিরাট ও মহান্ হইলেও আমাদের জীবনের সর্বব্যাপী অংশেই আমরা জীবিত নই। পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর যেমন স্বীয় দেহেরই কতক অংশ তাহার দেহবোধের বাহিরেই পড়িয়া থাকে, আমাদের প্রাণেরও তেমন বেশীর ভাগ অংশই আমাদের জীবন-বোধের বাহিরেই পড়িয়া থাকে। পূর্বোক্ত রোগী যেমন তাহার দেহের অংশ বিশেষকে নিজের বলিয়া সত্য জানিয়াও, নিজ দেহের মত করিয়া ব্যবহার করিতে পারে না, আমাদের প্রাণেরও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তেমন বহুলাংশই, আমাদের নিজের প্রাণ হইলেও, নিত্য ব্যবহারিক জীবনের বাহিরেই রহিয়া যায়। সর্বব্যাপী রাত্রির অন্ধকারের বুকে মাটির প্রদীপ যেমন অতি অল্পস্থান মাত্রকেই আলোকিত করিয়া বিদ্যমান থাকে, আমাদের জীবন-দীপ, বুদ্ধির জ্যোতি, আমাদের বিরাট প্রাণের তেমন অতি সামান্য অংশই জ্ঞানগোচর রাখিতে পারে। আত্মীয়তার সর্ব ব্যবহারের অভাবে আপন জনও যেমন পর হইয়া যায়, তেমনি করিয়া নিজেরই প্রাণ নিজের কাছেও পরের প্রাণের মত হইয়া যায়, নিজেরই প্রাণকে নিজায়ত্বের বাহিরে বলিয়া বোধ হয়। প্রভাতে সূর্যোদয় হইলে রাত্রির পুঞ্জীভূত সীমাহীন অন্ধকার যেমন অকস্মাৎ অনায়াসে বিদূরিত হওয়ায়, সকলেরই দৃষ্টির সীমা বিশেষ পরিমাণে বাড়িয়া যায়, না-থাকা রূপে প্রতীয়মান অনেক কিছু অতি সহজ ভাবেই থাকার রাজ্যে আসিয়া পড়ে, তেমনি করিয়া মানুষের জীবনে শ্রীগুরুর আবির্ভাব ঘটিলে, তাহার অজ্ঞাত জীবনের অনেকখানি অংশ, পরিচিত জীবনের সত্য রূপ প্রাপ্ত হইয়া ব্যাপকতর জীবনরূপে জাগিয়া ওঠে। তাহার প্রাণের যে অস্তিত্ববোধ বিশেষ করিয়া তাহার দেহরূপ কূল ঘেঁসিয়াই চলিয়াছিল, তাহা অসীম প্রাণের প্রসারতার দিকে, অন্তরের সাগরের গভীরতার দিকে, জীবন্ত গতিবেগ লাভ করে। নির্বাপিতশিখা দীপ যেমন প্রজ্বলিত দীপশিখার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্পর্শ লাভ করিয়া আচম্বিতে জ্বলন্ত জীবন লাভ করে, আলোময় আত্মবিস্তার প্রাপ্ত হয়—জ্বলন্ত শিখার রূপ ও ধর্ম সর্বাঙ্গীন ভাবে গ্রহণ করে, শ্রীগুরুরসান্নিধ্যপ্রাপ্ত শ্রদ্ধাবনত শিষ্যেরও অন্তর তেমনি শ্রীগুরুর অন্তরের স্পর্শে রূপান্তর গ্রহণ করে—শ্রীগুরুর অবাধ চৈতন্যের অমোঘ স্পর্শ, শিষ্য-প্রাণে ব্যাপক হইয়া বিস্তার লাভ করে—শিষ্যের হৃদয়-ফলকে গুরু-প্রকৃতির প্রাণময় প্রতিকৃতি অক্ষয়রূপে আঁকা হইয়া যায়। আমরা এই যে রহস্যময় গুরুশিষ্য অন্তরের একীকরণ বা সমীকরণের কথা বলিলাম, শিষ্যপক্ষে এই ঘটনা জ্ঞানগোচর হইলেই, তাহা হয় তাহার শ্রীগুরুতে আত্মসমর্পণ। আর শ্রীগুরুর দিক দিয়া শিষ্যের সঙ্গে তাঁহার আদিঅন্ত ব্যবহারই আত্মদান। একমাত্র এই মহাদানের জন্যই অরূপের এই শ্রীগুরুরূপ। এইকথা যাঁহারা মর্মে মর্মে বুঝিয়াছেন তাঁহারাই জগতকে শিখাইয়াছেন, 'কৃপাহি কেবলম্'। শ্রীগুরু বিগ্রহ কৃপাঘন হইয়াই গড়িয়া উঠে—উষ্ণবাষ্প জমিয়া, শীতল বারি বর্ষণোন্মুখ ঘন মেঘের মত।

আমরা গুরুসন্নিধানে মানব-জীবনে যে রহস্যময় আভ্যন্তরীণ ব্যাপক পরিবর্তনের কথা বলিলাম, তাহা ঘটে অতি আচম্বিতে, ক্ষণিকে; কিন্তু মানুষের এই পরিবর্তন স্বীয় জীবনের ঘটনা বলিয়া সজ্ঞানে জানিতে এবং নিঃসঙ্কোচে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মানিতে বহুকাল কাটিয়া যাইতে পারে। দয়াময়ের এই রাজ্যে দান অফুরন্ত নিরবচ্ছিন্ন হইয়াই চলিতেছে—কাজেই জগতে পাওয়াটা কোনই বিচিত্র ঘটনা নয়। কষ্টসাধ্য হইল দানকে দান বলিয়া জানিয়া, দানের সঙ্গে দাতাকেও স্বীকৃতির আমলে আনা।

শ্রীগুরুর করুণাস্পর্শ লাভ এবং সজ্ঞানে তাহার প্রাপ্তি স্বীকার—এই ঘটনাদ্বয়ের মধ্যে যে কাল ব্যবধান অবশ্যম্ভাবী, তাহা যথাসম্ভব স্বল্পতর করার আশায় এই সূক্ষ্ম পরিবর্তনটি একটি সুপরিচিত দৃষ্টান্তের দ্বারা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিব। ছবি তুলিবার যন্ত্রের (ক্যামেরা) সম্মুখে কোন ব্যক্তিবিশেষ দাঁড়াইলে, তাহার দেহের ছায়ারূপী আলোটি, যন্ত্রের অভ্যন্তরস্থ ওষধি-সরস কাচফলকের বুকে নিমেষেই প্রতিকৃতিরূপে গৃহীত হইয়া যায়। কিন্তু ঐ গৃহীত-চিত্র কাচফলকটি চক্ষুর সম্মুখে খুলিয়া ধরিলেও সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে, চিনিতে পারার মত কোন মানুষের ছবি সেখানে দেখা যায় না। সেখানে আলোর চেয়ে অন্ধকারেরই ঘটা বেশি। তারপর বিজ্ঞানকথিত বিধানে ঐ কাচ খণ্ডটিকে ধৌত করিতে করিতে এক সময়ে মানব-দেহের সুস্পষ্ট এক হুবহু ছবি বাহির হইয়া পড়ে। তেমনি করিয়া শ্রীগুরুসন্নিহিত শিষ্যের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রদ্ধা-সরস অন্তরেও মহাপ্রাণ গুরুর অন্তরের একটি জীবন্ত প্রতিরূপ নিমেষেই গৃহীত হইয়া যায়। ছায়া-ছবির ব্যাপারে সমস্ত ঘটনাটাই স্থূল শক্তির ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া। কাজেই সেখানে যে প্রতিকৃতি পাওয়া যায় তাহা মানব-দেহের বাহ্যরূপেরই প্রতিরূপ। কিন্তু গুরুশিষ্য মিলনে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া হয় সর্বভাবেই চৈতন্য শক্তির; তাহার ফলে শিষ্য হৃদয়ে জাগিয়া উঠে শ্রীগুরুর অন্তরেরই জীবন্ত প্রতিরূপ। বাহ্য ছবি গ্রহণে মানুষের আলোগর্ভ ছায়া এবং রসপুষ্ট কাচের রাসায়ণিক ক্রিয়াবিক্রিয়া মিলিয়া যেমন ছবিরূপ পরিণতি প্রাপ্ত হয়, তেমনি শ্রীগুরু-অন্তরের জীবন্ত পরশ শিষ্যের প্রীতিস্নাত অন্তরের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া প্রাণময় গুরু গড়িয়া ওঠে। এখানেও অন্তরের এই মৌলিক বিবর্তন প্রারম্ভে অজ্ঞানাবৃতই থাকে। শ্রীগুরুর উজ্জ্বল জ্ঞানের আলোসান্নিধ্যে শিষ্য তাহার অন্তরকে অধিকতর তমসাবৃত বলিয়াও মনে করিতে পারে। কিন্তু অধ্যাত্মবিজ্ঞানের সুনির্দিষ্ট বিধান সমূহ নিষ্ঠার সঙ্গে অনুষ্ঠান করিয়া শ্রদ্ধাভরে শুশ্রূষা করিলে, যথাকালে শিষ্য প্রথমে তাহার স্বীয় অন্তরের শ্রীগুরুভাবে রূপান্তর দিনে দিনে অধিকতর স্পষ্টভাবে অনুভব করিতে পারে; এবং তার পরে যিনি গুরুরূপে প্রারম্ভে পর হইয়াই আসিয়াছিলেন, বাহিরেই থাকিতেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহাকে কি অন্তরে, কি বাহিরে, সর্বভাবেই স্বীয় প্রাণেরই সত্য অভিব্যক্তি বলিয়া উপলব্ধি করার যোগ্যতা লাভ করেন। স্বীয় অন্তরের, বাহিরের গুরুরূপে রূপান্তর, ভাবাবেশে নিশ্চিত ভাবে উপলব্ধি করার যোগ্যতা অনেক সাধকই লাভ করেন। এমনও দৃষ্টান্ত দেখা যায়, যেখানে অন্তরের এই রূপান্তর, এমন গভীরভাবে ঘটিয়াছে যে, সাধকের দেহ পর্যন্ত শ্রীগুরুর দেহের আকারে পরিবর্তিত হইয়াছে; সে পরিবর্তন এমন সুস্পষ্ট যে বাহিরের লোকের চক্ষুতেও অনায়াসে ধরা পড়ে। সর্বোপরি, শিষ্যের শ্রীগুরুতে আত্মসমর্পণ যে পরিমাণে সুসিদ্ধ হয়, সেই পরিমাণে বাহিরের লোকের দৃষ্টিতেও তিনি 'গুরু' হইয়া যান। যিনি শিষ্যরূপেই বাড়িতেছিলেন, লোকে তাঁহাকেই 'শিষ্যস্তেঽহং' বলিয়া শ্রীগুরুরূপে বরণ করে। শিষ্যে শ্রীগুরু জীবন্ত হইয়া জাগরিত হন বলিয়াই না এমন লোক-ব্যবহার সম্ভবপর হয়?

আমাদের দেশে গুরু-বরণের যে নানাবিধ শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা আছে, তাহা বিভিন্ন লোকের জ্ঞানাধিকারের তারতম্যানুযায়ী এই অন্তর বিনিময়েরই বিজ্ঞানলব্ধ কৌশল। যাঁহাকে সত্যসত্যই বাহিরে দেখিতেছি বলিয়া বোধ হইয়াছিল, তাঁহাকেই যখন অন্তরেরও অন্তরতম বলিয়া অনুভব হয়, যাঁহাকে পর ভাবিয়াই সম্পর্ক আরম্ভ করা হইয়াছিল,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহাকেই যখন নিজের বৃহত্তর প্রাণ বলিয়া নিঃসংশয়ে চেনা যায়, তখন মানুষের মনোরাজ্যে এক অভূতপূর্ব বিপর্যয় ঘটিয়া উঠে। স্বীয় জীবনের যাবতীয় মনোভব-জ্ঞান, যাহারা এতকাল সত্যের আসনেই সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহাদের ভিত্তিমূল নিদারুণরূপে শিথিল হইয়া যায়। অন্তর বলিয়া, বাহির বলিয়া, নানা বহু বলিয়া, অন্য ভিন্ন পর বলিয়া, জ্ঞানের যে যোগসূত্র বা পংক্তিবিভাগ রচিত হইয়াছিল, তাহা ক্রমশঃ মিলাইয়া যাইতে থাকে। বিশ্বব্যাপী পরম পদের যেমন অর্থ করিয়া বহু পদার্থপূর্ণ বিচিত্র জগৎ-বোধ রচিত হইয়াছিল, তাহা সমস্তই অনর্থ বলিয়া বোধ হইতে থাকে; অনিবার্য জ্ঞানপিপাসা, আকুলতাময় সত্য জিজ্ঞাসা হইয়া জাগিয়া উঠে—নূতন করিয়া বিশ্বদর্শনের জন্য অন্তরে বাহিরে যাহা কিছু 'আছে' বলিয়া অনুভূত হয়, তাহাদের সকলকেই যথার্থ ভাবে জানিবার জন্য তখন আরম্ভ হয়, গুরুকৃপায় প্রাপ্ত, নবলব্ধ চক্ষুতে-সর্বদর্শন। শ্রীগুরুর পদতলে বসিয়া, তাঁহার প্রত্যক্ষ সহায়তায় আত্মদর্শন ও তত্ত্বদর্শন, শাস্ত্রার্থ নির্ণয়—ইহাই হয় প্রকৃত স্বাধ্যায়। আত্মজ্ঞানের, তত্ত্বজ্ঞানের পথে এইরূপেই আরম্ভ হয় প্রকৃত ব্রহ্মচর্য। অহং কর্তৃত্বে মনোযোগ সহায়ে যেখানে লাভ হইত আমার জ্ঞান, সেখানে শ্রীগুরুর নেতৃত্বে বুদ্ধিযোগ সহায়ে শ্রোতব্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয় তাঁহার কথা, মন্তব্য হয় আমি-জ্ঞান এবং লব্ধব্য হয় ভূমানন্দ।

এমন করিয়া শ্রীগুরু সহায়ে জ্ঞানপথে চলিতে চলিতে কি ঘটে, সে কথা গুরুরূপী শ্রীভগবান নিজেই বলিয়াছেন :—

"যজ্ জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব।
যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথোময়ি॥"

জ্ঞান লাভ করিয়া হে অর্জ্জুন (অতএব হে মানব), তুমি অসম্যক্ জ্ঞানজনিত যাবতীয় মোহের হাত হইতে মুক্তিলাভ করিবে। এখন যেমন অন্ধকারে ভ্রান্তমতে থাকিয়া, ভ্রান্ত পথে বিচরণ করিতেছ, তেমন দুর্দশা আর তোমার জীবনে কখনই ঘটিতে পারিবে না। জ্ঞানের ফলে আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত এই বিরাট জগৎ নিঃশেষে তোমার আত্মবোধের অন্তর্গত হইয়া যাইবে। তার পরে, এই সর্ব-মহত্ব-মণ্ডিত তুমি, সর্বান্তর্যামী 'আমি'র অন্তর্নিবিষ্ট হইবার অধিকার লাভ করিবে।

এইরূপে একদিন সাধক শ্রীগুরুকে যেমন নিজের সত্য প্রাণ জানিয়া কৃতার্থ হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল, তেমনি করিয়া গুরুকৃপায় সমগ্র জগতকেই নিজের প্রাণ বলিয়া, যাহা কিছু সমস্তকেই আত্মবোধের অন্তর্গত বলিয়া বুঝিয়া মানব জীবনকে সর্বরূপে সার্থক করিয়া ধন্য হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এখানে 'মনোযোগ' এবং 'বুদ্ধিযোগ' সহায়ে জ্ঞান আহরণের ব্যাপারে, আরম্ভে প্রয়োগ কৌশলের যে তফাৎ থাকে এবং পরিণামে জীবনের সার্থকতা লাভের যে সবিশেষ তারতম্য ঘটে, তাহা আরও একটু সুস্পষ্ট করিয়া বলা প্রয়োজন মনে করি। শ্রীভগবান গীতায় বলিয়াছেন ঃ—

"দূরেন হ্যবরং কর্ম বুদ্ধিযোগাৎ ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ॥"

বুদ্ধিযোগ হইতে কামনামূলক কর্ম অত্যন্তই নিকৃষ্ট। ফলের জন্য কর্মকারী মানুষ স্বভাবে কৃপণ হয়। গীতার ভাষায় 'কার্পণ্য-দোষোপহতস্বভাবঃ'। সেই জন্য, হে অর্জ্জুন, তোমরা বুদ্ধিতে আশ্রয় গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হও।

তিনি বলিয়াছেন, "যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ"—যজ্ঞবোধে নিষ্পন্ন না হইলে জগতের যাবতীয় কর্মই বন্ধনমূলক। তাই তিনি মানবকল্যাণকামী হইয়া উপদেশ দিয়াছেন, "তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর"—আসক্তিশূন্য হইয়া তুমি ব্রহ্ম উদ্দেশ্যে কর্ম কর। একদিকে যেমন ফলাসক্তিযুক্ত কর্মমাত্রই বন্ধনের হেতু, অন্যদিকে তাঁহার উদ্দেশে কৃত লৌকিক দৃষ্টির ভাল বা মন্দ যাবতীয় কর্মই (যৎ করোষি—যাহা কিছু কর) যজ্ঞপদবাচ্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ফলমূলক কর্মে মানুষের স্বভাব হয় সঙ্কীর্ণ, জীবন হয় বন্ধনময়। বুদ্ধিকে আশ্রয় করিলে কি হয় সে সম্বন্ধে ভগবান বলিয়াছেন :—

'বুদ্ধ্যাযুক্ত যয়া পার্থ কর্মবন্ধং প্রহাস্যসি'।

বুদ্ধিযোগ অবলম্বন করিলে বুদ্ধিসহায়ে একদিন তুমি কর্মের যাবতীয় বন্ধন প্রকৃষ্টরূপে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইবে। বুদ্ধিযোগ কর্মের বন্ধনপ্রবণতা দূর করিয়া কর্মে ব্রহ্মপরতন্ত্রতা প্রতিষ্ঠিত করিবে। বুদ্ধি, বিষয়াসক্তির ফলে নানা বহু রূপে বিলসিত না হইয়া, আস্তিক্যবোধে 'একা' হইবে। মনের সংশয়ের রাজ্যে বুদ্ধির নিশ্চয়তা দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইবে। জগৎ চাঞ্চল্য অতিক্রম করিয়া বুদ্ধি যখন স্থির সমাহিত হইবে, ভগবান বলিয়াছেন, 'তদা যোগং অবাপ্স্যসি'—তখনই মানুষ যোগলাভ করিবে।

পূর্বোক্ত সমস্ত কথাই শ্রীভগবানের গুরুভাবের কথা। সেই হিসাবে গুরুতত্ত্বে প্রবেশার্থীর পক্ষে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে অনুধাবন যোগ্য।

মানবের জীবনপ্রবাহ তাহার জন্মাবধিপ্রাপ্ত দুইটি মূল অভিজ্ঞতাকে আশ্রয় করিয়াই অগ্রসর হয়। একদিকে তাহার 'আমি আছি' এই স্বতঃপ্রকাশ বোধ, অপর দিকে তাহার জগৎসম্বন্ধীয় জ্ঞান। মানুষের পক্ষে 'আমি আছি' এই বোধের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চেয়ে সুপ্রত্যক্ষ এবং সংশয়াতীত সত্য জ্ঞান আর দ্বিতীয় নাই। কিন্তু তবুও মানুষের জাগতিক ক্রিয়াকর্মে বা তাহার সযত্ন-আহৃত জ্ঞানে বিজ্ঞানে এই মহৎ জ্ঞানের উপর প্রত্যক্ষভাবে কোন নির্ভরতা নাই। যদিও বাঁচিয়া থাকার যে প্রবল প্রেরণা তাহার সর্ব কর্মপ্রচেষ্টা ও জ্ঞানান্বেষণের মূলে, প্রকৃতপক্ষে তাহা এই 'আছি' বোধকেই অফুরন্ত করিয়া পাইবার জন্য—তবুও অস্তিত্ব রক্ষার এই আজীবন চেষ্টায় 'অস্তি'কে তাহার কোন কাজেই লাগে না। যাঁহার আলোকে না দেখিলে জানাই হয় অসিদ্ধ, সর্বজ্ঞানে তিনিই রহেন উপেক্ষিত। যাঁহার তৃপ্তি না ঘটিলে ভোগ শুধু চেষ্টা মাত্রে পর্যবসিত হয়, মানুষের জগৎ ভোগ ব্যাপারে তিনিই থাকেন অনিমন্ত্রিত।

জীবনযাত্রার গতিপথে মানুষের সবচেয়ে বড় ভরসা এই জগতের দিকে। তাহার দেহ যথাসম্ভব নিশ্চিত আশ্রয় অনুভব করে মাটির বুকে। মানুষের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা গড়িয়া উঠে জগতের বস্তু এবং ব্যক্তির অভিমুখী হইয়া। মানুষের ইন্দ্রিয়, জগতের স্পর্শ লেখাই বেশি করিয়া অনুধাবন করিতে পারে। জগতের উপাদান লইয়াই তাহার কর্ম-ক্ষমতা প্রকাশমান থাকিতে পারে। মন, জগতের ভাষায় রূপান্তরিত না করিয়া কোন কিছু বুঝিতে জানে না। জগতে জ্ঞানের আহরণ এবং কর্মশক্তির উন্মেষ সংঘটনে মনই মানুষের সর্বপ্রধান যন্ত্র।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিগত ঘটনাকে স্মৃতিশক্তি সহায়ে বর্তমান করিয়া, ভবিষ্যতকে কল্পনাসহায়ে প্রত্যক্ষবৎ করিয়া, প্রাপ্ত অভিজ্ঞতাকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া, যথেচ্ছ নব নব সমাবেশ রচনা করিবার মানসিক সামর্থ্যই জীবনযুদ্ধে জীবসমাজে মানুষকে সর্বশ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করে। কিন্তু মনন শক্তির এই অতি ব্যাপক যাবতীয় শক্তিও জাগতিক ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত। মাটির ছোঁওয়া না থাকিলে, তেমন বিষয় মনের পক্ষে অস্পৃশ্য।

মন, জগতকে এবং জগতের অন্তর্গত আর যা কিছু সকলকেই বাহিরে বলিয়াই জানে। তাহা হইতে অন্য এবং ভিন্ন বলিয়াই মনে করে। জগৎ যে নিত্যই পরিবর্তনশীল —সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ই যে জগতের অবিরাম নৃত্যের ছন্দ ইহাও সে ক্রমে বুঝিতে পারে; কিন্তু তবুও মন-মাত্র সম্বল মানুষ জীবন-ব্যাপী অক্লান্ত চেষ্টায় এই বাহিরকেই তাহার আপন ঘর করিতে চাহে, চির চঞ্চলতাকেই সে স্থায়ী সম্পদরূপে প্রাপ্ত হইতে চাহে। জানার চেষ্টায় পুনঃপুনঃ ব্যর্থকাম হইয়াও, জ্ঞানের নামে নিত্য অসম্যক্ জ্ঞানকেই গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াও, স্বীয় গ্রহণ-যন্ত্রের ত্রুটির সম্ভাবনার কথা, মনের স্মরণেই আসে না। মনের জ্ঞান লাভের প্রচেষ্টা আরম্ভ হয় অংশকে স্বীকার করিয়া, পরিচালিত হয় ভেদমূলক হইয়া। আহৃত জ্ঞান সঞ্চিত, সুসজ্জিত হয় ভাগ বিভাগ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া, জ্ঞানের পূর্ণতা সম্পাদনের চেষ্টা করা হয় অসম্পূর্ণ বস্তুকে জোড়া দিয়া। এ হেন প্রচেষ্টা মানব জীবনের নানা জটিলতার সমাধান না করিয়া নব নব কুটিল গ্রন্থির সৃষ্টি করিবে, ইহাতে আর আশ্চর্য কি? তবে আশ্চর্য এই যে স্ব স্ব জীবনের এই প্রত্যক্ষ অক্ষমতাকে সহজ বুদ্ধিতে স্বীকার করিয়া লইতেই মানুষের কত কত জন্ম কাটিয়া যায়।

জগতের সঙ্গে সর্বদিকে একটা বোঝাপড়া করিয়া, যথাপ্রাপ্ত জ্ঞানকেই যথেষ্ট বিবেচনায় মানিয়া চলিলেই জীবন যদি সুখাবহ হইত, তবে আর এ সম্বন্ধে বলিবার কিছুই থাকিত না। জগৎ-সর্বস্ব হইয়া স্ব স্ব মনগড়া জগতে বাস করিতে করিতে যথাকালে মানুষ দেখিতে পায় যে, যে অভাব দূর করার জন্যই তাহার সর্ব কর্মপ্রচেষ্টা—সে অভাব কমে নাই, দিনে দিনে সর্বদিকে বাড়িয়াই চলিয়াছে—বাঁচিবার অদম্য চেষ্টা মৃত্যুভয়ের মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া ছায়ার মত জীবনের পিছনে লাগিয়াই রহিয়াছে—যে অসীম সুখের অধিকার লাভের জন্যই জীবন ধারণ, সেখানে মানুষ দেখিতে পায় ভাণ্ডারে সঞ্চিত হইয়াছে বহু কষ্টে অর্জিত খণ্ড খণ্ড সুখ, যেগুলি মেঘ-ঢাকা সূর্যের মত দুঃখের আতঙ্কে সদা ম্লান থাকিয়া প্রায় 'নাই নাই' হইয়াই কোনরূপে টিঁকিয়া আছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুকৃতিবশে ভাগ্যবান যে মানুষের সর্ব কর্ম দিয়া সযত্নে গড়া এই নিজ মূর্তি নজরে পড়ে, সেই হৃদয়ভেদী আর্ত চীৎকারে গগন পবন প্রকম্পিত করিয়া বলে, 'ত্রাহি', 'ত্রাহি'। অমনি ধ্বনির প্রতিধ্বনির মত আকাশে জাগিয়া উঠে শাশ্বত সান্ত্বনা, 'মাভৈঃ, মাভৈঃ', এই যে আমি।

জগতে নিবদ্ধদৃষ্টি মনোরাজ্যেই বিচরণক্ষম মানুষও ত তাহার জীবনব্যাপী চেষ্টা দ্বারা জ্ঞানে অজ্ঞানে তাহার সহজাত অভাব-বোধ বিদূরণের তপস্যাতেই নিযুক্ত রহিয়াছে, জ্ঞানান্বেষণই ত তাহার সর্ব কর্মপ্রচেষ্টার মূলে। মানুষমাত্রই ত সুখশান্তির একনিষ্ঠ সাধক। ইহা সত্ত্বেও তাহার বিশ্বব্যাপী কর্মপ্রচেষ্টা এমন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় কেন? অভাব, অভিযোগ, দুঃখ, অশান্তি আরো সীমাহীন হইয়া নিষ্ঠুর মূর্তিতে তাহার জীবনে সমুদিত হয় কেন? জগতে মানুষ তাহার কর্মে ও জ্ঞানে নিজেকে ছোট করিয়া রাখিতেই নিরত বলিয়া; ভগবান মানুষকে তাঁহার নিজের মত বড় হইবার জন্যই গড়িয়াছেন।

দেহে প্রাণ সঞ্চার হইলেই জীবন যদি সার্থক হইত, তবে আর ইন্দ্রিয়শক্তি সমন্বিত অধিকতর সমৃদ্ধিসম্পন্ন জীবনের উদ্ভব সম্ভবপর হইত না। দেহেন্দ্রিয়ই যদি জীবনের চরম শোভা বলিয়া পরিগণিত হইত, তবে আর মনন শক্তির এত বড় সমৃদ্ধি জগৎ-শ্রী রূপে দেখা যাইত না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশ্বমানবের সমবেত মনের অবদানে প্রাপ্ত মানবভোগ্য সুখ যখন অল্প বলিয়া প্রতিভাত হয়, মানুষ যখন ঋষির সুরে সুর মিলাইয়া অকপটচিত্তে বলিতে পারে, 'নাল্পে সুখমস্তি', অল্প সুখ সুখস্বরূপে মানুষের ভাগ্যে সত্য হইয়া থাকে না— 'যে হি সংস্পর্শজা ভোগাঃ দুঃখযোনয়ঃ এব তে', ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য (মনের অঙ্কে লালিত পালিত) সুখ, দুঃখেরই জনক—তখনি মানবের বুকে বুকে রচিত হয় ভূমা সুখের চির আসন। শ্রীগুরুরূপে ভগবানের আবির্ভাব মানবের হৃদয়ে হৃদয়ে এই সুখাসনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য; দুঃখবিমুক্ত অন্তহীন সুখকে মানব-জীবনে সহজলভ্য করিবার জন্য। মানব-জীবনে এই সৌভাগ্যসোপান রচনা করিবার জন্য শ্রীগুরু প্রদত্ত কৌশলই বুদ্ধিযোগ।

জগৎভোগে ব্যর্থকাম মানুষের জীবনভরা আর্তি, সত্যই তাহার দুঃখের সূচক নয়; ইহা তাহার জীবনের অবশ্যম্ভাবী পরম সৌভাগ্যেরই দ্যোতক। ক্রীড়ারত শিশুকে জোর করিয়া পরম স্নেহে বুকে তুলিয়া নিলে মায়ের আচরণে যে নিষ্ঠুরতা এবং অবোধ শিশুর যে বেদনা লোকচক্ষে দৃষ্ট হয়, জাগতিক সুখ হইতে পরমার্থিক সুখে উন্নীত হইবার পথে মানুষের দুঃখ এবং স্বস্তিতে দৃষ্ট কাঠিন্য অনেকটা সেই জাতীয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেহেন্দ্রিয় মন সহায়ে মানুষ জগৎ সম্বন্ধে যে জ্ঞান অর্জন করে, তাহাই জগতের সত্য পরিচয় নহে। জগতের স্বরূপ-জ্ঞানলাভের যোগ্যতা মনের নাই। 'বাচো যত্র নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ'। জগৎরূপে যে মহাশক্তি অনন্তমুখী গতিপ্রবাহরূপে মানব-জীবনকে নিরন্তর আলোড়িত করিয়া সদা প্রবাহিত হইতেছে, সেই স্পর্শসংঘর্ষের ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ারূপে প্রতি মানব-জীবনের অন্তর্নিহিত অনাদিকালসঞ্চিত সুপ্ত জগৎবীজ জগৎনৃত্যের তালে তালে জগদাকারে আকারিত হইয়া উঠিতেছে। বাহিরের মাটি জল আলো বাতাসের বিশিষ্ট স্পর্শ যেমন বীজাভ্যন্তরস্থ বৃক্ষকে নামরূপে ফুটাইয়া তোলে, বহির্জগতের বিচিত্র স্পর্শও তেমনি সর্ব মানবের অন্তরে অন্তরে তাহাদের স্ব স্ব অন্তর্জগতকেও তেমনি রূপে রসে শব্দে স্পর্শে ব্যক্ত করিয়া তুলিতেছে। এক দিকে 'ভব' রূপে বিরাট বিশ্ব রচিত হইতেছে, অপর দিকে মানবের মনে মনে 'অনুভব' রূপে অনন্ত কোটি জগৎ সৃষ্ট হইয়া চলিয়াছে। এই জগৎজ্ঞানে মানুষের অন্তর্জগৎ সম্বন্ধে ঘটে প্রত্যক্ষ অনুভূতি। বহির্জগৎ সম্বন্ধে তাহার লাভ হয় আনুমানিক জ্ঞান। এই অন্তর্জগৎ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষতা এবং বহির্জগৎ সম্বন্ধে অনুমান লইয়াই তাহার সমগ্র জগৎজ্ঞান বিরচিত। একদিকে যে সত্য জগৎশক্তিরূপে প্রকাশিত হইতেছে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অপরদিকে সে সত্য 'আমি' 'আমি' বোধরূপে প্রকাশিত হইতেছে—সত্যের এই উভয়মুখী প্রকাশের কোনটার সঙ্গেই তাহার জীবন্ত যোগ নাই। কাজেই তাহার সর্ব কর্মই নিষ্পন্ন হইতেছে সত্যসংস্রব বর্জিত হইয়া শিবহীন যজ্ঞরূপে ; তাহার প্রতিকর্মেই শক্তি অনাদৃত, চৈতন্য উপেক্ষিত। ফলে তাহার দক্ষতাময় জ্ঞানকর্মের জীবনব্যাপী তপস্যায় সুখের চেয়ে দুঃখ, মঙ্গলের চেয়ে অমঙ্গলই বেশি ঘন হইয়া দেখা দেয়। এই অনাচারেরই প্রকৃষ্টতম প্রতিকার বুদ্ধিযোগ,—যাহার একমাত্র প্রয়োগকর্তা বোধময় শ্রীগুরু।

মনের জ্ঞানগ্রহণ বিষয়ক এই সসীমতা ও অক্ষমতা বুদ্ধিতে নাই। সপ্রকাশ বুদ্ধি স্বভাবতই সর্বগ্রাহী। বুদ্ধি তাহার বিষয়মাত্রকেই বোধময় করিয়া বিশিষ্টভাবেও গ্রহণ করিতে পারে। সৃষ্টির যাবতীয় বৈশিষ্ট্য নিঃশেষে নিরাকরণ করিয়া বিশুদ্ধ সত্তামাত্ররূপেও স্থিতিলাভ করিতে পারে।

জগতের যে কোন স্থানে, অন্তরে বা বাহিরে, যাহা কিছু 'আছে' বলিয়া পরিদৃষ্ট হয়, তাহা সমস্তই বোধময়। জগৎ বলিয়া, বিশ্ব বলিয়া, যাহা কিছু মানুষের জ্ঞানগম্য হয়, তাহা সমস্তই চৈতন্য হইতে উদ্ভূত, চৈতন্যের দ্বারাই ধৃত, পরিপুষ্ট এবং কালক্রমে চৈতন্যেই লীন হয় ও হইবে। চৈতন্য বলিয়া, জড় বলিয়া, যে ব্যবহারিক জ্ঞানের ভাগ বিভাগ, তাহা মূলতঃ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সত্য নহে। চৈতন্য ও জড় যদি সত্যই আলাদা বস্তু হইত, তাহা হইলে পরস্পরের যোগাযোগ হইত সর্বথা অসম্ভব ব্যাপার। জড় যে চৈতন্যের কাছে স্বীয় অস্তিত্বের সংবাদ পৌঁছাইতে পারে, চৈতন্য যে জড় বস্তুকে কোন কিছু বলিয়া জানিতে বুঝিতে পারে, তাহা সম্ভবপর হইয়াছে, মূলতঃ উভয়ে সমধর্মী বলিয়া।

অন্তরের 'আমি' বোধ যেমন স্বীয় আলোকেই নিজেকে নিজের কাছে প্রকাশিত করিয়া রাখিতেছে, অন্যের কাছেও স্বীয় অস্তিত্বের ঘোষণা করিতেছে, জগতে "আছে" বলিয়া প্রতীত যে কোন বস্তুই তেমন নিজ নিজ সত্তা সম্বন্ধীয় পরিচয় স্বীয় অন্তর্জ্যোতি দ্বারাই সর্বত্র প্রকাশিত করিয়া রাখিতেছে। যদিও মনে হয় যেন মানুষ তাহার স্বীয় চেষ্টা দ্বারাই নিরন্তর তাহার জ্ঞানভাণ্ডার বৃদ্ধি করিতেছে, তবুও ইহাই প্রকৃত অবস্থা যে জ্ঞেয় বস্তুর সত্তা সম্বন্ধীয় নিজের প্রদত্ত সংবাদই জগতে জ্ঞানের আদান প্রদান আদৌ সম্ভবপর করিয়া রাখিয়াছে। সকলেই সকলের অস্তিত্বের বারতা ব্যক্তিবস্তুনির্বিশেষে সকলকেই জানাইয়া দিতেছে এবং সকলেরই অস্তিত্বের ঘোষণা স্ব স্ব অন্তরে অনবরত গ্রহণ করিতেছে। দর্পণের বুকে দৃশ্যের মত সকলেরই বুকে সকলের বারতা উঠিতেছে ফুটিতেছে। সমুদ্রের বুকে জলবিন্দুর মত পড়িয়া, মিশিয়া মহত্ত্বলাভ করিতেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিন্দু যেমন সিন্ধু হয়, ব্যষ্টিবোধও তেমন সমষ্টিবোধে জমাট বাঁধিয়া উঠিতেছে। এ সমস্তই সম্ভবপর হইতেছে, এক দিকে বোধের অকুণ্ঠ সর্বগ্রাহিতার জন্য, অপরদিকে বোধের অন্তর্নিহিত অবাধ ব্যাপকত্ব ধর্মের জন্য।

মানুষ ব্যবহারিক জগতে জ্ঞান লাভ করে দুইটি বিশেষ উপায় অবলম্বন করিয়া। এক মন ইন্দ্রিয় সহায়ে, আর বুদ্ধি সহায়ে। মন ইন্দ্রিয় সহায়ে যে জ্ঞান লাভের পদ্ধতি, তাহারও মূলে রহিয়াছে, উভয়মুখী বোধের সহায়তা। একদিকে জ্ঞেয় বস্তুর অস্তিত্ব জ্ঞাপক বোধময় ঘোষণা, অপর দিকে জ্ঞাতার আপনাতিরিক্ত এই অস্তিত্ব সম্বন্ধীয় সহজ অনুভূতি। অস্তিত্বজ্ঞাপক এই যুক্ত বোধের উদ্বেলনকে ভিত্তি করিয়াই মনের জ্ঞানান্বেষণ ক্রিয়া চলিয়া আসিতেছে এবং জ্ঞানলাভের সর্বস্তরেই সর্বব্যাপী অন্তহীন বোধসমুদ্রের বুকে অবস্থিত থাকিয়াই মনের যাবতীয় জানাজানি সম্ভবপর হইতেছে। বোধকে ভিত্তি করিয়া বোধবক্ষে লালিত পালিত হইয়াই যদিও মানসিক জ্ঞানের অগ্রগতি ও বিস্তার সম্ভবপর হইতেছে, তবুও বহির্মুখী মনের অন্তর্মুখী বোধের প্রতি শ্রদ্ধা বা কৃতজ্ঞতার ভাব স্বাভাবিক নয়, বরং একটু সমৃদ্ধ হইলেই বোধকে ভাববিলাস মাত্র ভাবিয়া উপেক্ষা করিতেও মনের কুণ্ঠা নাই। স্বীয় আশ্রয় সত্তাতেই আস্থাহীন, গতি প্রকৃতিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্বদা বহির্ম্মুখ, খণ্ডজ্ঞানে নির্ভরশীল, ভাগবিভাগেই অভ্যস্ত, দৃষ্টিতে সর্বদিকেই সীমাবদ্ধ, মনের পক্ষে ভূমা জ্ঞানলাভ কোন প্রকারেই সম্ভবপর নয়। যে কালে যে কোন দেশেই মানসিক জ্ঞান দ্বারাই ব্রহ্মজ্ঞান লাভের চেষ্টা হইয়াছে, সেখানেই ভগবান নাই বলিয়া, কিংবা থাকিলেও তিনি মানব-জ্ঞান-গণ্ডীর বাহিরে বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছেন। শ্রীগুরু তাঁহার উজ্জ্বল জ্ঞানের আলোকে শিষ্যকে ভূমাজ্ঞানলাভে মনের এই অক্ষমতা কিরূপ এবং কেন তাহা সম্যক্‌ভাবে বুঝাইয়া দিয়া শ্রীভগবানে যোগ লাভের জন্য বুদ্ধিকেই একান্তভাবে আশ্রয় নিতে উপদেশ দেন। বিশ্বগুরুরূপে ভগবান গীতায় বলিয়াছেন, "বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ।" তিনি বলিয়াছেন, "বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব।" হে অর্জ্জুন, তুমি বুদ্ধিরই শরণাগত হইতে ইচ্ছা কর, বুদ্ধিযোগ আশ্রয় করিয়া মদ্গতচিত্ত হও। বুদ্ধিযোগ—বুদ্ধি দ্বারা বুদ্ধির বুদ্ধিতেই যোগ।

সাধনরাজ্যে যোগ বলিতে মানুষ কত বিভিন্ন ধারণাই না পোষণ করিয়াছে ও করিতেছে। গীতায় ভগবান যোগ বলিতে কি বুঝাইতে চাহেন তাহা তিনি নিজেই বলিয়া দিয়াছেন। 'সমত্বং যোগ উচ্যতে'—সমান হওয়ার নাম যোগ। সবিশেষ বা নির্বিশেষ যাহা যোগের লক্ষ্য, সর্বপ্রকারে তৎধর্মী হওয়ার নাম যোগ। শ্রীভগবানের ভাষায়, "মম স্বাধর্ম্ম্যমাগতাঃ।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মন তাহার বিষয়বস্তু হইতে নিজেকে আলাদাই রাখে, বিষয়বস্তুকে দূরেই দেখে। কাজেই মনের পক্ষে কোন বস্তুর সঙ্গে একেবারে সমান হইয়া যাওয়া স্বভাবতই সাধ্যাতীত। মন বড় জোর দূরত্ব কমাইয়া ঘনিষ্ঠতা লাভ করিতে পারে—সমান হওয়া তাহার স্বধর্মবিরোধী। কাজেই মন স্ব-ক্ষমতায় যোগ লাভে অনধিকারী।

অপরদিকে বুদ্ধির ধর্ম ঠিক ইহার বিপরীত। বুদ্ধি তাহার বিষয়বস্তুকে তদাকারে আকারিত করিয়া বোধ করে। বুদ্ধির জানা অর্থই হওয়া—জগতের যে কোন বস্তু মানুষের বোধগম্য হয় তাহার প্রতি বোধে বোধেই বুদ্ধি বিষয়বস্তুর আকারে আকারিত হইয়া চলিয়াছে, এইরূপে বুদ্ধি সর্ববস্তুর সঙ্গে সমরূপতা গ্রহণ করিতেছে। অপরদিকে এই নানা বিচিত্র বোধরূপকে বুদ্ধি একই বুদ্ধির বিভিন্ন রূপ বলিয়া বোধ করে এবং বাহ্যিক এই বোধবৈচিত্র্য সত্ত্বেও সর্ববস্তুই যে সত্তা হিসাবে সমান, বুদ্ধির ইহাই হয় নিঃসংশয় সিদ্ধান্ত। এই জন্যই সমদৃষ্টিলাভের জন্য, নানা বহু রূপে দৃষ্ট সর্ববস্তুর অন্তরের সমতাকে অনুভবগম্য করিবার জন্য, বুদ্ধিই হয় মানুষের অনন্য আশ্রয়।

মন যেমন বাহিরকেই জানে এবং বাহির বলিয়াই জানে (যদিও সর্বক্ষেত্রেই অসম্যক্‌ভাবে), কেবল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বস্তুমাত্রকেই জানে, বোধের তেমন কোন সীমাবদ্ধতা নাই। কি অন্তরে, কি বাহিরে, কি চৈতন্যে, কি জড়ে, সর্বত্রই বোধের অবাধ গতি। বোধময় জগতে এই বোধশক্তির বুকেই রহিয়াছে সামঞ্জস্য ও সমন্বয়।

মানবজীবনের সৌভাগ্যসূর্যরূপে বোধময় শ্রীগুরু উদিত হইলে, তখনই হয় মানুষের পক্ষে মনের অর্জিত জ্ঞান এবং বুদ্ধিতে উদ্দীপ্ত জ্ঞানের তারতম্য প্রত্যক্ষ ভাবে যাচাই করিয়া লইবার মহা সুযোগ। বাহ্য জ্ঞানের বহু কষ্টসঞ্চিত বিরাট সংগ্রহের উষ্ণ উত্তাপের আওতায় রুদ্ধশ্বাসে জীবন যাপন করিতে করিতে মানুষ যদি একদিন সহজ জ্ঞানের শান্তশীতল অমলিন প্রেমময় আলোর সম্মুখীন হইবার সৌভাগ্য লাভ করে, তখনই আবার মানব-জীবনে জ্ঞানজিজ্ঞাসা নূতন করিয়া জাগ্রত হওয়া অনিবার্য হয়। গর্বোন্নত শির সহজেই বিনত হইয়া সত্য জ্ঞান লাভের যোগ্যতা অর্জন করে।

জগতে নিবদ্ধ-দৃষ্টি, জাগতিক সুখদুঃখকেই জীবনের চরম এবং পরম সুখ জ্ঞানে চলিতে অভ্যস্ত মানুষ যখন ভাগ্যবশে শ্রীগুরুপদতলে আসিয়া উপস্থিত হয়, পরম আশ্রয় জ্ঞানে চরণ আশ্রয় করিয়া "শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নং" বলিয়া কৃপা ভিক্ষা করে, তখন হইতেই শ্রীগুরু মন-ইন্দ্রিয় সহায়ে সংগৃহীত জ্ঞানের অল্পতা ও সীমাবদ্ধতার বিষয় নিজের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমুজ্জ্বল জ্ঞানালোকে নিঃসংশয়রূপে বুঝাইয়া দিয়া শিষ্যকে দিনে দিনে মনের পরিবর্তে বিশেষ করিয়া বোধশক্তি সহায়েই জ্ঞানসংগ্রহের কৌশল শিখাইয়া দেন। মনের পরিবর্তে বোধশক্তি সহায়ে জানিবার কৌশলই বুদ্ধিযোগের প্রয়োগ। বোধে নিমজ্জিত হইয়া জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের যে সমজাতীয় বোধে উদ্বুদ্ধ হওয়া, একাত্মতা অনুভব করা, তাহাই বুদ্ধিযোগ। মনের যে জানার বৃত্তির বুদ্ধি নামে প্রসিদ্ধি, বুদ্ধিযোগের বুদ্ধি সে বুদ্ধি নয়। মানুষের যে সহজাত চৈতন্যশক্তি স্বতঃই নিজেকে জানে এবং "আছে" রূপে প্রকাশিত অন্য যাহা কিছু সমস্তই জানিতে পারে, স্বপ্রকাশ এবং স্বতঃপ্রকাশ ধর্ম, সেই চৈতন্য শক্তিই বুদ্ধিযোগের বোধ বলিয়া অভিহিত। জগতে মানুষের জানার ইচ্ছা অপরিসীম বলিয়া খ্যাত; কিন্তু কার্যতঃ এই অসীম ইচ্ছা মনের জানার সামর্থ্যের মাপেই খণ্ডিত।

যে এক সীমাহীন অন্তহীন চিদাকাশ সকলকে জননীর মত বক্ষে ধরিয়া জাগিয়া রহিয়াছে, 'অস্তি', 'অস্তি', 'অস্তি' মন্ত্রে যাহা কিছু সকলকেই 'আছে' বোধে উদ্বুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, বিশ্বে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় লীলার ভিত্তিস্বরূপে সেই মহান্ সত্য মনের সংগৃহীত জ্ঞানের গণনার মধ্যেই পড়ে না। শ্রীগুরুর চরণতলে জ্ঞানান্বেষণ আরম্ভ হয়, সত্যের অস্তিজ্ঞাপক বোধকে ভিত্তি করিয়া।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জানিলাম 'ভূমি' আছে। ভূমির যে নামরূপাত্মক দিক, ইহা লইয়াই মনের ব্যবহার। মনের ভূমি সম্বন্ধীয় জ্ঞান—ভূমি নামক আকার প্রকারবিশিষ্ট একটি বাহ্য বস্তু, যাহা ভূমি নামক বস্তুর সমজাতীয় কিন্তু আর সর্বপ্রকারের বাহ্যবস্তু হইতে আলাদা। এইরূপ জানার ফলে বস্তু সম্বন্ধীয় যে জ্ঞানলাভ হয়, তাহা দ্বারা ব্যবহারিক জীবনের কিছু কিছু কাজ হইলেও, এরূপ জ্ঞান 'ভূমি' সম্বন্ধীয় সত্যজ্ঞানের একেবারেই অসম্যক্ পরিচয়। শ্রীগুরু বলিবেন—বাহ্যবস্তু বলিয়া প্রতীয়মান বস্তুগুলির যতটুকু দেখা যায়, তাহাকেই ভিত্তি করিয়া ভাগ, বিভাগ, সংযোজন, বিশ্লেষণ দ্বারা বস্তু সম্বন্ধীয় সত্যজ্ঞান কতটুকু পাওয়া যাইতে পারে? ইন্দ্রিয়ের পরিবর্তে যন্ত্রের ব্যবহার করিলেও বস্তুর বহিরঙ্গ বিশ্লেষণ সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতর হইয়া ভাগ বিভাগের মাত্রাই বাড়িয়া যাইতে পারে—তদ্দ্বারা সত্যের উজ্জ্বলতা প্রকাশ কখনই সম্ভবপর হয় না। তৎপরিবর্তে মানুষ যদি বিশেষ বিশেষ বোধকে আশ্রয় করিয়া তৎ তৎ বোধে অবগাহন করিতে, একাগ্রভাবে অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া অবস্থান করিতে পারে, তবে সেই সেই বস্তু সম্বন্ধীয় যাবতীয় জ্ঞান জ্ঞানান্বেষীর বোধে নিঃসংশয়রূপে সত্য হইয়া প্রকাশিত হয়। যেমন প্রত্যক্ষ দৃষ্ট ভূমিখণ্ড—ভাগ বিভাগের দ্বারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভূমি সম্বন্ধীয় জ্ঞান শুধু বর্ণনার দিকেই বিস্তার লাভ করে—কিন্তু ভূমির প্রকৃত সত্তার পরিচয়ের দিকে প্রকাশের চেয়ে অপ্রকাশেরই বেশী সহায়তা করে।

অপর দিকে "ভূমি", "ভূমি", "ভূমি"—বস্তু সম্বন্ধীয় এই যে বোধ, এই বোধে সমাহিত হইলে, ভূমিসম্বন্ধীয় যাবতীয় সত্যজ্ঞান জ্ঞাতার বোধে সমুদ্ভাসিত হইবে। এই বিশিষ্ট বিশিষ্ট জ্ঞানের অবলম্বনে বুদ্ধিযোগের সাধনা কত বিরাট ব্যাপক হইতে পারে, তাহাও শ্রীগুরু পরম সমাদরে শিষ্যকে বুঝাইয়া দিবেন। যাবতীয় বিশিষ্ট বস্তুর আশ্রয়স্বরূপ যে অস্তিত্ব বোধ, কত নানাত্ব বহুত্বকে বুকে করিয়াও বোধে বোধে সমান হইয়া বিদ্যমান—বস্তুর ঐ নাম রূপ অংশে অভিনিবেশ না করিয়া, মানুষ যদি গুরু-উপদিষ্ট পথে, যিনি সত্যস্বরূপে অস্তিরূপে নামরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছেন, অনুশীলনের দ্বারা নাম রূপে আসক্ত না হইয়া অস্তিমাত্র বোধেই অবস্থানের অভ্যাস করেন—তবে তাহার চক্ষুর সম্মুখে সত্যের আবরণহীন সুশুভ্র জ্যোতিঃ শ্রীসত্যদেব মূর্ত্তিতে অনায়াসে প্রকাশিত হইয়া পড়েন।

জাতিধর্ম নির্বিশেষে জগতে সর্ব মানবের অন্তরে যে ঘনিষ্ঠতম 'আমি' 'আমি' 'আমি' বোধ অপ্রতিহত অনির্বাণ জ্যোতিঃ রূপে জাগিয়া রহিয়াছে, শ্রীগুরু বলিবেন, সেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আত্মবোধে অবগাহন করিয়াই মানুষ জ্ঞেয় যাহা, তাহা সমস্তই জানিতে পারে (জ্ঞাতব্যং নাবশিষ্যতে), লব্ধব্য যাহা কিছু সমস্তই লাভ করিতে পারে—'যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ'—যাহাকে পাইলে, মানুষ তদতিরিক্ত আর কোন লাভ যে থাকিতে পারে, তাহা ভাবিতেই পারে না—সর্বপ্রকারেই মানুষের সর্বার্থ সিদ্ধি ঘটে।

যে বোধকে আশ্রয় করিয়াই জগৎ সত্যপদ প্রাপ্ত হইয়াছে, যে বোধের প্রেমময় আবেষ্টনীর মধ্যেই জীবলোক জীবন্ত হইয়া জাগিয়া উঠিয়াছে—মানুষের ব্যবহারিক জীবনে সেই বোধ অবজ্ঞাত, অনাদৃত; জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ হইয়াও অল্পবুদ্ধি মানুষের ঐশ্বর্যতালিকায় নগণ্য। এই বোধকে অজ্ঞানতার মেঘ হইতে মুক্ত করিয়া চির উদীয়মান জীবনসূর্যরূপে প্রতিষ্ঠা করিয়া দিতে একমাত্র শ্রীগুরুই সমর্থ। শ্রীগুরু, বোধেরই প্রেমঘন মূর্তি!

মানুষ ত বাল্যকাল হইতেই বোধের মহিমা কীর্তন শুনিয়া থাকে। মানুষের কি জ্ঞানে, কি কর্মে, কোন প্রাপ্তিই সম্ভবপর নয়, বুদ্ধির অনুমোদন ব্যতিরেকে। বুদ্ধি ব্রহ্মজ্যোতিঃ, বরেণ্যং ভর্গঃ — আত্মদর্শন, ব্রহ্মদর্শন বোধবক্ষেই ঘটিবে। অতীন্দ্রিয় ভগবান বুদ্ধিরই গ্রাহ্য — বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ং। এই যে বুদ্ধি, সেই বুদ্ধিতেই 'আমি' সমুদ্ভাসিত, প্রাণ উদ্বুদ্ধ, মন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গতিচঞ্চল—অহরহ সেই অতুলনীয় মহিমায় অভিস্নাত হইয়াও মানুষ বুদ্ধিমহত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করে না; প্রীতিতে গলিয়া বুদ্ধিতে আত্মহারা হইবার জন্য প্রলুব্ধ বোধ করে না। বোধঘন শ্রীগুরু তাঁহার সর্বাঙ্গেই বোধের আকর্ষণ বহন করেন। মানুষের সাধারণ দৃষ্টিতে বোধে যে ব্যক্তিত্বের অভাব পরিদৃষ্ট হয়, মূর্তবোধ শ্রীগুরুতে সেই আকর্ষণময় ব্যক্তিত্বেরই সুপ্রকাশ ঘটে যেমন শ্রীগুরুতে, তেমনই আস্তে আস্তে নিজ নিজ বোধে।

শ্রীগুরুকে মাতা ভাবিলে মাতা, পিতা ভাবিলে পিতা, বন্ধু বলিয়া বোধ করিলে বন্ধু, সখা মনে করিলে সখাই তিনি হইয়া যান। কাহারো তিনি হয় পিতা, নয় মাতা, নয় বন্ধু, নয় সখা; কাহারো আবার তিনিই একাধারে সব। শ্রীগুরু সান্নিধ্যে বসবাস করিয়া মানুষের একদিন নজরে পড়ে—সে নিজেও আকারে প্রকারে নানা বৈচিত্র্যময় আশ্চর্য্য এক বোধ।

বুদ্ধিযোগ সম্বন্ধে বিশ্বগুরুরূপে শ্রীভগবান গীতায় যাহা বলিয়াছেন তাহা এইখানে বিশেষভাবে স্মরণীয়। তিনি বলিয়াছেন :—

"মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরং
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ।"
"তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকং
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মাম্ উপযান্তি তে।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীভগবান বলিলেন, যাহাদের মনে আমি, প্রাণে আমি, যাঁহারা একে অন্যকে আমার বিষয়ই বুঝাইয়া থাকেন, যাঁহারা নিরন্তর আমার কথা বলিয়া নিজেরা আনন্দিত হন, অন্য সকলকেও সন্তুষ্ট করেন, এই রূপে যাঁহারা সর্বভাবে সতত আমাতেই যুক্ত, প্রীতির সঙ্গে আমারই ভজনে নিরত —তাঁহাদিগকে আমি বুদ্ধিযোগ প্রদান করি, যাহা দ্বারা তাঁহারা আমাকে প্রাপ্ত হন।

শ্রীভগবান বলিলেন—অহং বুদ্ধিযোগং দদামি, যেন মাং উপযান্তি তে। আমার দেওয়া বুদ্ধিযোগের দ্বারাই আমার ভক্তেরা আমাকে প্রাপ্ত হয়। আমি বুদ্ধিযোগ দিই—যাহারা নিয়ত আমার বোধে উদ্বুদ্ধ থাকিয়াও বোধে বোধে এতকাল আমাকেই বোধ করিতে পারিতেছিল না—তাহাদের সেই অক্ষমতা আমি দূর করিয়া দিই—নিজেই তাহাদের বোধে নিজেকে অনুভব করাই, তাহাদের বোধের জ্যোতিঃ উজ্জ্বলতর করিয়া—তাহাদের প্রাণের সঙ্গে আমার প্রাণের যোগ অধিকতর আকর্ষণময় করিয়া। প্রথম কথা, যোগ আমি দিই,—তাঁহার কৃপা ছাড়া কেহ তাঁহাকে পাইতে পারে না। 'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ—যাহাকে তিনি বরণ করেন, সেই তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়। ভক্ত ও ভগবানের মিলিয়া এক হইয়া যাওয়ার নাম যোগ; সাধক যেখানে যোগসিদ্ধির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জন্য নিজেই অহঙ্কারময় হইয়া জাগিয়া থাকে, সেখানে যোগ মূলতঃই অসম্ভব। আমি এবং আমার বলিয়া যাহা কিছু, সমস্তই তাঁহার বলিয়া তাঁহাকে যদি অকুণ্ঠিতচিত্তে সমর্পণ করিয়া দিই, তবেই নিঃস্ব অকিঞ্চন আমাকে তিনি অনায়াসে তাঁহার সঙ্গে মিলাইয়া লইতে পারেন।

দ্বিতীয় কথা, বুদ্ধিযোগ দিই—বোধে ভিন্ন অন্য উপায়ে পরিপূর্ণ যোগ অসম্ভব বলিয়া। মন এবং ইন্দ্রিয় সহায়ে যোগের ফল, বিয়োগ। মনের পাওয়ার অর্থ ই, আলাদা করিয়া বুঝা, অন্য ভিন্ন বলিয়া সজ্ঞানে সাড়ম্বরে স্বীকৃতি। একীকরণ, সমীকরণ-বোধেই সম্ভব। বোধই বস্তু ব্যক্তিকে মিলাইয়া মিলিয়া এক হইয়া যাইতে পারে। অগ্নি যেমন বস্তুমাত্রকেই জ্বালাইয়া পোড়াইয়া অগ্নিময় করিয়া গ্রহণ করে, বোধও তেমন সমস্ত কিছুরই সর্ব বৈশিষ্ট্য বিলীন করিয়া সম্পূর্ণরূপে নিজের মত করিয়া লইতে পারে। যেখানে যোগ হইতে হইবে বোধময়ের সঙ্গে, বোধময় হইয়া, সেখানে যোগ অর্থ ই বুদ্ধিযোগ।

ভগবান বলিয়াছেন—এই যে ভক্তকে বুদ্ধিযোগ দিয়া যুক্ত করিয়া লওয়া, ইহার জন্য সাধকের দিকে প্রয়োজন—তাঁহার ভাবনা হইবে ভগবানময়, প্রাণের আকর্ষণ হইবে শ্রীভগবানে, তিনি বুঝিবেন বুঝাইবেন ভগবানকে, তাঁহার মুখে উচ্চারিত হইবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণকথা—যে কথায় আনন্দ তাঁর নিজের—আনন্দ দেন তিনি সকলকে—এইরূপ মনে প্রাণে বুকে মুখে যাহার ফুটিয়া উঠিয়াছে প্রিয়মিলনের নিরবচ্ছিন্ন ব্যাকুলতা—ভজন যেখানে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে প্রিয়জনের পূজারূপে, এইরূপ যে সমস্ত সাধক-জীবনের ঘটনা—ভগবান বলিলেন, তাঁহাদেরই প্রত্যক্ষ দৃষ্টির সম্মুখে আমি আবির্ভূত হই কৃপাঘন মূর্তিতে—তাঁহাদের অন্তরের সমস্ত অন্ধকার উজ্জ্বলতর আলোকে নিঃশেষে দূর করিয়া দিতে—নিতান্তই আপন জনের মত করিয়া। ভগবান বলিলেন, আবির্ভূত হই—অনুকম্পার জন্য তাঁহার এই প্রকাশ কৃপামূলক — কৃপা হি কেবলং। উদ্দেশ্য অজ্ঞান অন্ধকার দূর করিয়া দেওয়া। নিত্য সহাবস্থান সত্ত্বেও ভক্ত যে অজ্ঞানরূপ অন্ধকারের জন্য ভগবানকে—আমাকে দেখিতে পায় না, সেই আবরণ দূর করিয়া ভক্ত ভগবানের মিলন প্রত্যক্ষভাবে ও নিত্যসিদ্ধ করিয়া দিতে। কিন্তু এই পরিবর্তন আমি সর্বশক্তিমান প্রভুর মত করিয়া ঘটাই না—শিক্ষকের মত করিয়াও ঘটাই না—তেমন করিলে ভক্ত-ভগবানের সম্পর্ক হইত নিতান্তই বাহিরের ঘটনা। এই আবির্ভাব ঘটে আত্মভাবস্থ—আপন জনের মত করিয়া। যে সাধক আমাকে শুধু তাহার অন্তরেই 'নিজ' 'নিজ', 'আপন', 'আপন' বলিয়া বোধ করিত—তাহার দৃষ্টির সম্মুখেই ব্যক্ত অন্তর্যামীরূপে—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আপনার ও আপনরূপে অন্তরের অন্ধকার দূর করিয়া সর্ব বোধে বোধে একাত্মতা প্রদান করিতে।

শ্রীভগবানের যে কৃপাঘন প্রকাশে তিনি পরমাত্মীয়রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া, মানবের অন্তরের অন্ধকার দূর করিয়া দেন, সেই রূপেই তিনি বুদ্ধিযোগপ্রদাতা যোগেশ্বর শ্রীগুরু। এই-ভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই অর্জুন বলিয়াছেন, "মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়াদ্রষ্টুমিতি প্রভো, যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ং"।

অর্জুন বলিলেন, সর্বশক্তিমান প্রভু তুমি—তোমার ইচ্ছায় সমস্তই সম্ভব। আমা কর্ত্তৃক তোমার দর্শন তুমি যদি সম্ভবপর মনে কর, তবে হে যোগেশ্বর, সর্ব-ভূতাত্মা তুমি, তোমাকে আমার দৃষ্টিগোচর করাও।

পরম পরিচিত, নিজবোধসমৃদ্ধ, কৃপাঘন মূর্তিতে সমুদিত, বুদ্ধিদাতা যোগেশ্বরকে লক্ষ্য করিয়াই অজ্ঞাত কাল হইতে কত নরনারী প্রেমার্দ্রচিত্তে নমস্কার করিয়া আসিতেছেন—

"অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া,
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।"

অজ্ঞান অন্ধকারে নষ্টদৃষ্টি সকলকে, জ্ঞানের অঞ্জনশলাকা দ্বারা চক্ষুদানকারী হে গুরো, সেই তোমাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার।

৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীগুরুতত্ত্ব ও গীতা

শ্রীগুরুতত্ত্বে আস্থাবান, গুরুলাভে সমুৎসুক মানুষেরও গুরুগ্রহণ সম্বন্ধীয় ব্যবহারিক ব্যাপারে এক মস্ত বড় সমস্যা দাঁড়ায় এই যে, স্থান কাল পাত্রের তারতম্যানুযায়ী বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন লোকের, বিভিন্ন প্রয়োজনের জন্য বিশ্বগুরু নানাভাবে নানাসাজে নানারূপে প্রকটিত হইয়া রহিয়াছেন —সেই বহুরূপধারী মহাত্মাগণের মধ্যে কে কোথায় আমাকে কৃতার্থ করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, তাহা আমি কেমন করিয়া খুঁজিয়া বাহির করিব ?

এই সমস্যা সমাধানের প্রকৃষ্টতম উপায় শিষ্যত্বের সাধনা।

অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে, সাধকের সাধন সম্বন্ধীয় সংকল্প সুদৃঢ় হইলেই কৃপাঘন শ্রীগুরু নিজে আসিয়া শিষ্যকে ডাকিয়া লন উপযাচক হইয়া শিষ্যের কাছে নিজ পরিচয় প্রদান করিয়া উভয়ের যোগাযোগ অনায়াসসাধ্য করিয়া দেন। সমস্তেরই জন্য এমন ব্যবস্থা হওয়া সম্ভবপর নয়। পূর্ব পূর্ব জন্মে যাঁহাদের শিষ্যত্বের সাধনা পাকা হইয়া রহিয়াছে, তাঁহাদের এ জন্মে আসিয়া গুরু অন্বেষণের জন্য বেগ পাইতে হওয়ার কথা নয়; কিংবা যাঁহাদের গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ পূর্ব হইতেই প্রীতিময় হইয়া রহিয়াছে, তাঁহারা একে অন্যকে নিজেই খুঁজিয়া বাহির করিলেন, কিংবা দেখিয়াই অনায়াসে চিনিয়া ফেলিলেন, ইহা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু এই জাতীয় ঘটনা,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঘটিলে ঘটিতে পারে, কিন্তু মানুষের পক্ষে ইচ্ছামত ঘটাইয়া লইবার সম্ভাবনা নাই।

এক জাতীয় লোক আছেন, যাঁহারা গুরু নির্বাচনকে একটা সমস্যার বিষয় বলিয়াই মনে করেন না। তাঁহারা জানেন, অনেক গুরুই ত রহিয়াছেন; তাঁহাদের মধ্যে পছন্দসই একজনকে বাছিয়া লইলেই হইল। শুধু দেখিতে হইবে তিনি যেন বহুজনবিদিত লোক হন। বহু লোকে যাঁকে জানে না, বা মানে না, তাঁহার গুরুত্ব একটু হাল্কা হওয়ারই আশঙ্কা। অন্যের বুদ্ধির (তাহা যত বেশিই হউক) সহায়তায় নিজের আধ্যাত্মিক জীবনের কর্ণধার নির্বাচন করা চলিতে পারে না। যিনি হইবেন আমার সব চেয়ে প্রিয়, নিকটতম আত্মীয়—যাঁহাকে সম্যক্ আত্মসমর্পণ করা হইবে জীবনের মূল উদ্দেশ্য—তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করার দায়িত্ব, শিষ্যত্ব অভিলাষী ব্যক্তিমাত্রেরই নিজেরই গ্রহণ করিতে হইবে। অথচ সাধনপথে প্রথম প্রবেশার্থীর সঠিকভাবে স্বীয় গুরু নির্বাচনের যোগ্যতা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই না থাকার কথা। সমস্ত ভুল-ভ্রান্তির সম্ভাবনা সম্যক্‌ভাবে এড়াইয়া যথাস্থানে নিঃসংশয়চিত্তে পৌঁছিবার জন্যই শিষ্যত্বের সাধনার ব্যবস্থা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গীতা গুরুতত্ত্বের মূর্ত বিগ্রহ। ব্যবহারিক জীবনে গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ কিরূপ বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া উন্মেষিত হয়, কিরূপ আচার ব্যবহার অবলম্বন করিয়া এই রহস্যময় সম্পর্ক শিষ্য-জীবনে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কি ভাবের সাধনায় এই সম্পর্কের চরম সার্থকতা লাভ হইতে পারে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণার্জুন সম্পর্ক অবলম্বন করিয়া সেই সত্য, সেই তত্ত্ব, যেমন জাগ্রত জীবন্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে, এত বড় রহস্যের তেমন জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত অন্যত্র দৃষ্ট হয় না। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের বুকে দাঁড়াইয়া, জগদ্‌গুরুরূপে শ্রীভগবান সর্ব কালের, সর্ব দেশের, সর্ব মানবের জন্য অভ্রান্ত কল্যাণ-পথের নির্দেশ দিয়াছেন—এ যেমন একদিক —তেমনি সঙ্গে সঙ্গে "ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি" স্বীকৃতিতে— তাঁহার প্রদত্ত উপদেশ যে ভাবে মানুষমাত্রেরই অন্তরে প্রীতির সঙ্গে স্বচ্ছন্দে গৃহীত হইতে পারে, 'চিকীর্ষু লোক-সংগ্রহং' তিনি কর্মের সেই ব্যবহারিক কৌশলও নিরাবরণ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। অর্জুন চাহিয়াছিলেন, মাং শাধি। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের সেই আন্তরিক প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছেন ; অর্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া প্রদত্ত সেই শিক্ষা যে কোন মানুষই গ্রহণ করিতে পারে। যে কেহ অকুণ্ঠিত চিত্তে জগদ্‌গুরুর দেওয়া সেই উপদেশ গ্রহণ করিবেন, তিনিই আদর্শ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শিষ্যরূপে গড়িয়া উঠিবেন, ইহাতে সংশয়ের কোন অবসরই নাই।

শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে পাণ্ডবদের—বিশেষ করিয়া অর্জুনের—আত্মীয়তা ও বন্ধুত্বের অতি-ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বহু পূর্ব হইতেই চলিয়া আসিতেছিল। পাণ্ডবদের উৎসবে ব্যসনে যে কোন কার্যই শ্রীকৃষ্ণসান্নিধ্য না হইলে চলিত না। বহু বিপদের মধ্য দিয়া পাণ্ডবদের জীবন যাপন করিতে হইয়াছে। কিন্তু কোন পাণ্ডবই এ পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন নাই। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে আসিয়াও একমাত্র অর্জুনই তেমন প্রয়োজনীয়তা বোধ করিয়াছিলেন। যদিও ঘটনা হিসাবে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ফলাফল সম্বন্ধে পাণ্ডবদের সকলের সম্পর্কই প্রায় সমান, তবুও শ্রীকৃষ্ণে গুরু-বুদ্ধি এবং তাঁহার শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করার উদ্বেগ একমাত্র অর্জুনের ভাগ্যেই ঘটিয়াছিল।

গুরু-শিষ্য সম্পর্ক মানুষের জীবনের একটি নিতান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার। কোন ঘটনা-বিশেষ উপলক্ষ্য করিয়া ইহার প্রকাশ হইলেও, এই সম্পর্কের মূল কারণ নিহিত থাকে মানুষের অন্তরে, হয়ত বা যাহার জীবনে এত বড় পরিবর্তন ঘটিবে, তাহারও অজ্ঞাতসারে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধক্ষেত্রে আমরা দেখিতে পাইলাম, একই রথোপরি উপবিষ্ট অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ কথোপকথনে নিযুক্ত। অর্জুন নানা যুক্তিতর্কের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ ভগবানকে বুঝাইতে সচেষ্ট যে, এই কুরুক্ষেত্র নামক বীভৎস যুদ্ধ ব্যাপারটা পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় সকল দিক দিয়াই ধর্মবিরুদ্ধ, ন্যায়বিরুদ্ধ এবং নীতিবিরুদ্ধ। এমন ধারা ঘটনার সম্মুখীন হইলে, মানুষের মরিয়া বাঁচার চেয়ে অধিকতর কল্যাণের পন্থা আর কিছু থাকিতেই পারে না। সমস্ত কথাগুলিই অর্জুন জীবন-মরণ সমস্যার গুরুত্ব দিয়াই আলোচনা করিতেছিলেন। আচম্বিতে তাঁহার কথার ছন্দপতন ঘটিল। তিনি 'শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নং' বলিয়া গুরুরূপী শ্রীকৃষ্ণের চরণে নিজেকে সমর্পণ করিয়া দিলেন।

যে মনোভাব লইয়া তিনি এইরূপ কার্যে উদ্যত হইলেন, তাহা তিনি অত্যন্ত নিপুণভাবে নিজ মুখেই বিবৃত করিয়াছেন। গীতার যে মন্ত্রটিতে অর্জুনের তদানীন্তন মনোভাব প্রকাশিত হইয়াছে, আমাদের ঠাকুর বলিতেন, এইটি গীতার চাবি-কাঠি। এই মন্ত্র বলার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের হৃদয় কবাট উন্মুক্ত হইয়া গিয়াছে। জ্ঞানামৃতময়ী গীতার আবির্ভাব সম্ভবপর হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুরুতত্ত্বের দিক দিয়া অর্জ্জুনের এই মনোভাব সদ্‌গুরুলাভের সূচক। যে কোন মানুষের মনে সত্য করিয়া অর্জ্জুনের এই মনোভাব উদ্দীপ্ত হইবে, তিনি অচিরকাল মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ ভগবানকে গুরুরূপে প্রাপ্ত হইবার অধিকারী হইবেন। তিনিই শুনিবার সৌভাগ্য লাভ করিবেন সেই যোগের কথা, যেই যোগ সম্বন্ধে শ্রীসঞ্জয় বলিয়াছেন, "যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ং"।

অর্জুন বলিলেন, "কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ, যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে, শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্"।

অর্জুন বলিলেন, আমার স্বভাব কার্পণ্যদোষযুক্ত, ধর্ম বিষয়ে আমি সম্যক্ মূঢ়চিত্ত, আমার যাহা নিশ্চিত শ্রেয়ঃ, তাহাই আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। তুমি তাহা আমাকে বল। তোমার শিষ্য আমি। একান্তভাবে তোমাকে আশ্রয়কারী আমাকে তুমি শিক্ষা দাও।

কথাগুলি তত্ত্বের গভীরতার দিক দিয়া, দুঃখপীড়িত মানুষের জীবনের প্রয়োজনীয়তার দিক দিয়া, এতই মূল্যবান যে এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা সর্ব দিক দিয়াই বাঞ্ছনীয়। আমরা শ্রীগুরু কৃপা স্মরণ করিয়া মন্ত্রের তাৎপর্য যথাসম্ভব গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্জুন বলিলেন, আমার যে প্রকৃতিকে ভিত্তি করিয়া আমার জীবনের যাবতীয় কার্য নিষ্পন্ন হয়, সেই প্রকৃতির চলনভঙ্গীই সংকীর্ণতামূলক। অধিকাংশ লোক নিজ নিজ কৃত কর্মে সংকীর্ণতার বিদ্যমানতা বুঝিতেই পারে না। কতক লোক আছে, যাহারা তাহাদের কোন কোন কার্যে সংকীর্ণতা প্রকাশ পায় বলিয়া মনে করে। অর্জুন বলিতেছেন যে তাঁহার যাবতীয় কর্মই সংকীর্ণতা-দোষ-দুষ্ট।

প্রকৃতির সীমাবদ্ধতা জীবত্বের স্বধর্ম। অসীম প্রকৃতিকে সসীম করিয়াই জগৎসৃষ্টির লীলায়তন রচিত হইয়াছে। এই জগতে জীবরূপে উদ্বুদ্ধ প্রাণীমাত্রেরই স্বভাবে এই প্রাকৃতিক সীমাবদ্ধতার আধিপত্য বিদ্যমান। সেইজন্যই মানুষমাত্রেরই জ্ঞান, চিন্তা, কর্মে এই সংকীর্ণতার ছাপ নিরন্তর প্রকটিত হইতেছে। এই প্রকৃতিগত সংকীর্ণতার উপর মানুষের যখন নজর পড়ে, তখনই তাহার এই সংকীর্ণতার গণ্ডী কাটাইবার সুযোগ আসিয়াছে বুঝিতে হইবে। মানুষের অন্তর বাহির ব্যাপ্ত করিয়া সদা জাগ্রত এই সংকীর্ণতার বোধই নানাভাবে জীবনের বন্ধন বলিয়া বর্ণিত হয়। বিশেষ করিয়া আমাদের দেশে জীবনের এই বন্ধনের কথা মুখে অনেকেই বলিয়া থাকেন এবং বহু লোকই ইচ্ছায় অনিচ্ছায় সেই কথা শুনিতে বাধ্য হন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi.

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু জীবনের সংকীর্ণতাকে সত্য সত্যই বন্ধন বলিয়া বোধ এবং তজ্জনিত বেদনা অনুভব, খুব কম সংখ্যক লোকেরই আছে। কিন্তু যে কোন ভাগ্যবান মানুষের অন্তরে এই সংকীর্ণতার গ্লানি জাগিয়া উঠিয়াছে, তিনি অচিরকাল মধ্যে যে উদারতা লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

অর্জুন বলিলেন, ধর্ম সম্বন্ধে আমি সম্যক্ মূঢ়চিত্ত। কি ধর্ম, কি অধর্ম, তাহা সুষ্ঠুরূপে আমার জানা নাই। ধর্মে জগৎ বিধৃত। ধর্ম দ্বারাই সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় পরিচালিত। ধর্মই মানবজীবনের একমাত্র সুদৃঢ় নিশ্চিত আশ্রয়। অর্জুন দেখিলেন, তাঁহার এতকালের অভ্যস্ত জীবনের আশ্রয়নীয় বলিয়া গৃহীত যাহা কিছু, সমস্তই যেন তাঁহার নাগালের বাহিরে সরিয়া যাইতেছে। পায়ের তলায় এমন যে সুদৃঢ় ভূমি, তাহাও যেন চঞ্চল হইয়া তাঁহাকে পিছনে ফেলিয়া সম্মুখের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে।

যে ধর্ম রক্ষা করিয়া চলিতে পাণ্ডবগণ জীবনব্যাপী প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন, আজিকার এই যুদ্ধের সম্মুখে সেই ধর্মই বিশেষ করিয়া বর্জনীয় হইয়া উঠিতেছে বলিয়া অর্জুনের মনে হইয়াছে। ন্যায়নীতির আদর্শ উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে। জীবনে টিকিয়া থাকিবার মত নির্ভরযোগ্য আশ্রয় কিছু দেখা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাইতেছে না। সর্ব মানবের নিত্য কালের ধ্রুব আশ্রয়-ধর্ম, যদি তাঁহার সত্য সত্যই থাকিত, তবে এমন অনবস্থা কখনই ঘটিতে পারিত না। অবস্থা দেখিয়া অর্জুনের নিশ্চিত ধারণা হইল, প্রকৃত ধর্মতত্ত্ব তিনি জানেন না। তাঁহার অন্তরে স্বতঃ উচ্ছসিত জিজ্ঞাসার উদয় হইল, ধর্ম কি? আমার প্রকৃত কল্যাণ কি?

তিনি বলিলেন, কি যে আমার কল্যাণ, কি যে আমার অকল্যাণ, তাহা আমি নিশ্চিতরূপে জানি না। মানুষ তাহার সর্ব কর্মের দ্বারা নিজ নিজ বুদ্ধি অনুযায়ী কল্যাণ লাভ করিবার জন্যই চেষ্টা করে। অকল্যাণ লাভের চেষ্টা কেহ করে না। কিন্তু প্রতিনিয়তই মানুষ কল্যাণ লাভ করিতে চাহিয়া অকল্যাণই প্রাপ্ত হইতেছে। অকল্যাণের যেখানে সুনির্ধারিত আশঙ্কা, সেখানেও মানুষ নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে কল্যাণ প্রাপ্ত হইতেছে।

নিজ নিজ জীবনের লাভালাভের হিসাব বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে অভ্যস্ত হইলে, মানুষের এই অভিজ্ঞতাই লাভ হওয়ার কথা, যে কিসে আমাদের প্রকৃত কল্যাণ, তাহা আমাদের মোটেই সঠিকভাবে জানা নাই। সেই জন্যই জীবন ভরিয়া অনেকেই আমরা অভিশাপকে বর বলিয়া প্রার্থনা করি; বরকে অভিশাপ মনে করিয়া, এড়াইয়া চলিতে চাহি। কবির ভাষায়,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই
যাহা পাই তাহা চাই না।

মনুষ্যসুলভ এই অজ্ঞানতার দিকে ভাগ্যবশে অর্জুনের আজ ভাল করিয়াই দৃষ্টি পড়িয়াছে। তিনি বলিলেন—আর আমি নয়—এবারে তুমি আমাকে বল—কিসে আমার চরম কল্যাণ, পরম মঙ্গল—আধ্যাত্মিক ভাষায়, আমার নিঃশ্রেয়সঃ কি? আমি তোমাকে প্রকৃষ্ট রূপে আশ্রয় করিলাম। আমি তোমার শিষ্য। বিপন্ন আশ্রিত শিষ্য আমাকে তুমি শিক্ষা দাও।

বলা হইয়াছে, অর্জুনের এই কথাগুলিতে তাঁহার যে মনোভাব প্রকাশিত হইয়াছে, মানুষ মাত্রেরই এইরূপ মনোভাব সদ্‌গুরুলাভের নিশ্চিত সূচনা।

অর্জুনের প্রথম অভিযোগ জীবপ্রকৃতির স্বভাবসিদ্ধ সংকীর্ণতা সম্বন্ধে। সংকীর্ণতার বেদনা যেখানে আসে নাই, সেখানে উদারতা লাভের সত্য আকুলতা আসিতেই পারে না। উদারতা লাভ করিয়াই জীবন মৃত্যুঞ্জয়ী হয়। সংকীর্ণতা মানুষের জন্য মৃত্যুপথই রচনা করে। অর্জুনের বাক্যে জীবনের এই সংকীর্ণতার বেদনাই বিশেষ করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার অন্তরে উদারতার আকর্ষণ অদম্য হইয়া জাগিয়া উঠিয়াছে।

তিনি বলিয়াছেন, ধর্ম বিষয়ে আমি সম্যক্ মূঢ়চিত্ত। কি ধর্ম, কি অধর্ম তাহা আমি জানি না। স্ব স্ব মনোভাবের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সঙ্গে মিলাইয়া দেখিলেই অর্জুনের এই ধর্ম জানি না কথার প্রকৃত তাৎপর্য কথঞ্চিৎ আমাদের হৃদয়ঙ্গম হইবে।

জ্ঞানের মিথ্যা অভিমানই মানুষের জ্ঞানের প্রসারতা লাভের সব চেয়ে বড় অন্তরায়। মানুষের মধ্যে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী বলিয়া বিখ্যাত, তাঁহারাও যদি নিজেদের জ্ঞানহীন বলিয়া মনে করেন এবং পরিচয় দেন, তাহাতে বিন্দুমাত্রও অযথা বিনয় প্রকাশিত হইবে না। কারণ, সীমাহীন জ্ঞানের অতি সামান্য অংশ মাত্রই মানুষের জ্ঞানগোচর হওয়া সম্ভবপর। যেখানে অসীম অজ্ঞানতাই মানুষের অধিকারের গণ্ডী, সেখানে নিজের কাছেও নিজের অজ্ঞানতা মানিয়া লওয়া কতই না কৃচ্ছ্রসাধ্য ব্যাপার! জ্ঞানের জ্যোতিঃ যতখানি উজ্জ্বল হইলে নিজের অজ্ঞানতাও স্বচ্ছন্দে নজরে পড়ে, ততখানি জ্ঞান খুব কম সংখ্যক ভাগ্যবান মানুষেরই থাকে। অধিকন্তু না জানিয়াও "জানি জানি" বোধ অজ্ঞানের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। যতক্ষণ জানার এই মিথ্যা অভিমানে মানুষের অন্তর পরিপূর্ণ থাকে, ততক্ষণ প্রকৃত জ্ঞানের দরজা সেই সমস্ত জ্ঞানাভিমানীদের পক্ষে নিরুদ্ধই থাকে।

ধর্ম এখনো যাহাদের শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিষয়মাত্র, তাহাদের কথা না ধরিলেও, যে সমস্ত মানুষ ধর্মাচরণ কম বেশী কিছু কিছু করিয়া থাকেন, তাঁহাদেরও মনে মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল থাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে ধর্ম সম্বন্ধীয় প্রয়োজনীয় জ্ঞান তাঁহাদের আছে। ধর্মজ্ঞান সম্বন্ধে আমি সম্যক্ মূঢ়চিত্ত, এমন কথা ধর্মাভিমানী কোন ব্যক্তির গোপন মনোভাবেও কদাচ প্রকাশিত হইতে পারে না। অর্জুন অকপটচিত্তে জানাইয়া দিলেন, ধর্ম বিষয়ে তিনি সম্যক্ মোহগ্রস্ত। তিনি আরো বলিলেন, প্রকৃত ধর্ম সম্বন্ধীয় অজ্ঞানতার ফলে, তিনি তাঁহার নিজের নিশ্চিত কল্যাণ সম্বন্ধেও অনভিজ্ঞ। তিনি সাগ্রহে জানিতে চাহিলেন, তাঁহার সত্য কল্যাণ কি? শুধু বলা নয়, তিনি এতকালের সখার শ্রীচরণে আপনাকে একান্তভাবে ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন, তোমার শিষ্য আমি; তোমার আশ্রিত আমাকে তুমি শিক্ষা দাও।

অজ্ঞানজনিত অহঙ্কারের অভ্যস্ত ঔদ্ধত্য অনায়াসে অতিক্রম করিয়া, অন্যের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া, গুরুরূপে সর্বথা কাহারও ছন্দানুবর্তী হইয়া চলিতে রাজী হইতে হইলে, সাধকের মনে শ্রীঅর্জুন বিজ্ঞাপিত সমস্ত মনোভাবগুলিরই একত্রে সমাবেশ হওয়া প্রয়োজন। জীবত্বের সংকীর্ণতা যতক্ষণ না মানুষকে পীড়া দেয়, ততক্ষণ কাহারও মনে শিষ্যত্ব লাভের প্রেরণা জাগে না। ধর্ম সম্বন্ধীয় যতটুকু সংবাদ শ্রৌত জ্ঞান হিসাবে অসংবদ্ধরূপে মানুষের লাভ হইতে পারে, তাহাতেই যে মানুষের ধর্ম সম্বন্ধে জানিবার ইচ্ছা পরিতৃপ্ত হইয়া যায়, তেমন জাতীয় মনে ধর্ম সম্বন্ধে সত্য জিজ্ঞাসা উদয় হইবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবসর কোথায় ? ধর্মের ভিত্তিতে ছাড়া, কল্যাণ প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। যে মানুষের অন্তর সীমাবন্ধনে পীড়িত, যে মানুষের জীবনে সর্ব জীবন দিয়া জড়াইয়া ধরিবার মত নির্ভরযোগ্য আশ্রয় নাই বলিয়া বোধ জাগিয়াছে, সর্ব কর্মে মঙ্গলই লাভ করিতে চাই, অথচ কিসে আমার সত্য মঙ্গল, সেই কথাই আমার জানা হয় নাই—এ কথা যে মানুষের বুদ্ধি নিঃসংশয়ে মানিয়া লইয়াছে, তেমন মানুষই সর্বস্ব পণ করিয়া জীবন-সমস্যা মিটাইতে প্রস্তুত হইতে পারেন। জীবনের যাবতীয় সমস্যা সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে মিটাইবার যোগ্যতা পূর্ণরূপে একমাত্র শ্রীগুরুতেই আছে। একদিকে সমস্যার জাগরণ, অন্যদিকে কৃপাঘন শ্রীগুরুর আবির্ভাব — এই যোগাযোগ ভাগ্যবশে যেখানে ঘটিয়া যায়, সেখানেই গুরু-শিষ্য মিলন অতি-প্রত্যাশিত ঘটনার মত সহজ সরল রূপে লোকলোচনের সমক্ষে প্রকটিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ ভগবানকে গুরুরূপে স্বীকার করিবার পূর্ব মুহূর্তেও আমরা দেখিয়াছি, শ্রীঅর্জুনই কৃষ্ণকে যুদ্ধ ব্যাপারে ধর্মাধর্ম, ন্যায় অন্যায় সম্বন্ধীয় কথা সবিস্তারে বুঝাইতেছেন। হঠাৎ যুদ্ধক্ষেত্রে এমন কি ঘটিল, যাহার ফলে বক্তা আচম্বিতে নিজেকে শ্রোতার পদতলে নিক্ষেপ করিয়া—তে শিষ্য অহং, মাং শাধি—বলিয়া প্রার্থনা জানাইলেন ? শ্রীগুরু-কৃপা সম্বল করিয়া সে কথাটা বুঝিবার চেষ্টা করা প্রয়োজন। এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঘটনায় গুরুতত্ত্বের এক অতি বড় রহস্যের দিক উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। অনেক সাধকের জীবনেও এমন ঘটনা ঘটিতে দেখা গিয়াছে যে যাঁহাকে কৃপার চক্ষে দেখিয়া সুমতি প্রদানের অভিপ্রায়ে সত্য জ্ঞান প্রদানের কত না ব্যর্থ চেষ্টা করা হইয়াছে—কালক্রমে আবার তাঁহারই কৃপা ভিক্ষা করিয়া জীবন ভরিয়া তাঁহারই পদতলে বসিয়া সত্যজ্ঞান, ধর্মজ্ঞান লাভ করিতে হইয়াছে। শ্রীঅর্জুনের দৃষ্টান্তে আমরা এমন জাতীয় যাবতীয় ঘটনারই প্রকৃত কারণ অনুধাবন করিতে সমর্থ হইব।

কুরুক্ষেত্রের রণক্ষেত্রে বসিয়াই শ্রীভগবান অর্জুনকে গীতার কথা শুনাইয়াছিলেন, এ কথা বিশ্বাস করিতে যাঁহাদের কুণ্ঠা হয়, তাঁহাদের এই মনোভাবের একটা কারণ এই যে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অর্জুনের পরিচয় ত বহুদিনের। তিনি ত অর্জুনকে যথোপযুক্ত স্থানে বসিয়াই গীতা শুনাইবার সুযোগ বহুবার পাইয়া থাকিবেন; এমতাবস্থায় গীতা জ্ঞান প্রদানের মত এত বড় একটা মহৎ কাজ তিনি যুদ্ধক্ষেত্রের ন্যায় একটা অবাঞ্ছিত স্থানের জন্য রাখিয়া দিলেন কেন? এই কথার সহজ উত্তর এই যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্বেও শ্রীকৃষ্ণে অর্জুনে অনেক দেখাশোনা হইয়াছে। কিন্তু গুরু-শিষ্যের মিলন শ্রীকৃষ্ণে অর্জুনে ইতিপূর্বে কখনো ঘটে নাই। যেহেতু শ্রীশ্রীগীতা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশেষ করিয়া গুরু-শিষ্য সংবাদ—সেই জন্য এই সংবাদ অন্যের সঙ্গে অন্যের আলোচনার বিষয়বস্তু কখনই হইতে পারে না। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অর্জুন ফুটিয়াছেন শিষ্যরূপে, আর শ্রীকৃষ্ণ ভগবান প্রকটিত হইয়াছেন বিশ্বগুরুরূপে। এই মিলনের ফলেই শ্রীশ্রীভগবানের বাণী গীতামূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে—ভক্তগণের জন্য শাশ্বত সঞ্চয় জমিয়া উঠিয়াছে গীতামৃতরূপে।

কথাটা এখন আমাদের মত করিয়া বুঝিয়া দেখিবার চেষ্টা করা যাক্। এতকাল পর্যন্ত অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে সমপ্রাণ সখা বলিয়া জানিয়াছেন। ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের জন্য নিজের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ যে কোন তফাৎ আছে বা থাকিতে পারে, তাহা ভাবিবার দেখিবার সুযোগই কখনো ঘটে নাই। কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের প্রলয়ঙ্কর আলোকে নিজেকেও তিনি নূতন করিয়া দেখিলেন। দেব-দানব-বিজয়ী বীরের হৃদয়ের যোদ্ধা আজ অদৃশ্য। হাতের অস্ত্র আপনি খসিয়া পড়িতেছে। দাঁড়াইয়া থাকাই সম্ভবপর হইতেছে না। দৃষ্টির সম্মুখে সর্বদিকে শুধু অমঙ্গলই নাচিয়া বেড়াইতেছে। তাঁহার জীবনব্যাপী বিদ্যাবুদ্ধি শিক্ষা সাধনার যাবতীয় অভিজ্ঞতা ব্যর্থ হইয়া পড়িতেছে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ নামক এই ভয়াবহ ঘটনাকে তাঁহার ন্যায় ধর্ম বিচার বিশ্বাস—কোন দিকের দৃষ্টি দ্বারাই জীবনের সঙ্গে সহজ করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মিলাইয়া লইতে পারিতেছেন না। জীবনের সম্মুখে অপ্রত্যাশিতভাবে সমুদিত এই ঘটনাকে অতিক্রম করিয়া জীবন-প্রবাহ যে আর সম্মুখের দিকে চলিতে পারে, এমন বিশ্বাস বজায় রাখা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। তিনি সাব্যস্ত করিলেন, এতকাল মূল্যবান বলিয়া জীবনে যাহা কিছু স্বীকৃত হইয়াছে, সমস্ত বিসর্জন না দিয়া বাঁচা সম্ভব নয়। ইত্যবস্থায় মৃত্যুই সহজ এবং সঙ্গত; এবং না থাকাই মনে হয় মন্দের ভাল। শুধু ভাবা এবং বলা নয়, তিনি নিজের সঙ্কল্প অনুযায়ী কাজ করিতে প্রস্তুত হইলেন। অস্ত্র ত্যাগ করিয়া রথের উপর বসিয়া পড়িলেন। আর গতি নাই সাব্যস্ত করিয়া, তিনি মৃত্যুপথেই অগ্রসর হইতে চাহিলেন।

পরদুঃখে বিহ্বল, অশ্রুজলে সমাচ্ছন্নদৃষ্টি, বিষাদগ্রস্ত অর্জুন যেমনি বসিয়া পড়িলেন, অমনি যে কণ্ঠে কিছু পূর্বে পাঞ্চজন্য শঙ্খ নিনাদিত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র প্রকম্পিত করিয়াছিল, সেইকণ্ঠে করুণাকোমল স্বরে উচ্চারিত হইল ঃ—

কুতস্ত্বাকশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতং
অনার্য্যজুষ্টং অস্বর্গ্যং অকীর্ত্তিকরমর্জ্জুন।
ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সঙ্কট সময়ে এমন অনার্যজনোচিত, অধোগতিদায়ক, কলঙ্ককর মোহ তুমি কোথা হইতে প্রাপ্ত হইলে ? হে পার্থ, তুমি ক্লীবত্ব-সেবী হইও না। হৃদয়ের দুর্বলতা-জনিত এই সংকীর্ণতা পরিত্যাগ করিয়া তুমি উঠ। ভূলোকের মানুষ, ভুমি যে তপস্বী।

এমন মহৎ বাক্যের বিস্তারিত মাহাত্ম্য কীর্তনের সুযোগ এখানে আমাদের নাই। গীতা ব্যাখ্যা এখন গৌণ। গুরুতত্ত্ব বুঝিবার জন্য মন্ত্রের যতটুকু বিশ্লেষণ প্রয়োজন, আমরা ততটুকু মাত্রই করিব।

শ্রীভগবান বলিলেন, সঙ্কটকালে এমন বুদ্ধি বিপর্যয় তোমার কেমন করিয়া ঘটিল ? মন্ত্রের 'বিষম' কথাটি বিশেষ প্রণিধানের বিষয়। 'বিষম' শুনিলেই আমাদের সর্বাগ্রে যুদ্ধক্ষেত্রের কথাই মনে পড়ে। কিন্তু কুরুক্ষেত্র যুদ্ধক্ষেত্রের চেয়েও মানব-জীবন অনেক বেশী বিষম। মানব-জীবন বিষম বলিয়াই জীবনপথে চলিতে চলিতে মানুষের নানাবিধ কুরুক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া চলিতে হয়। প্রস্রবণরূপে সদ্য জাগ্রত নদী যেমন পাষাণবাধা অতিক্রম করিয়া চলিতে চলিতেই সাগরে পৌঁছিবার যোগ্যতা অর্জন করে, মানুষও তেমন জীবন-পথে সদাজাগ্রত নানাবিধ বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া চলিতে চলিতেই সুদূর যাত্রার যোগ্যতা অর্জন করে। এইরূপ দ্বন্দ্বের পথে চলিতে চলিতে স্থিরত্বের দিকে অগ্রসর হওয়াই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মানব-জীবনের নিয়তি বলিয়া এই মনুষ্যবাসভূমিরই তপোলোক বলিয়া খ্যাতি। বাধার সম্মুখে বর্ধিত হইয়া অগ্রগতি বজায় রাখিবে, ইহাই মনুষ্য-জীবনের প্রচলিত পন্থা। যে জীবনের গতি চলার পথে রুদ্ধ হইয়া যায়, সে জীবন অধোগতি প্রাপ্ত হয়। জীবন যতক্ষণ 'বিষম', ততক্ষণ মানুষের চলিতেই হইবে; হয় সম্মুখে, নয় পশ্চাতে। জগৎরূপ দুর্দমস্রোতে দাঁড়াইয়া থাকিবার স্থান নাই। বিশ্রামের স্থান স্থিতিতে, সমতায়—পথেও নয়, 'বিষমে'ও নয়। 'এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাংপ্রাপ্য বিমুহ্যতি'—নদী আর চলে না, যখন নদী সাগরে পৌঁছায়; মানুষও বৈষম্য উত্তীর্ণ হয়, সমতা প্রাপ্ত হইয়া।

'নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাৎ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ।' শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, যে সময়ে বুদ্ধিস্থৈর্যের প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী, সেই সময়েই তোমাতে প্রকাশিত হইতেছে বুদ্ধিবিভ্রম, এ কি অলক্ষণ? স্মরণ রাখিও অর্জুন, জীবনে যতক্ষণ দ্বন্দ্ব বিদ্যমান, ততক্ষণ সম্মুখে চলিতে অস্বীকৃত হইলে পিছনেই ফিরিতে হইবে।

অগ্রগতি যাঁহাদের জীবনে স্বভাবগত হইয়া গিয়াছে, তাঁহারাই আর্য। জ্যোতিঃ অভিমুখে চলিতেই যাঁহারা অভ্যস্ত তাঁহারাই আর্য। তুমি ত আর্য স্বভাবেই সমৃদ্ধ। এখন এই সমাগত যুদ্ধকে উপলক্ষ্য করিয়া তুমি যদি অগ্রসর হইতে দ্বিধা বোধ কর, তবে তোমার অধোগতি লাভ করিয়া অনার্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীবনে প্রত্যাবর্তন অবশ্যম্ভাবী। যে তমসাচ্ছন্ন অবীচিলোক অতিক্রম করিয়া এই চেতনালোকিত মনুষ্যজীবন লাভ করিয়াছ, আবার তোমাকে সেই অন্ধকার পথেই বিচরণ করিতে হইবে। জ্যোতিঃর পরিবর্তে লাভ হইবে অন্ধকার। জীবনে যশের শুভ্রতা কলঙ্কের নিবিড় কালিমায় আচ্ছাদিত হইবে।

হে পার্থ, হে আত্মীয়বর, চৈতন্যের পৌরুষ তুমি ক্লীবত্বের নির্জীবতায় আচ্ছাদিত হইতে দিও না। উত্তিষ্ঠ—তুমি উঠ। বহুজনপরিচিত আর এক মহাবাক্যের ভাষায় বলি—উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।

এখানে একটা বিশেষ সংশয় উদিত হইতে পারে। যিনি কর্মসঙ্কটে মুহ্যমান হইয়া সত্যই বসিয়া পড়িয়াছেন, তাঁহাকে কি উঠ বলিলেই তিনি উঠিতে পারেন ? যে মন্ত্রে এই মোহকে বিদূরিত করিয়া সহজ জীবনে জাগরিত হওয়া সম্ভব, আসন্ন গুরু, জলদগম্ভীর স্বরে আত্মবিস্মৃত অর্জুনের কর্ণে সেই মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন, উত্তিষ্ঠ, হে পরন্তপ। তিনি অর্জুনকে স্মরণ করাইয়া দিলেন, তুমি যে মহাতপস্বী। তিনি বলিলেন, কর্মবিপাকে বিভ্রান্ত তুমি নিজেকে যতটুকু বলিয়া দেখিতেছ, তুমি ততটুকুই নও। বাধা অতিক্রম করিতে করিতে অগ্রগতি লাভ, জড়ত্ব ছাড়িয়া চৈতন্যের পথে চলা, অন্ধকার ছাড়িয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আলোকের পথে চলা—জন্ম জন্ম ধরিয়া এমন তপস্যা করিয়াই ত তুমি ভগবদারাধনার উপযোগী দেহ, মন, প্রাণ সমন্বিত মানব-জীবনের অধিকারী হইয়াছ। সর্ববাধা অতিক্রম করিয়া অগ্রগতি লাভ, জ্যোতিঃ পথের অনুসরণ, এ ত তোমার তপোলব্ধ অধিকার। অতএব হে শাশ্বত তপস্বী, হে তপঃশুদ্ধ আর্য, তুমি উঠ— তুমি নিঃসঙ্কোচে অগ্রসর হও।

এখানে একটু অবান্তর কথা বলিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিতেছি না। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত লোকেরা এ জন্ম এবং পূর্বজন্ম—অপরদিকে, ইহকাল পরকাল মিলাইয়া কথা বলিলে যেন একটু অসহিষ্ণুতা বোধ করেন। কিন্তু যখন সত্য ধর্মের কথা, ভগবানের কথা বলিতে হইবে, তখন মানুষের ইহজন্ম, পূর্বজন্ম হইতে জন্ম-মৃত্যু দ্বারা বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে কিংবা মানুষের ইহকাল পরকাল জন্ম মৃত্যুর দ্বারা চির বিচ্ছিন্নই থাকিবে, এইরূপ বুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত থাকিলে চলিবে না। জীবনের নিরবচ্ছিন্ন নিত্য অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াই ধর্মের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। জীবনের খণ্ডত্বের ভ্রান্তি হইতে বাঁচাইবার জন্যই গীতার সূচনায় শ্রীভগবান বলিয়া রাখিয়াছেন, 'ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ, ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্বে বয়মতঃপরম্। 'তুমি, আমি এবং রাজন্যবর্গ (যাঁহারা রহিয়াছি) তাহারা পূর্বে ছিলাম না, বা ভবিষ্যতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকিব না, ইহা সত্য নয়। সহজ কথায়—"আছে, আছে" বলিয়া যাহা প্রতিভাত, তাহা পূর্বেও ছিল এবং পরেও থাকিবে। কারণ সত্য নিত্য এবং অবিনাশী। গীতার বক্তা কথা বলিয়াছেন, ভূত ভবিষ্যতকে বর্তমান করিয়া—ত্রিভুবনকে একই ভুবনে পরিণত করিয়া। গীতার আলোচনা কালে আমাদের দৃষ্টিকে পশ্চাতে এবং সম্মুখে অবাধ করিয়া রাখিতেই প্রস্তুত থাকিতে হইবে। যে কথা বলিবার জন্য এই ভণিতা, এখন সেই কথাটা বলি। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ গীতাপ্রসঙ্গে অর্জুনকে বলিয়াছেন, "বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন, তান্যহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ।"

হে অর্জুন, ইতিপূর্বে তোমার সঙ্গে আমার বহু বহু জন্ম অতীত হইয়াছে—সেই সমস্ত জন্মের যাবতীয় কথাই আমার জানা আছে। কিন্তু হে পরন্তপ, তুমি জান না।

ভগবান বলিলেন, যেহেতু আমি যুক্ত না থাকিলে তোমার জন্মই সত্য হয় না (ময়া বিনা যৎ স্যাৎ তৎ ন অস্তি), তোমার "আছ" বলিয়া প্রকাশই ঘটিতে পারে না, সেইজন্য যত যত বহু জন্ম তোমার হইয়াছে, তত তত বহু জন্ম আমারও হইয়াছে—তোমার প্রতি কৃপাবশতঃ সেই সমস্ত কথাই আমি স্মরণ রাখিয়াছি; আর তোমার প্রতি কৃপাবশতঃই সেই সমস্ত জন্মকথা তোমাকে ভুলাইয়া দিয়াছি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানং অপোহনঞ্চ—আমা হইতেই স্মৃতি এবং জ্ঞান—আমা হইতেই ভ্রান্তি)।

এই কথাগুলি এইখানে উল্লেখ করার তাৎপর্য এই যে অর্জুনকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য 'পরন্তপ' বলিয়া সম্বোধন করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে অর্জুনের বর্তমান জীবন ও অবস্থালাভ বহু বহু বিস্মৃত জন্মের তপস্যার ফল।

যাঁহাকে বলা হইতেছে, তিনি তাঁহার পূর্বজন্মের তপস্যার ইতিহাস যে পরিমাণে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিবেন, সেই পরিমাণেই তাঁহার বর্তমান জীবনের তপস্যা সতেজ ও জীবন্ত হইবে। এইজন্যই এখানে পূর্ব পূর্ব জন্মের তপস্যার কথা যাহা ইঙ্গিতে মাত্র বলা হইয়াছে, পরবর্তী উপদেশে তাহাই বিস্তারিত করিয়া বলা হইয়াছে। আমরা এখানে সেই পরের কথা স্মরণ করিয়া যদি মনে রাখি যে, যে-বিস্মৃত তপস্যার কথা বলা হইতেছে, বক্তা তাহা সবিস্তারে জানিয়াই বলিতেছেন (তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি), তাহা হইলে বর্তমানের শ্রোতা আমাদের কাছেও বক্তব্যের রস ও মূল্য উভয়ই সহস্র গুণে বর্ধিত হইয়া যায়।

প্রারম্ভে পূর্ব পূর্ব জন্মের তপস্যার ইঙ্গিত করিয়া বলা হইয়াছিল 'পরন্তপ'। এখানে সেই তপস্যার রকম বিস্তার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া পুনরায় বলা হইয়াছে 'পরন্তপ। সেই তপস্যাটা কি রকম? বহূনি জন্মানি—জন্মে জন্মে তপস্যা—জীবন ধারণই তপস্যা। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে, বাঁচিয়া থাকাটাই কি তপস্যা? অবশ্যই তপস্যা—তবে অজ্ঞানে। জীবনের একদিকে ফুটিতেছে অজ্ঞানে আমার তপস্যা, অপরদিকে প্রকাশিত হইতেছে স্রষ্টার তপস্যা (তপসা অসৃজৎ) —সজ্ঞানে।

এই কথাগুলি কর্মযোগ উপদেশ করার পরে বলা হইয়াছে —নতুবা জীবনটা, এই গোটা জীবনটাই যে তপস্যা, এ কথা মানিয়া লওয়া অনেকের পক্ষেই অসাধ্য না হইলেও দুঃসাধ্য হইত।

"যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর।"

যজ্ঞ ভিন্ন সমস্ত কর্মই বন্ধনদায়ক; সেই হেতু তাঁর জন্যই সমস্ত কর্ম করণীয়। তিনি যে জীবের জীবনে জীবনে সর্বাঙ্গীনভাবে লাগিয়া থাকিয়াই জীবকে এবং জগৎকে সত্য করিয়া প্রকাশিত করিয়া রাখিয়াছেন, ইহা জানিবার জন্য, মানিবার জন্য চেষ্টাই জীবনের তপস্যা এবং এই সত্য জানিলেই কর্ম আর আমার কর্ম থাকে না, তাঁর কর্ম হয়—যজ্ঞে পরিণত হয়। বলা হইয়াছে, স্রষ্টাও তপস্যা করেন;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্রষ্টা তপস্যা করেন কাহার? স্রষ্টা তপস্যা করেন—আমার, তোমার, বহুর, সকলের। তিনি নিজেই বলিয়াছেন—ভজামি। বলিয়াছেন, ইষ্টোঽসি—। আমরা যখন তাঁহাকে ভজনা করি বলি, তাঁহাকে যখন ইষ্ট বলি, তখন সে কথা যে কত ভিত্তিহীন ফাঁকা কথা, তাহা বুঝিতেই বহু জন্ম কাটিয়া যায়। তিনি করেন আমাদের তপস্যা, এ কথা মনে ভাবিতেও সঙ্কোচ হয় এইজন্য যে, তিনি কত বড়—আর আমরা কতই না ক্ষুদ্র—তিনি আমাদের চাহিবেন কিসের জন্য? ইহার কোন 'জন্য' নাই। তিনি সত্যই চাহেন, নিত্যই চাহিতেছেন। এবং নিঃসঙ্কোচে সমস্তই তিনি পারেন তিনি কল্পনাতীত মহান্ বলিয়া—স্বরূপতঃই তিনি দয়াময়, কৃপাময়, প্রেমময় বলিয়া। গুণাগুণ নির্বিচারে নিজের মত করিয়া গ্রহণ করিতে পারাই প্রেমের সহজ ধর্ম। আমরা নিরন্তর ভগবানকে ভুলিয়া, নিশ্চিন্ত আরামে কালের পর কাল, জন্মের পর জন্ম কাটাইয়া দিতে পারি; কিন্তু তিনি কি পারেন মুহূর্ত্তের জন্যও আমাদিগকে ভুলিয়া থাকিতে?

অর্জুনকে ভগবান বলিলেন, যত যত জন্ম পূর্বে পূর্বে তোমার হইয়াছে, তত তত জন্ম আমারও হইয়াছে। আবার সেই তিনিই প্রত্যক্ষভাবে অর্জুনের রথে দাঁড়াইয়া অর্জুনকে গীতা বলিতেছেন। এত বড় ভাগ্যে ভাগ্যবান হইলে আমরাও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয়ত একটা 'কেউ কেটা' হইতে পারিতাম। এমন ভাগ্যেই যে মানুষমাত্রই ভাগ্যবান, এই কথাই ত ভগবদ্গীতা এবং এই কথাই ত জনে জনের প্রয়োজনে সত্য জিজ্ঞাসুর কানে কানে, ঘরে ঘরে বলিবার জন্য ভগবানের আজও গুরুরূপে সর্বত্র সর্বদা আসিতে হয়।

আমাদের সকলের বুকে বুকে প্রাণরূপে যিনি জাগিয়া রহিয়াছেন, যিনি অহৈতুক করুণায় বিনামূল্যে আমাদের জীবন-রথের অচ্যুত সারথির পদ গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি আমাদের ঐ আপন-উঁনিও-আমাদের জন্মে জন্মে, আমাদের সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্যবার জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আমাদের ভুলে যাওয়া আমাদের পূর্ব পূর্ব জন্মের যাবতীয় বৃত্তান্ত উনিও সম্যক্ জানেন এবং স্মরণ করিয়া রাখিয়াছেন। মোহবিভ্রান্ত আত্মবিস্মৃত আমরাও যদি অর্জুনের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ঐ সর্বজ্ঞ প্রাণদেবতার পদতলে "শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নং" বলিয়া আত্মসমর্পণ করি, তবে আমরাও প্রাপ্ত হইতে পারি এমন জ্ঞান—'যজ্‌জ্ঞাত্বা নেহভূয়োহন্যৎ জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে'। লাভ করিতে পারি এমন কিছু—'যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।'

যখন 'পরন্তপ, কথাটি লইয়া এতদূর আসিয়া পড়িয়াছি, তখন মানুষকে লক্ষ্য করিয়া ভগবানের শ্রীমুখ উচ্চারিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই বাক্যটিকে আরো একটু আস্বাদনের চেষ্টা করা যাউক্।

মানুষ মাত্রই যদি তপস্বী, তবে মানুষেরা সকলে তপস্যা করে কাহার? জ্ঞানে অজ্ঞানে 'পরেরই'। যতদিন যাঁহার শক্তিতে তপস্যা, যাঁহার জন্য তপস্যা, তাঁহার সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটে নাই—ততদিন মানুষ তাঁহারই তপস্যা করে, তাঁহাকেই 'পর' মনে করিয়া, অন্য ভিন্ন বোধে। তিনি ভিন্ন বাস্তবিক পক্ষে ব্যক্ত বা অব্যক্ত আর কোথাও কিছু ধরিবার ছুঁইবার মত নাই বলিয়া—"মত্তঃ পরতরং অন্যৎ কিঞ্চিৎ ন অস্তি।" এই অজ্ঞানের তপস্যার ফলেই মানুষ প্রাপ্ত হয় নানাবিধ 'তাপ'—মনস্তাপ, পরিতাপ, অনুতাপ ইত্যাদি, কিন্তু তবুও তাপে ও তপস্যা বিদ্যমান; বিকৃত বলিয়াই জ্বালা।

আবার যখন মানুষ শ্রীগুরুর উপদেশ শিরোধার্য করিয়া ভগবানকেই সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ের মূল স্বীকার করিয়া জীবনের সর্বকর্মে তাঁহারই সঙ্গে যুক্ত হইতে চেষ্টা করে—

অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে
ইতি মত্বা ভজন্তে—প্রীতিপূর্ব্বকং

আমা হইতে সকলের উদ্ভব, আমিই সর্ব কর্মের প্রবর্তক, এই সত্য মানিয়া এবং এই ভাবে উদ্বুদ্ধ থাকিয়া প্রীতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্ব্বক যখন ভজনা করে, তখনো যে 'পরেরই' উপাসনা করে সেই তাঁর—

'পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বমিদং ততং।'

সেই পর—সর্বভূত যাঁহার অন্তর্গত, যিনি সর্বব্যাপীরূপে বিদ্যমান এবং তিনি ভিন্ন আর পর বলিয়া কেহ বা কিছু নাই জানিয়া একাত্মবুদ্ধিতে যাঁহাকে লাভ করিতে হয়। ভাল করিয়া বুঝাইবার জন্য ইহাকেই বলা হয় 'পরাৎপরঃ'। ইহার সম্বন্ধেই বলা আছে—'পরাৎপরতরং ধ্যেয়ং নিত্যমানন্দ-কারকং'—ইনিই ধ্যেয়, ইনিই জ্ঞেয়—এই তপস্যার পরিণতি মানুষের পক্ষে হয় নিত্যানন্দদায়ক।

বিকৃত তপস্যা মানুষকে জীবন ভরিয়া জ্বালায় অর্থাৎ যন্ত্রণাদায়ক হয়। আর এই সত্যে প্রতিষ্ঠিত তপস্যায় মানুষ জ্বলে, জ্ঞানের দীপ্তিতে, অমলিন সৌন্দর্যের সুষমায়।

সহসা নিদ্রোত্থিত ব্যক্তির ভাবের পুনরাবৃত্তির মত করিয়া অর্জুন তাঁহার পূর্বারব্ধ কথারই কতকটা পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন—পূজনীয় পিতামহ ভীষ্মদেব এবং অস্ত্রগুরু দ্রোণ যাঁহাদের পদে দিতে হয় অর্ঘ, তাঁহাদের অঙ্গে কেমন করিয়া অস্ত্রাঘাত করিব?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুরুগণকে হত্যা করিয়া তাঁহাদের রক্তরঞ্জিত রাজ্য-সুখ ভোগের চেয়ে ভিক্ষান্নে জীবনধারণও শ্রেয়ঃ ইত্যাদি।

অর্জুনের মনে এই গুরুবোধের জাগরণ এবং পূজা ইচ্ছার উন্মেষের সঙ্গে তাঁহার পরবর্তী আচরণের সুপ্রত্যক্ষ যোগাযোগ না থাকিলেও অব্যক্ত সার্থকতা অবশ্যই আছে।

অকস্মাৎ অর্জুন এক অভাবনীয় আচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। এতদিনের সুপরিচিত নিজের রথের সারথীকে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে গুরুরূপে বরণ করিয়া নিঃসঙ্কোচে নিবেদন করিলেন—তে শিষ্য অহং মাং শাধি। আমি তোমার শিষ্য, তুমি আমাকে শিক্ষা দাও।

অর্জুনের এতদিনের সমপ্রাণ সখা কেমন করিয়া হঠাৎ এই যুদ্ধক্ষেত্রে বসিয়া তাঁহার 'গুরু'রূপে পরিণত হইয়া গেলেন, আর নিজে তিনি শ্রীকৃষ্ণের অনুগত শিষ্য হইয়া তাঁহার কাছে 'ধর্ম্ম' শিখিতে চাহিলেন—এই কথাই এখন আমাদের বিশেষ করিয়া বুঝিবার বিষয়। পূর্বে বলিয়াছি যুদ্ধক্ষেত্রে আসার পূর্বে কৃষ্ণার্জুনের মিলন কখনো বন্ধুমিলনের বেশী হইয়া প্রকাশিত হইত না। যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়াও অর্জুন যুদ্ধের সমস্যা এবং নিজের কর্তব্যাকর্তব্য নিয়াই এমন বিব্রত ছিলেন যে পার্শ্বস্থ সারথীকে এতক্ষণও তাঁহার শ্রোতার অতিরিক্ত বলিয়া মনে হয় নাই। বিপন্ন অবসন্ন বিষাদগ্রস্ত সখাকে যখন প্রেমার্দ্রকণ্ঠে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সখা আহ্বান করিলেন, 'উত্তিষ্ঠ' — তখন নিমগ্ন অর্জুনের পূর্ণদৃষ্টি বিশেষ করিয়া রথের সারথীর উপরেই নিপতিত হইল। তিনি শ্রীকৃষ্ণ ভগবানকে আজ এক অদৃষ্টপূর্ব নবরূপে দেখিতে পাইলেন। যাঁহাকে এতদিন তাঁহার সুপরিচিত বন্ধু এবং ব্যবহারে সমশ্রেণীর বলিয়াই বোধ হইত, আজ তাঁহাকে তিনি একেবারেই অন্য স্তরের মানুষ এবং অপরিজ্ঞাত মহিমাময় বলিয়া ভাবিতে বাধ্য হইলেন। নিজেরও অজ্ঞাতে বহু পুরাতন বন্ধুর সঙ্গে তাঁহার সম্পর্ক ও আচরণ, মুহূর্তে তাঁহার অন্তরে ও বাহিরে রূপান্তর গ্রহণ করিল। এই সুপ্রকট মহত্ত্বের চরণে তাঁহার মস্তক স্বতঃই নত হইয়া গেল। স্বচক্ষে দৃষ্ট গুরুত্বের কাছে তাঁহার আচরণ অনায়াসেই শিষ্যত্বরূপে প্রকাশিত হইল।

যিনি একটু পূর্বে গুরুহত্যা না করিয়া ভিক্ষান্নে জীবন ধারণই শ্রেয়ঃ বলিয়াছিলেন, তিনি এখন সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াইয়া ধর্মশিক্ষা, কল্যাণে দীক্ষা ভিক্ষা চাহিলেন।

অর্জুন এ সময়ে শ্রীকৃষ্ণে অলৌকিক কিছু দেখিয়াছিলেন কিনা এরূপ কিছুর আলোচনা আমাদের অভিপ্রেত নহে। একথা খুবই সত্য যে গুরুলাভের পূর্বেও অনেকে স্বীয় ভাবীগুরু সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য উপলব্ধি লাভ করিয়া থাকেন। সে সমস্ত ব্যক্তিগত কথা ব্যক্তিগত ভাবেই আলোচ্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমরা সর্বসাধারণের সঙ্গে সাধারণ ভাব ও ব্যবহার নিয়াই আলোচনা করিতে চাই। আমরা মনে করি যে অলৌকিক উপলব্ধি যতক্ষণ বাহিরের ঘটনারূপে প্রকাশিত, তেমন অলৌকিকত্ব যতই চমকপ্রদ হউক না কেন, সাধকের পক্ষে ততখানি ফলপ্রদ নয়। সাধকের প্রার্থনীয় হওয়া উচিত দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন। শ্রীগুরু-দত্ত দিব্য দৃষ্টি লাভ করিয়া জগতে লৌকিক বলিয়া পরিচিত যাবতীয় দৃশ্য ও ব্যবহারই একদিন অলৌকিক হইয়া যাইবে। যাহা ছিল নিতান্তই মর্ত্ত্য, তাহা সমস্তই দিব্যরূপে পরিণত হইবে, ইহাই আদর্শ। সেইজন্য অর্জুনের মানসিক পরিবর্তন আমরা বিশেষ করিয়া ব্যবহারের দিক দিয়াই দেখিতে এবং দেখাইতে চাহি।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ঘটনা লইয়া অর্জুন নিজে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় একেবারে হতবুদ্ধি, কার্যতঃ বিকল—বাঁচিবার উপায় নাই। মৃত্যুই পথ, ইহাই তাঁহার সুনির্দ্ধারিত সিদ্ধান্ত। মোট কথা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ অর্জুন-জীবনে এমন এক সমস্যা, যাহার পরে অগ্রগতির পথ সর্বদিক দিয়াই বন্ধ। এমন অবস্থাপন্ন অর্জুন আশ্চর্য হইয়া দেখিলেন—সারথীরূপে উপবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ এত বড় উদ্বেগের মাঝখানে একেবারে নির্বিকার, নিরুদ্বেগ, প্রশান্তচিত্তে সমাসীন। নানা জটিলতাপূর্ণ বহুবিধ সমস্যার সৃষ্টি করিয়া এত বড় একটা বীভৎস ব্যাপার যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে ঘটিতে যাইতেছে, এ বিষয়ে তিনি যেন একেবারে দৃকপাতশূন্য! এই মহান্ দৃশ্য দেখিয়া অর্জুনের অবশ্যই মনে হইয়া থাকিবে যে, যে-কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ জাতি কুল ন্যায় ধর্ম সর্বদিকের বিবেচনাতেই তাঁর দৃষ্টিতে অকর্তব্য বলিয়া মনে হইতেছে, সেই যুদ্ধ ব্যাপারে শ্রীকৃষ্ণের একেবারে কুণ্ঠা নাই কেন? ঘটনার দিক দিয়া অর্জুন এই যুদ্ধের সঙ্গে, কর্তব্য হিসাবে শ্রীকৃষ্ণের চেয়ে অনেক বেশী ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত, ইচ্ছা সত্ত্বেও সেই কর্ত্তব্য সম্পাদনে তাঁহার ধর্মবুদ্ধিই বিশেষভাবে বাধা জন্মাইতেছে; অপরদিকে শ্রীকৃষ্ণ ইচ্ছা করিলেই অনায়াসে এই বীভৎস ব্যাপার হইতে নিজেকে দূরে রাখিতে পারিতেন; কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি স্বেচ্ছায় এই মহাযুদ্ধের সঙ্গে নিজেকে বিশেষভাবেই সংশ্লিষ্ট রাখিয়া ও যুদ্ধের ভাবী ফল ভাবিয়া বিন্দুমাত্র ও বিচলিত হইতেছেন না কেমন করিয়া?

অর্জুনের ধর্মবুদ্ধি অর্জুনকে চলার পথে সম্যক অচল করিয়া ফেলিয়াছে। তিনি জানিতে ব্যাকুল বোধ করিলেন সেই ধর্ম, সেই রহস্য, যে ধর্মের ধারক শ্রীকৃষ্ণ, যাবতীয় জগদ্ব্যাপারেই সর্বথা অকুণ্ঠ। তিনি সোৎসাহে নমস্কার করিলেন সেই ধীর, স্থির, সদা-আত্মস্থ, উদাসীন ব্যক্তিত্বকে—মহান্‌কে, যিনি প্রলয়ঙ্কর দুর্দম ঘটনাস্রোতের বুকে স্মিতহাস্যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমাসীন। তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া শিখিতে চাহিলেন সেই বিদ্যা, সেই জ্ঞান, যে জ্ঞানের আলোকে, যে বিদ্যার পরশে, জগতের ভালমন্দ, ইষ্টানিষ্ট, কর্মাকর্মনির্বিশেষে যাহা কিছু সমস্তই, পরম কল্যাণরূপ প্রাপ্ত হয়।

এইখানে আমরা শ্রীকৃষ্ণে যে ঔদাসীন্যের কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাহার রকম ও প্রকৃতি একটু বুঝিয়া দেখিলে ভাল হয়। এক রকমের উদাসীনতা আছে, যাহা লাভের তপস্যা কর্মের দ্বারা করা হইয়া থাকে। সেখানে কর্মকে উপেক্ষার অভ্যাসের দ্বারা কর্মফলের সংস্রব এড়াইবার চেষ্টা করা হয়। যে কর্ম হইতে যে ফল উৎপাদনের আশঙ্কা, সেই কর্মকে যদি গণনায় না আনা হয়, তাহার সঙ্গেই যদি কায়িক মানসিক কোনরূপ যোগ রাখা না হয়, তবে ফলে ঔদাসীন্য অবশ্যম্ভাবী হইয়াই আসার কথা। আর এক জাতীয় উদাসীনতা আছে যাহা সর্ব কর্মের মধ্যে বাহ্যতঃ বিজড়িত থাকিয়াও ভাবের দিক দিয়া সম্পূর্ণ উদাসীন। এইরূপ ঔদাসীন্য জ্ঞানসঞ্জাত। ইহা বুদ্ধিযোগের উপাসনার নিশ্চিত পরিণতি। প্রথম জাতীয় ঔদাসীন্য মূলতঃ এক রকমের কর্মই। দ্বিতীয় রকমের উদাসীনতা বুদ্ধিস্থিতির সহজ ফল।

অর্জুনের কর্মজীবন তাঁহাকে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে যুযুৎসুরূপে সমুপস্থিত করিয়াছে। যুদ্ধের ভাবী ফল বিবেচনায় তিনি

11

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অত্যন্ত বিচলিত হইলেন। তিনি এই ক্রুর কর্মের সংস্রব এড়াইয়া ইহার ভাবী ফলাফলের সম্বন্ধে নিজের ঔদাসীন্য স্থাপন করিতে চাহিলেন। (সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মে অচ্যুত)। শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সঙ্গে কর্মের দিক দিয়া সর্বরূপেই জড়িত। কিন্তু কুরুক্ষেত্র যুদ্ধসম্বন্ধীয় চিন্তার ফল দুইজনের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ বিপরীত। ফলে ব্যবহারও উভয়ের সম্পূর্ণ বিপরীত হওয়াই স্বাভাবিক।

যুদ্ধের দর্শকহিসাবে উভয়েই সমস্থানে উপবিষ্ট—অর্জুনের রথে। দৃশ্য কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ। যুদ্ধ সম্বন্ধে অর্জুনের মনে হইয়াছে :—

"ন চৈতদ্‌বিদ্মঃ কতরন্নোগরীয়ো
যদ্‌ বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ।"

অর্জুন ভাবিলেন, এমনি অনবস্থার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছি যাহার সর্বদিকেই অকল্যাণ। বলা অসম্ভব, এ যুদ্ধে জয় ভাল, কি পরাজয়। অর্জুনের ধারণা, এ যুদ্ধে জয় পরাজয় যাহাই ঘটুক, ফল উভয়তঃই উভয় পক্ষে সমান—নিছক অকল্যাণ। এই যুদ্ধ সম্বন্ধেই শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন :—

"যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতং
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশং।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হে পার্থ, স্বয়মাগত সৌভাগ্যরূপে উন্মুক্ত স্বর্গদ্বার স্বরূপ সমুপস্থিত এইরূপ যুদ্ধ ভাগ্যবান ক্ষত্রিয়েরাই সুকৃতিবশে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

অর্জুন বলিয়াছেন, এই যুদ্ধ সর্বদিক দিয়াই মূর্ত অকল্যাণ।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, 'হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীং'।

এমন চমৎকার ব্যবস্থা। এই যুদ্ধে তুমি মরিলেও লাভবান, যে হেতু উর্দ্ধগতি প্রাপ্ত হইবে। জয়লাভ করিলে পার্থিব সাম্রাজ্যের অধিপতি হইবে। অর্জুন বলিয়াছেন—

'অহোবত মহৎ পাপং কর্ত্তুং ব্যবসিতা বয়ং'

আমরা মহাপাপ করিতে উদ্যত।

শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

অথ চেৎ ত্বমিমং ধর্ম্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি

ততঃ স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি।

তুমি যদি এই ধর্মযুদ্ধ না কর, তবে তুমি স্বধর্মচ্যুত হইবে, কলঙ্ক প্রাপ্ত হইবে এবং নিশ্চিত পাপভোগী হইবে।

অর্জুন বলিয়াছেন—এই যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হইবে বর্ণসঙ্কর।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীকৃষ্ণ ভগবান বলিলেন, এই যুদ্ধে ক্ষত্রিয় তুমি, রাজা তোমরা—সমাজের অগ্রণী। তোমরা যদি পরাঙ্মুখ হও, তবে তার ফলে সমাজে ঘটিবে বর্ণসঙ্কর।

অর্জুনের শেষসিদ্ধান্ত

"যদি মামপ্রতীকারং অশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ
ধার্ত্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুঃ তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ।"

প্রতীকারবিমুখ নিরস্ত্র আমাকে যদি সশস্ত্র কৌরবেরা হত্যা করে তাহাই এ ক্ষেত্রে আমার পক্ষে বরং মঙ্গল। এই বলিয়া তিনি রথের উপরে বসিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ ভগবান বলিলেন—

তস্মাৎ উত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ

যেহেতু সর্বদিক দিয়াই এই যুদ্ধ কল্যাণপ্রসূ—সেই জন্য তুমি যুদ্ধ করিতে কৃতসংকল্প হইয়া উঠিয়া দাঁড়াও।

অর্জুন যুদ্ধের ঘটনা হইতে প্রাণপণে নিজেকে আলাদা রাখিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার কথা এবং ব্যবহার সুস্পষ্ট করিয়া জানাইয়া দিতেছিল যে এই যুদ্ধের সঙ্গে তিনি কিরূপ অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে পূর্বেই জড়িত হইয়া রহিয়াছেন। এই বিষয়ে অর্জুন সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের পরের কথা স্মরণীয়—তিনি বলিয়াছিলেন, তুমি যে অহংকার আশ্রয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া যুদ্ধ করিবে না বলিতেছ, তোমার এ উদ্যম মিথ্যা। তোমার প্রকৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া শেষ পর্যন্ত অবশভাবে যুদ্ধই তোমার করিতে হইবে।

শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধের সঙ্গে দৃশ্যতঃ সম্যক্ জড়িত থাকিলেও যুদ্ধের সর্ববাপারেই তিনি সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত। তাঁহার সমস্ত কথায় ফুটিয়াছে সেই জ্ঞানের দীপ্তি, যে জ্ঞানে ইষ্ট এবং অনিষ্ট, জন্ম এবং মৃত্যু, জয় এবং পরাজয়, লাভ কিংবা ক্ষতি, সুখ অথবা দুঃখ—সমস্তই তুল্যমূল্য। অবজ্ঞার, উপেক্ষার দৃষ্টিতে নয়, সত্য দৃষ্টিতে, প্রকৃত কল্যাণের মানদণ্ডে, জীবনের-সর্বঘটনা সর্বাবস্থাই সম মূল্যবান বলিয়া।

বাহ্যদৃষ্টিতে মানুষে মানুষে, রূপে ও সাধারণ ব্যবহারে, পার্থক্য বিশেষ কিছু যেন নাই বলিয়াই মনে হয়। ইহার ফলে মানুষের ব্যবহারিক জীবনে সব মানুষই যেন সমান, এমন একটা ভ্রান্তি জাগিয়াই থাকে। কিন্তু বিশেষ কোন ঘটনা অবলম্বনে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী যখন সুস্পষ্ট হইয়া প্রকাশিত হয়, তখনই সুবুদ্ধি মানুষ নিজের সঙ্গে অন্যের উচ্চতার তারতম্য নির্ভুলভাবে বুঝিয়া লইতে পারে। সে যদি নিজেকে অন্য কাহারও তুলনায়, মনুষ্যত্বের মাপকাঠিতে অত্যন্তই দীন হীন বলিয়া সত্য সত্য বোধ করে, তবে সে যে তাহার অভিজ্ঞতালব্ধ মহত্ত্বের কাছে নত হইয়া মহত্তর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইবার জন্য ব্যাকুল হইবে, ইহাই মানব-জীবনের স্বাভাবিক নিয়ম। অবশ্য যে সমস্ত মানুষে, মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা বা মনুষ্যত্বের প্রতি আকর্ষণ, বিকর্মের ফলে বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র।

আমাদের দৃষ্টান্তস্থলে মনুষ্য প্রতিনিধি একজন আদর্শ মানব অর্জুন; এবং তিনি সম্মুখীন হইয়াছেন শ্রীকৃষ্ণ হেন মহাত্মার বিরাট ব্যক্তিত্বের সম্মুখে। সেই হিসাবে যেমন শিষ্য তেমনই গুরুর বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত চমৎকারিত্ব লইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ফলে শ্রীকৃষ্ণার্জুনচরিত্র গুরুশিষ্য সম্পর্কের আদর্শ আলেখ্য হিসাবে অবিস্মরণীয় ঐতিহাসিক ঘটনায় পরিণত হইয়া বহু মানবের সশ্রদ্ধ অনুকরণের বিষয় হইয়া রহিয়াছে।

মূলতঃ কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গীর তারতম্য লইয়াই সাধারণ মানুষের মধ্যেও নিয়ত এই সম্পর্কের সৃষ্টি পুষ্টি সাধিত হইতেছে। মৃত্যুভীত ব্যক্তি মৃত্যুঞ্জয়ী মানুষ দেখিয়া মুগ্ধ হয়, বিপদবিমূঢ় ব্যক্তি বিপদে সম্যক্ উদাসীন ব্যক্তির প্রতি আকৃষ্ট হয়, শোকাচ্ছন্ন ব্যক্তি বীতশোক ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধানত হয়; সর্বরূপে দৈন্যগ্রস্ত ব্যক্তি অভাবের ঐশ্বর্য দেখিয়া মুগ্ধ হয়; অকিঞ্চনকে আপ্তকাম দেখিয়া ক্ষুধা তৃষ্ণা আধি ব্যাধি পীড়িত মানুষ আশ্রয় স্বরূপে গ্রহণ করে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে সুখদুঃখের ঘাতপ্রতিঘাত মানুষকে পাগল করিয়া দেয়, সেই সুখদুঃখের দ্বন্দ্ব যেখানে আদৌ নাই, আর্ত মানুষ তেমন মানুষের চরণে স্বচ্ছন্দচিত্তে শরণ লয়। এমনি করিয়া যাহার যেখানে ব্যথা, সেই ব্যথার যেখানে একান্ত এবং অত্যন্ত অভাব দৃষ্ট হয়, মানুষ সেই স্থানেরই সহায়তা লাভ করিয়া ব্যথামুক্ত হইতে যত্নশীল হয়। ঘটনাক্রমে পরস্পরের সান্নিধ্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে অন্তরের এই পরিবর্তনের দ্বারাই শ্রদ্ধা বিনিময় ঘটিয়া থাকে। ব্যবহারিক জীবনে একজনের সঙ্গে আর একজনের আন্তরিক পরিচয়ের ফলে একের শ্রদ্ধা অন্যের সম্বন্ধে অত্যন্ত সহজেই যেখানে সর্ব্বোচ্চস্তরে উন্নীত হইয়াছে, সেইখানেই গুরুশিষ্য সম্বন্ধ স্থাপিত হইবার উপযুক্ত ক্ষেত্র।

মানুষের সঙ্গে মানুষের ঘনিষ্ঠ ব্যবহার জীবনে আজ পর্য্যন্ত যতখানি ঘটিয়াছে, কোন ব্যক্তিবিশেষের সব চেয়ে শ্রদ্ধার পাত্র যে তাহার মধ্যেই থাকিবেন, এমন কোনই কথা নাই। একদিন যিনি সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য, জীবনে সব চেয়ে ঘনিষ্ঠতম আত্মীয়রূপে পরিগণিত হইবেন, হয়ত কাহারো পক্ষে এখনো সেই তিনি অজ্ঞাতপরিচয় হইয়া দূরেই রহিয়াছেন। সেই অবস্থায় মানুষ তাহার ইষ্টতমকে খুঁজিয়া বাহির করিবে কেমন করিয়া? জগতে অগণিত লোক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মানুষে মানুষে ব্যবধান স্থানের দ্বারা, কালের দ্বারা, পরস্পরের অবস্থিতি দ্বারা এবং যথাপ্রাপ্ত জ্ঞানের দ্বারা দূর রূপেই পরিণত হইয়া রহিয়াছে। এ হেন ক্ষেত্রে সংশয়াতীত নির্ভুলভাবে বাঞ্ছিত মিলন কেমন করিয়া ঘটিবে ?

নিঃসংশয়রূপে গুরুলাভ করার সুপরিচিত এবং বহু মহাজন-অনুমোদিত সাধনপদ্ধতি সাধক-সমাজে প্রচলিত আছে। সদ্‌গুরু লাভ করিয়া জীবনকে যাঁহারা শ্রীভগবানের চরণে সমর্পণ করিতে ব্যাকুল, তাঁহারা কথিত উপায়ে অগ্রসর হইলে যে নিশ্চয় অচিরকালমধ্যে স্ব স্ব গুরুর নিশ্চিত সন্ধান লাভ করিবেন, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সংশয় নাই।

যে অপরিচিত গুরুদেবকে কাহারো খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে, তাঁহার সম্বন্ধে একটা খবর সাধকগণের পাকা করিয়াই জানা আছে। তিনি হইবেন ভগবান স্বয়ং। ভগবান নিজে ভিন্ন আর কেহই ভগবানলাভের গুরু হন না। আর সেই ভগবান সর্বব্যাপীরূপে সকলের অন্তর বাহির ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছেন। জগতে সমস্ত ধর্ম—জগতের সর্বদেশের, সর্বকালের সমস্ত মহাত্মাগণ—একবাক্যে প্রচার করিয়াছেন যে ভগবান সর্বব্যাপী এবং সর্বশক্তিমান। কাহারো ভগবানই এর চেয়ে কম নন। ইহার উপরে আরো একটু সংবাদ বিশেষভাবে স্মরণীয় যে এই ভগবান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্বমানবেরই অন্তর্য্যামীরূপে সকলেরই অন্তরে জাগ্রত জীবনরূপে মানুষের সব চেয়ে কাছে আছেন। জগদ্গুরুরূপে শ্রীভগবান বলিয়াছেন, "ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাম্ হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি, ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া।"
ঈশ্বর সর্বপ্রাণীর হৃদয়ে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। হৃদয়ে বসিয়া সমস্ত জীবকে তিনি অহরহ যন্ত্রচালিতবৎ পরিচালিত করিতেছেন।

এই যে অত্যন্ত কাছে স্বীয় হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত এবং প্রতিনিয়ত সকলকে পরিচালনায় নিযুক্ত—তমেব শরণং গচ্ছ—ঈশ্বর বলিয়া তুমি ইহাকেই ধরিতে বুঝিতে চেষ্টা কর, ভগবান বলিয়া তুমি এই জাগ্রত ভগবানেরই শরণ লও।

ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে এবং তাঁহার অবস্থান সম্বন্ধে এই যে কথাগুলি বলা হইল, শিষ্যত্বের সাধনায় সফলতার জন্য এই কথাগুলি অবশ্যই মানিয়া লইতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে যে—আমরা মানিয়া লইবার কথাই বলিতেছি—জানিয়া লইবার নয়। তাঁহাকে জানিতে বিলম্ব অবশ্যই হইতে পারে। কিন্তু মানিয়া আরম্ভ করিতেই হইবে। আমাদের জ্ঞান বলিয়া মনে করিয়া, জীবনের অধিকাংশ জ্ঞানই ত না জানিয়াই মানিয়া লইয়াছি। কাজেই প্রয়োজন বোধ হইলেই অনেক কিছু আমরাও মানিয়া চলিতে পারি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্ব্বত্র মানিয়া চলিব, কেবল ভগবানের বেলায় বাহানা যে না জানিয়া মানি কি করিয়া, এ ধৃষ্টতা অমার্জনীয়। বেদবেদান্তে স্মরণাতীত কাল হইতে উদ্‌গীত, সর্বদেশের সর্বকালের ধর্মাচার্যগণ কর্ত্তৃক অভ্রান্ত বলিয়া প্রচারিত এবং সত্যবোধে নিত্য সেবিত সত্যকেও যদি মানার যোগ্যতা আজও না হইয়া থাকে, তবে কি ভগবান, কি গুরু, কাহারও এমন জীবনে উপাসিত হইবার সময় আসে নাই। ভবিষ্যতে অবশ্যই আসিবে। এরূপ ক্ষেত্রে সেই সুযোগের জন্যই অপেক্ষা করিতে হইবে। আর যাঁহারা অবনত মস্তকে কথিত সত্য মানিয়া লইতে প্রস্তুত, তাঁহারা সর্বব্যাপীরূপে অন্তরে বাহিরে সদা বিদ্যমান এই ভগবানের সান্নিধ্য স্মরণ করিয়া অন্তর্ব্যামীরূপে, জীবনরথের জাগ্রত সারথীরূপে তিনিই যে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন, এ সত্যের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া প্রার্থনা করিবেন ঃ—সংসার পথে চলিতে চলিতে চরণযুগল ক্ষত বিক্ষত ; সুখ দুঃখের অবিশ্রান্ত ঘাতপ্রতিঘাতে হৃদয় মন, ছিন্ন ভিন্ন ; দৃষ্টি সর্বদিকে সংশয়াচ্ছন্ন, সর্বরূপে দীন আর্ত এই জীবনে কখনো কখনো তোমার কথা স্মরণ হয় ; সাধু সজ্জনগণের কথা শুনিয়া কখনো কখনো তোমার শরণ লইয়া নিশ্চিন্ত হইবার লোভ হয় ; কিন্তু অন্তর্যামী জান তুমি যে আমি ত সর্ব্বদিকেই সংশয়াত্মা ; সর্ব্বসংশয়ভঞ্জনকারী তুমি, সহায় হও।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যত বড় পাপীই হই না কেন, জীবনে যত দুরাচারই জমিয়া থাকুক, তবু তোমার অস্পৃশ্য হই নাই। তোমার নিজের দেওয়া সেই আশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়াই বলিতেছি, তোমার সন্নিহিত হওয়ার উপায়, কৃপাময়, তুমি নিজেই করিয়া দাও। জগতের সর্বমানবের পথপ্রদর্শক ত একমাত্র তুমি। ওগো সর্বমানবের গুরো, অন্ধ নির্বোধ আমাকে তুমি দেখাইয়া দাও, বুঝাইয়া দাও, কোথায় তুমি আমার গুরু হইবার জন্য স্নেহভরা বুকে অপেক্ষা করিতেছ—ইত্যাদি।

এখানে আর একটা কথা বিশেষ জ্ঞাতব্য। গুরু অন্বেষণকারী সাধকের মানসিক প্রার্থনা নানাভাবে ও ভাষায় প্রকাশিত হইবে ইহাই স্বাভাবিক। ব্যাকুলতা স্বতঃই মানুষের মনোভাবকে নানারূপে সাজাইয়া দেয়। এই ক্ষেত্রে প্রার্থনা ব্যাপারে জগদ্গুরুকে উদ্দেশ করিয়া আদর্শ শিষ্য শ্রীঅর্জ্জুনের মুখে যে মন্ত্রটি দেওয়া হইয়াছে তাহা অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইলে প্রার্থনা বেশী জীবন্ত ও জোরালো হয় অনেকের এইরূপ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। শ্রীঅর্জ্জুনের মুখের কথা বলিয়া প্রথিত, শ্রীকৃষ্ণ ভগবানকে প্রত্যক্ষভাবে লক্ষ্য করিয়া উচ্চারিত এবং কার্য্যত যে মন্ত্রের রহস্যমণ্ডিত শক্তি ও সহায়তায় মর্ত্য মানবের জন্য দেববাঞ্ছিত জ্ঞানের অক্ষয় ভাণ্ডার গীতামৃতরূপে জাগিয়া উঠিয়াছে, শ্রীগুরু স্মরণে বিশেষ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া সেই মন্ত্রের সহায়তা গ্রহণ করিলে সাধক যে সফলতা সম্বন্ধে মনে মনে অধিকতর ভরসা পোষণ করিবেন, আমাদের ও মনে হয় ইহাই স্বাভাবিক। কিন্তু তবুও এ বিষয়ে সাধকের রুচিপ্রকৃতি অনুযায়ী প্রার্থনার যেইরূপ নিজের কাছে বেশী মনোজ্ঞ মনে হয়, তিনি প্রার্থনাকে তদনুসারেই গ্রহণ করিবেন। "শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্" বলিতে যদি বেশি ভাল লাগে, উত্তম; না হয় মনোভাবের অবস্থানুযায়ী যখন যেমন ভাষা সমাবেশ ভাল লাগে, প্রযত্নকারী তদনুরূপ প্রার্থনারই সহায়তা লইবেন। অধিকন্তু কখনও মন্ত্র, কখনও নিজের মর্মের ভাষা, এই উভয় পন্থা অবলম্বনেও ত কোন আপত্তি নাই। মূল কথা প্রার্থনা যে ভাবে বা ভাষায় বেশি মর্মস্পর্শী হয়, তাহাই গ্রহণীয়।

প্রার্থনা বিভিন্ন লোকের প্রকৃতি এবং প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন হইবেই। প্রার্থনার প্রাণ আন্তরিকতা। স্বীয় জীবনের যে দুর্বলতা নিজের কাছে ধর্মজীবন লাভের অন্তরায় বলিয়া বোধ হয়, সেই দুর্বলতাই বিশেষ করিয়া ভগবানের দৃষ্টির সম্মুখে উপস্থিত করিতে হইবে। তিনি সব জানেন, এই ফাঁকির উপর নির্ভর করিলে চলিবে না। আমারই স্পষ্ট করিয়া বলিতে হইবে আমার নিজের গোপন দুর্বলতার কথা। দুর্বলতার কথা তাঁহার কাছে সরল সহজ ভাবে প্রকাশ করিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারিলেই সব দুর্বলতার মূলোচ্ছেদ হইবে। প্রার্থনার আর একটা প্রয়োজনীয় অঙ্গ—নিয়ত অন্তরে স্মরণ রাখা যে যাঁহাকে বলিতেছি, তিনি আমার অতি সন্নিহিত, আমার সমস্ত কথাই তিনি পরম আত্মীয়ের মত সহৃদয়তা দিয়া শুনিতেছেন। আর প্রাণে প্রাণে বিশ্বাস করিতে হইবে যে, সমস্ত অভাব পূর্ণ করিবার শক্তি এবং ইচ্ছা সর্বশক্তিমান তাঁহাতে সর্বদাই রহিয়াছে।

এইরূপ প্রার্থনা মনে মনে যথাসম্ভব জাগাইয়া রাখিতে হইবে। চলিতে ফিরিতে, বিশ্রাম কালে, শয়নের পূর্বে, প্রাতে ঘুম ভাঙিয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গেই এই প্রার্থনা উচ্চারিত হইলেই ভাল হয়। প্রার্থনা শব্দ করিয়াই হইবে, কি মনে মনে, তাহা সাধকের রুচি প্রকৃতি অনুযায়ী এবং স্থান কাল পাত্র অনুযায়ী যেমন হইতে পারে তেমনই হইবে। মোট কথা প্রার্থনার সফলতা আমার লাভ করিতেই হইবে, মনে এইরূপ দৃঢ় সংকল্প ধরিয়া রাখিতেই হইবে। সফলতা সম্বন্ধে মনের কোন সংশয়কেই প্রশ্রয় দিতে হইবে না। এ বিষয়ে একটা সাধারণ সংশয় অনেক সাধকের মনে উপস্থিত হয় এই যে ভগবান আমার মত একজন অতি সামান্য লোকের প্রার্থনা শুনিয়া আমাকে গুরুলাভের উপায় নিজেই বলিয়া দিবেন, এ-ও কি সম্ভব?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অসম্ভব হইবে কেন? মানুষের লৌকিক দৃষ্টির ছোট বড়, উচ্চ নীচ, আপন পর বোধের দৃষ্টি যে ভগবানের নয়, ইহা কখনই ভুলিলে চলিবে না। তিনিও যদি মানুষের মত করিয়াই জানিতেন বুঝিতেন, তবে তিনিও হইতেন একজন জীব এবং এমন জীব কখনো বিশ্বের উপাস্য হইতেন না। তিনি নিজেই বলিয়াছেন—

"সমোহহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহং।"

আমি সর্বভূতের পক্ষেই সমান। আমার দৃষ্টিতে কেহ বিদ্বেষের পাত্র বা প্রিয়পাত্র বলিয়া বিভেদ নাই। কিন্তু আমাকে যে ভক্তিপূর্বক ভজনা করে, আমি তার হই এবং সে আমার হয়। শ্রীভগবানের কথার তাৎপর্য এই যে, জীবে জীবে কোন পার্থক্য আমার দৃষ্টিতে নাই। কিন্তু ভক্ত আমার সঙ্গে যুক্ত হইয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। আমাশূন্য মানুষ নিজেও নিজেকে ছোট বলিয়া বোধ করে এবং অন্যেও তাহাকে ছোট বলিয়াই দেখে। ফলতঃ মানুষে মানুষে তফাৎ হয় ভগবানের সঙ্গে যোগে বা বিয়োগে।

দেহের সর্বাঙ্গই—কেশাগ্র হইতে নখাগ্র পর্যন্ত—যেমন প্রাণের পক্ষে সমান এবং যেই জন্য প্রাণপ্রদত্ত পুষ্টির সহজ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অধিকার প্রাণের কাছে নিঃসঙ্কোচে পুষ্টির অংশ দাবী করিতেও পারে এবং প্রাণও নিঃসঙ্কোচে তাহা দিয়া থাকে—সৃষ্টির সঙ্গে স্রষ্টার সম্পর্কও তেমন সর্বাঙ্গীন ভাবেই সমান। স্রষ্টার দান সকলেরই জন্য এবং সৃষ্টিরও গ্রহণের অধিকার সমান। জগতের পাওয়া না পাওয়া, হওয়া না হওয়ার তারতম্য, গ্রহণের তারতম্যে ঘটিয়া থাকে।

প্রকৃত কথা এই যে, এইরূপ সংশয় একেবারেই ভিত্তিহীন। মানুষ মাত্রকেই না চাহিতে তিনি যাহা দিতে পারিয়াছেন, কবির ভাষায়, "না চাহিতে তুমি যা করেছ দান, আকাশ, আলোক, তনু মন, প্রাণ"—তাহা দেখিয়া তাঁহার দানে সঙ্কোচ আশঙ্কা করিবার কিছুমাত্র সঙ্গত কারণ নাই। ভুলিলে চলিবে না যে তিনি সত্যসত্যই দয়াময়। দেওয়াই তাঁহার স্বভাব—সর্বোপরি চাহিলে যিনি নিজেকেই দিতে পারেন, তাঁর অদেয় সংসারে কি থাকিতে পারে ?

আর এক কথা—এই সাধনায় মানুষ ভগবানের কাছে চাহিতেছে কি বস্তু ? ধন সম্পত্তি, পদপ্রতিষ্ঠা জগতে মূল্যবান বলিয়া বিবেচিত কোন কিছুই নয়—শুধু তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবার নির্ভুল সহায়তা। ইহাতে দয়াময়, প্রেমময় বলিয়া যিনি বিদিত, তাঁহার আপত্তি হইবে কেন ? বিশেষতঃ তিনি ত নিজ মুখেই স্বীকার করিয়াছেন যে জগতের খুব কম লোকেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহাকে চাহিয়া থাকে। তাঁহাদের মধ্যে আবার অনেকেই রাস্তায় চলিতে চলিতেও পথভ্রান্ত হয়। কেন তাহা স্পষ্ট বলা নাই—তবে সহজেই বুঝা যায়, কোন ক্ষুদ্র প্রাপ্তির মোহে।

ইত্যবস্থায়ও তিনি দুর্বল, দৃষ্টিহীন, তাঁহার পথের নবাগত পথিককে প্রার্থিত হইয়াও সহায়তা করিবেন না, ইহা কি কখনো সম্ভবপর হইতে পারে? জ্ঞাতসার ব্যক্তি নিঃসঙ্কোচে দৃঢ়তার সঙ্গে বলিবেন, এমন হয় না, এমন কখনো ঘটিবে না। সাধনার ত্রুটি সাধকের দিকেই ঘটিতে পারে, ঘটিয়া থাকে। ভগবান স্বরূপতঃ পূর্ণ, এবং সেইজন্য তাঁহার ক্ষুদ্র বৃহৎ যাবতীয় ব্যবহারও পূর্ণ।

একরকমের সংশয়চিত্ত জড়বুদ্ধি মানুষ আছে যাহারা ভাবে যে মানুষ যেমন মানুষের কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া পথ জানে, উপায়ের সন্ধান লয়, মানুষ কি কখনো ভগবানের কাছ হইতে পথের সম্বন্ধে, উপায়ের সম্বন্ধে তেমন প্রত্যক্ষ সুস্পষ্ট নির্দেশ পাইতে পারে? গোপন মনোভাবটা এই যে ভগবান কি এতটা সত্যই পারেন? যদি সত্যই সংশয় হয় যে এতটা ভগবানেও অসম্ভব, তবে আর কষ্ট করিয়া তাঁহাকে খুঁজিয়া মরা কেন? যাঁহাকে পাওয়ার আন্তরিক ইচ্ছা লইয়া পথের নির্দেশ চাহিলে ততটুকুও সহায়তা দিতে রাজী হন না, বা করিয়া দিতে পারেন না,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এমন অক্ষম উদাসীন ভগবানকে পাইলেই বা লাভ কি, আর পাইবারই বা বিশেষ ভরসা কি ?

তুমি যদি তেমন জাতীয় ভাবুক হও, তবে তোমার জন্য আমাদের পরামর্শ, এখনকার মত এ চেষ্টা তোমার থাক্। ভগবান সম্বন্ধীয় ধারণা সুসঙ্গত হইলে তখন এদিকের চেষ্টা করিও।

এরূপ সাধনায় গুরু সম্বন্ধীয় যে নির্দেশ মানুষ প্রাপ্ত হয়, তাহা সাধকের প্রকৃতি এবং জ্ঞান-ভূমিকার বিভিন্নতা অনুযায়ী নানা প্রকারের হইয়া থাকে। সেই বিভিন্ন প্রকারগুলি এখানে আমরা উল্লেখ করিব না। কি কি ভাবে নির্দেশ আসিতে পারে, সে সম্বন্ধে কোনও পূর্ব-ধারণা মনে থাকিলে, অনেকে উহার একটাকেই ভাবিয়া ভাবিয়া সত্য করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিবেন, এমন আশঙ্কা করিবার কারণ আছে। এ সম্বন্ধে কোন পূর্ব-সংস্কার যথাসম্ভব না থাকাই ভাল। যিনি কৃপা করিবেন, সাধকের প্রয়োজন ও সামর্থ্য বুঝিয়া কৃপার রূপও তিনিই নির্ধারণ করিবেন, এইরূপ বুদ্ধির অপেক্ষাই এ ক্ষেত্রে বাঞ্ছনীয়। নির্দেশ যেই রূপ্ নিয়াই ফুটিয়া উঠুক না কেন, সাধকের পক্ষে সেই প্রকাশ হইবে সংশয়াতীত সত্য। ইহাই হইবে এই নির্দেশের বৈশিষ্ট্য। যদি প্রাপ্ত নির্দেশে সংশয়ের কোন অবসর

১৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকে, তবে বুঝিতে হইবে যে নির্দেশে ভেজাল আছে অর্থাৎ সাধকের নিজেরই মনের কারসাজি আছে। সংশয় মনোধর্ম—সংশয়াতীত হইয়া প্রকাশিত হওয়াই সত্যের শাশ্বত ভঙ্গী।

এইভাবে যাঁহারা ভগবৎকৃপায় গুরুর সন্ধান প্রাপ্ত হইয়া সাধনা আরম্ভ করেন, তাঁহাদের সাধনা একটা সুনিশ্চিত ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই অগ্রসর হয়। কি গুরু সম্বন্ধে, কি সাধনার চরম সার্থকতা সম্বন্ধে—তাঁহাদের মনে কোনও অবাঞ্ছিত সংশয়ের ভাব জাগ্রত থাকিয়া তাঁহাদের অগ্রগতির বিঘ্ন উৎপাদন করিতে পারে না। যাত্রী যেমন ঠিক গাড়ী ধরিতে পারিলে পথের কথা আর নিজে ভাবে না এবং গন্তব্য স্থানে পৌঁছিবার সম্বন্ধেও আর সংশয় পোষণ করে না, তেমনি সাধনার পথে স্বীয় গুরু সম্বন্ধীয় সঠিক সংবাদ যিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনিও সাধনা সম্বন্ধীয় ইতিকর্তব্যতা নির্ণয়ের সম্যক্ ভার শ্রীগুরুতে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিত নিরুদ্বেগে অকম্পিত পদে সাধন পথে চলিবার সৌভাগ্য লাভ করেন। জগতে সাধনায় যাঁহারা বিশিষ্ট সার্থকতা লাভ করিয়া নিজের জীবন ধন্য করিতে সমর্থ হন এবং অন্য বহুজনেরও পথপ্রদর্শক হন, তাঁহারা সকলেই শ্রীগুরু সম্বন্ধীয় সুনির্ধারিত জ্ঞান লইয়াই অগ্রসর হইয়া থাকেন, ইহা সুবিদিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্ব পূর্ব জন্মের সুকৃতির ফলে শ্রীগুরুতে ঈশ্বর-বুদ্ধি যাঁহারা সহজাত সংস্কার রূপেই প্রাপ্ত হইয়াছেন, কিম্বা যাঁহারা বর্তমান জীবনের তপস্যার ফলে শ্রীগুরুতে ঈশ্বরবুদ্ধি স্থাপনের যোগ্যতা অর্জন করিয়াছেন, এই দুই শ্রেণীর সাধক ব্যতীত আর সমস্ত সাধকেরই গুরুলাভ করিয়াও এক নূতন সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়। শাস্ত্র এবং পূর্বাচার্যগণ একবাক্যে উপদেশ দিয়াছেন যে, স্ব স্ব নির্বাচিত গুরুকে ঈশ্বরবুদ্ধিতে দেখিতে হইবে। অসমর্থ হইলে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয়। এই উপদেশের তাৎপর্য শিষ্যের পক্ষে সর্বদাই বিশেষভাবে স্মরণীয়। যেহেতু ভগবানকে লাভ করিতে হইলে, তাঁহাকেই আমার শ্রীগুরুরূপে লাভ করিতে হইবে, সেই জন্য প্রাপ্তগুরুতে ঈশ্বরবুদ্ধি না রাখিলে, শ্রীভগবানকে প্রাপ্ত হওয়ার সুযোগই আমার পক্ষে লুপ্ত হইয়া যাইবে।

কিন্তু তথাপি শ্রীগুরুর সঙ্গে ব্যবহারে এই ভাবটিকে জীবনব্যাপী জাগ্রত করিয়া রাখা সহজসাধ্য নহে। অভ্যাস ও সংস্কার বশতঃ আমার জ্ঞানে মানুষরূপে প্রকাশিত একজন যে আমার মত না হইয়া ভগবানের মতও হইতে পারেন, ইহা ধারণা করাই দুঃসাধ্য ব্যাপার—ব্যবহারিক জীবনে এই সত্য নিত্য অনুসরণ করিয়া চলা ত পরের কথা। সেইজন্যই মানুষকে দেখিলে, মানুষ বলিতে যতটুকু গুণজ্ঞানের ধারণা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাদের বুদ্ধিতে আছে, তার চেয়ে বেশী কিছুর অধিকারী বলিয়া কাহাকেও সহজে মনে হয় না। যে জন্য ভগবান নিজেও বলিয়াছেন :—

"অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।"

মনুষ্যরূপী আমাকে মানুষ অবজ্ঞার দৃষ্টিতেই দেখিয়া থাকে।

এখানে সর্বপ্রথম বিচার করিয়া দেখা দরকার, একজন মানুষকে ঈশ্বরবোধে ব্যবহারের যে উপদেশ, শাস্ত্র ও ধর্মাচার্যগণ দিয়া থাকেন, সেই উপদেশটি কার্যে পরিণত করা আদৌ সম্ভবপর কিনা।

এ সম্বন্ধে প্রথম কথা, শাস্ত্র ও আচার্যগণ কোনও কালে কখনও মানুষকে এমন কর্তব্যের উপদেশ দেন না, যাহা মূলতঃই অসম্ভব। যেহেতু ভগবান সর্বব্যাপী ও সর্বশক্তিমান-রূপে, জগতে যাহা কিছু আছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহার সমস্ত ব্যক্তি ও বস্তুতেই—এক কথায়, জগতের সর্ব প্রকাশে প্রকাশে পূর্ণভাবে বিরাজমান, সেইজন্য সর্বক্ষেত্রে সর্বদাই তাঁহার আবির্ভাব একান্তই সম্ভবপর। এই সত্য স্মরণ করিয়াই মানুষকে জগতের যে কোন বস্তু অবলম্বন করিয়াই ভগবদনুসন্ধানের উপদেশ নিঃসঙ্কোচে দেওয়া হয়। যে কোন জাগতিক বস্তু অবলম্বনে ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হইবার পরামর্শ জগদগুরুরূপে শ্রীভগবান গীতায় পুনঃপুনঃ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিয়াছেন। "সর্বং খলু ইদং ব্রহ্ম", "যদিদং কিঞ্চ তৎ সত্যম্", "আত্মৈবেদং সর্বং", ইত্যাদি প্রত্যক্ষ আশ্বাসপূর্ণ বাক্যে বিভিন্ন উপনিষদ পূর্ণ। ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, বাতাস, সূর্য, চন্দ্র আদি অবলম্বনে ব্রহ্ম উপাসনার বিস্তারিত বিবরণ উপনিষদে নানাভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। শিলামূর্তিতে, মৃন্ময়মূর্তিতে, ঘটে এবং পটে, ঈশ্বর উপাসনার অনুষ্ঠান আজও ভারতবর্ষের বহুস্থানে নিত্য অনুষ্ঠিত হইতেছে। পাষাণময়ী, মৃন্ময়ীমূর্তিতে, যদি সত্য সত্যই প্রত্যক্ষ মাতৃরূপে আবির্ভূত হইবার সম্ভাবনা স্বীকৃত হইতে পারে, তবে তেমন দেশে, তেমন ধর্মবুদ্ধিবিশিষ্ট মানুষের কাছে, ভূত মহেশ্বর নরদেহে ভগবানের প্রত্যক্ষ আবির্ভাব অসম্ভব বিবেচিত হইবে কেন ?

সর্বোপরি শ্রীগুরুতে ঈশ্বরবুদ্ধি করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়া জীবন ধন্য করিয়াছেন, এমন দেহধারী বহু মহাত্মা আজও ভারতমাতার বক্ষ অলঙ্কৃত করিয়া বিদ্যমান রহিয়াছেন। কাজেই সত্যদৃষ্টিতে এই উপদেশ সর্বথা যুক্তিসঙ্গত এবং প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত। তথাপি যে মানুষের এ বিষয়ে সংশয় হয়, তাহা অজ্ঞানজনিত মূঢ়তার ফল। অভ্যাসের দ্বারা বুদ্ধির মলিনতা বিদূরিত হইলেই সত্যদৃষ্টির যোগ্যতা মানুষের দিনে দিনে বর্ধিত হইতে থাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যদিও ভগবান সর্বভূতে সমভাবেই বিদ্যমান, তবুও মানুষের প্রকৃতিগত ঈর্ষা দ্বেষ এবং হেয় উপাদেয় বুদ্ধির ফলে সর্বত্রই সমবুদ্ধিতে, সমান উৎসাহে ভগবদুপলব্ধির চেষ্টা করা সহজসাধ্য নহে। এইজন্যই শ্রীভগবান গীতায় বিভূতিযোগে, অর্জুন যখন বিশেষভাবে জানিতে চাহিলেন—

"কথং বিদ্যামহং যোগিস্ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্।
কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোঽসি ভগবন্ ময়া ॥"

হে যোগিন্, তোমাকে জানিবার জন্য কি কি ভাবে তুমি আমার বিশেষ চিন্তনীয়? তদুত্তরে শ্রীভগবান অর্জুনকে প্রথমতঃ চিন্তনীয় বিষয়ের বিভিন্ন জাতীয় জিনিষের মধ্যে, যে জাতীয় জিনিষের যে বিষয়টী বিশেষ করিয়া মানুষের মন ও দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সেই সেই বস্তুতে ভগবানের বিশেষ আবির্ভাব অনুভব করিবার চেষ্টা করিতে বলিলেন। সাধক এই জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে অভ্যস্ত হইলে, জগতে সমষ্টিগত যত বিষয় রহিয়াছে, তাহার মধ্যে—

"যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্ ॥

"জগতের যে যে অস্তিত্ব প্রকাশমহত্ত্বে সুন্দর ও সমুজ্জ্বল, তুমি সেই সেই সত্ত্বাকেই আমার তেজাংশসঞ্জাত বলিয়া অনুধাবন করিও। যেখানে যাহাই বিশেষ সুন্দর, বিশেষ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উজ্জ্বল, বিশেষ করিয়া মহান্, তাহাতেই আমার বিশিষ্ট প্রকাশ দেখিতে অভ্যস্ত হও। এমন করিয়া সৌন্দর্য, ঔদার্য, মহত্ত্ব দেখিলেই তোমার যদি আমাকে দেখিতেছ বলিয়া বোধ হয়, তখন আর নানা বহুতে আমাকে অনুসন্ধানের প্রয়োজন তোমার থাকিবে না। তোমার বুদ্ধি নিঃসংশয়ে মানিয়া লইবে যে, বিশ্বরূপে দৃশ্য যাহা কিছু, সমস্তই আমার ভূমা-সত্ত্বার অংশ মাত্র জুড়িয়া রহিয়াছে।”

যে কেহ গুরুরূপে যাঁহাকে নির্বাচন করেন, তিনি যে সেই সেই শিষ্য-দৃষ্টিতে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, এমনই ত হওয়া স্বাভাবিক।

যে মহত্ত্ব তাহাকে শিষ্যত্বে আকৃষ্ট করিয়াছে, সেই দিকে সর্বদা দৃষ্টি রাখিয়া চলিলে, শ্রীগুরুর আর সকলের সঙ্গেই একাকার হইয়া যাওয়ার আশঙ্কা, কম হওয়ারই কথা। মনে রাখিতে হইবে, গুরুর অন্য সকলের সঙ্গে পার্থক্য তাঁহার অন্তরের সম্পদে। যতক্ষণ শিষ্য শ্রীগুরুর অন্তরের পরিচয় পাওয়ার সুযোগ না পাইবেন, ততক্ষণ বাহ্যদৃষ্টি প্রভাবে তাঁহার মনের গুরু সম্বন্ধীয় উচ্চভাব কখনই স্থায়ী হইবে না। বাহ্যদৃষ্টিতে সাধারণ বাসগৃহে এবং ঠাকুরঘরে পার্থক্য বিশেষ কিছুই নাই; বরং আজকাল ঠাকুরঘর অধিকাংশ ক্ষেত্রে বহিরবয়বে একটু কম শ্রীযুক্ত হওয়ারই সম্ভাবনা। কিন্তু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দর্শক যদি কোনক্রমে একবার ঠাকুরঘরের দেবতাকে দর্শন করেন, তবে যেমন চিরকালের জন্য ঐ দেবস্থান সম্বন্ধে একটা শ্রদ্ধার ভাব তাহার মনে জাগিয়াই থাকে, সেইরূপ অন্তরের যে সত্য গুণগরিমার জন্য মনুষ্যবিশেষ গুরুর মর্যাদা প্রাপ্ত হন, শিষ্য যখন ভাগ্যবশে শ্রীগুরুর সেই অন্তর সৌন্দর্যের সত্য পরিচয় নিজেই প্রাপ্ত হইবেন, তখন তাঁহার আর কষ্ট করিয়া শ্রদ্ধালু হইবার প্রয়োজন হইবে না। মন সহজ এবং স্বাভাবিক ভাবেই গুণমুগ্ধ হইয়া শ্রীগুরুপদে লগ্ন হইয়া থাকিবে। শ্রদ্ধা রক্ষা করিবার পরামর্শ ও শিষ্যপক্ষে উদ্যম ততদিনের জন্যই প্রয়োজন, যতদিন না গুরুশিষ্যের অভিপ্রেত আন্তরিক যোগাযোগ ঘটিয়াছে। প্রাপ্ত গুরুর সাধনা সম্বন্ধীয় উপদেশ শ্রদ্ধার সঙ্গে অনুসরণ করিয়া চলিলে গুরুশিষ্যের এই আন্তরিক মিলনও অবশ্যই ঘটিবে। সাধকের সর্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে এই মিলন শুধু তাহার দুর্বল চেষ্টাতেই ঘটিবে, তাহা নহে। শ্রীগুরুর মহত্ত্বও সাধকের অন্তর্দৃষ্টির আবশ্যকীয় পরিবর্তনের জাগ্রত কারণরূপে বিদ্যমান থাকিয়া, উভয়ের মিলন সহজসাধ্য করিয়া দিবে।

যতদিন এরূপ না ঘটে, ততদিন গুরুশিষ্যের সম্পর্ক বিষয়ে কিরূপ বিচার বুদ্ধি অবলম্বন করিলে, ব্যবহারিক জীবনে শ্রীগুরু সম্বন্ধীয় উচ্চাকাঙ্ক্ষা স্বচ্ছন্দচিত্তে জাগরূক রাখা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সম্ভবপর হইতে পারে, সে সম্বন্ধে কয়েকটি প্রয়োজনীয় দৃষ্টিভঙ্গীর কথা এখানে আমরা উল্লেখ করিব। যদি কোনও সাধকের গুরুশিষ্য সম্বন্ধের স্বাভাবিক মর্যাদালাভ বিষয়ে আমাদের পরামর্শ সহায়ক হয়, তবেই আমরা কৃতার্থ বোধ করিব। সেই কথাগুলি বলিবার পূর্বে শ্রীগুরুতে ঈশ্বরবুদ্ধি রাখিতে হইবে—এই কথাটার প্রকৃত তাৎপর্য কি, তাহা আমরা একটু স্পষ্টতর করিয়া বুঝিয়া লইতে চাই। যে সত্য ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করিতে হইবে, তাহা যথাসম্ভব সুস্পষ্ট হওয়াই প্রয়োজন।

শ্রীগুরুকে ঈশ্বর বলিয়া বোধ করিতে হইবে—ইহার অর্থ অনেকেই মনে করেন যে আমার গুরু ঈশ্বর স্বয়ং, মানুষ নহেন। তাঁহাকে যে মানুষের মত দেখা যায়, ইহা একেবারেই অবান্তর ঘটনা। শ্রীভগবান স্বয়ং একটি বিশিষ্টরূপ পরিগ্রহ করিয়া শুধু আমার গুরু হইয়াই আবির্ভূত হইয়াছেন। এই কথাটাই আরও জোরালো করিয়া প্রকাশ করার চেষ্টা করা হয় এই বলিয়া যে—আমার গুরু অবতার। এই মতাবলম্বীদের মনের আশঙ্কা এই যে স্বয়ং ভগবানই যদি বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া গুরু সাজিয়া না আসিয়া থাকেন, তবে এই মনুষ্য কেমন করিয়া ঈশ্বর হইবেন? অনেক সময় মনুষ্যরূপী গুরুকে অবতার বলিয়াও নিজেরই সে কথায় বিশ্বাস হয় না, সে জন্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনেকে আবার দলবদ্ধ হইয়া 'অবতার' 'অবতার' বলিয়া ঘোষণা করেন এবং আরও লোককে এই কথা মানিয়া লইবার জন্য আহ্বান করেন।

শ্রীগুরু ঈশ্বরই, মনুষ্য নহেন—এইরূপ চিন্তার প্রথম গলদ এই যে, যেহেতু শ্রীগুরু ঈশ্বররূপেও যেমন সত্য, মনুষ্যরূপেও তেমনি, সেইজন্য শ্রীগুরুর যেমন তাহার (সাধকের) নিজের সঙ্গে, সেইরূপই সর্বসাধারণের সঙ্গে মনুষ্যবৎ ব্যবহার হয় এইরূপ বুদ্ধিতে শ্রীগুরুর ঈশ্বরত্বের প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ। যাহাকে মনুষ্য বলিয়াই প্রত্যক্ষ বোধ হইতেছে, তিনি কখনই মনুষ্য নহেন—নিছক ঈশ্বরই—এমন অবাস্তব পরামর্শে মন প্রবোধ মানিবে কেন?

ভগবান, ভগবান হইয়াও মানুষ হইতে পারিয়াছেন—শুধু মানুষ কেন, আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত যাহা কিছু সমস্তই হইতে পারিয়াছেন, এবং যখন যে নামে; যে রূপেই তিনি থাকুন না কেন, সেই নামে, সেই রূপেই তিনি ইচ্ছামাত্র পুরাপুরি ঈশ্বর হইয়া প্রকাশিত হইতে পারেন, ইহাই ত তাঁহার অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মহিমা। অধিকন্তু যখন তিনি সব সাজিয়া বসিয়া থাকেন, তখনও তিনি পরিপূর্ণ ঈশ্বরই থাকেন। ব্যষ্টিতে পূর্ণ, সমষ্টিতে পূর্ণ এবং যেখানে সৃষ্টি স্রষ্টা বলিয়া কিছুই নাই, সেখানেও পূর্ণ—"পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে"।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাদের বলিবার অভিপ্রায় এই যে শ্রীগুরুতে ঈশ্বরবুদ্ধি করিতে হইবে, ইহার অর্থ এই নয় যে তাঁহার মনুষ্যরূপে প্রকাশকে অগ্রাহ্য বা অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখিতে হইবে। শ্রীগুরু যে মনুষ্যরূপ আশ্রয় করিয়াই প্রকাশিত হন, ইহাকে ভক্তেরা তাঁহার বিশেষ কৃপা বলিয়াই দেখিয়া থাকেন। তাঁহার মনুষ্যভাবের প্রতি অশ্রদ্ধার ভাব রক্ষিত হইলে শ্রীগুরুরূপে প্রকাশ যে ভগবানের কৃপাময়ত্বেরই প্রকাশ, এই সত্যেরই মূলোচ্ছেদ করা হইবে। শ্রীভগবানের নরদেহে প্রকাশ একদিকে যেমন মানুষ কর্তৃক স্বচ্ছন্দে গৃহীত হইবার জন্য প্রয়োজনীয়, তেমনই মানুষকে নরদেহের মহত্ত্ব বুঝিবার সুযোগ দেওয়ার জন্যও প্রয়োজনীয়। বহুকাল নরদেহের ব্যক্তাব্যক্ত যাবতীয় দোষ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে দেখিবার ফলে, ধার্মিক সমাজে বহুস্থলেই দেহে বিতৃষ্ণা এবং দেহের প্রকৃত মূল্যজ্ঞানের অভাব প্রায় মজ্জাগত হইয়া রহিয়াছে দেখা যায়। এখন সময় আসিয়াছে পুনর্বার দেহের যথাযথ মূল্য স্বীকার করিবার সামর্থ্যের। এখনও, কখনো কখনো ভক্তের ক্ষীণ কণ্ঠে সাধনোপযোগী দেহলাভের ভাগ্যের প্রশংসা শুনা যায়। কিন্তু দেহপ্রাপ্তির দুর্ভাগ্যের কীর্তন আজও অনেক বেশী জাঁকালো।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুরুর সঙ্গে শিষ্যের সম্পর্ক মনুষ্যভাব আশ্রয় করিয়াই আরম্ভ হয় এবং বর্ধিত হইতে পারে; কারণ আরম্ভে এই মনুষ্যভাবই প্রত্যক্ষ সত্য। অপরদিকে, শিষ্যের তদানীন্তন জ্ঞানে শ্রীগুরুর ঈশ্বরত্বই থাকে কাল্পনিক। শিষ্যের যে পরিমাণে মনুষ্যভাবে ভরসা কম থাকে, সেই পরিমাণেই গুরুর সঙ্গে তাহার সম্পর্ক অবাস্তব হয়। যেহেতু বহুকাল পর্যন্ত মানবীয় সম্পর্কের ভাষাতেই সাধকের ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক বুঝিয়া লইতে হয়, সেইজন্য মানবীয় সম্পর্কের ভাষাকে যে পরিমাণে অবহেলা করা হইবে, সেই পরিমাণেই ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক কাল্পনিক হইয়া উঠিবে।

শ্রীভগবানকে বাদ দিয়া হিসাব করিতে গেলে মানুষে মানুষে সম্পর্ক যত ক্ষুদ্র বলিয়া প্রতীত হয়, সত্যতঃ এই সম্পর্ক তত ছোট নয়; মানুষের আত্মীয়তার রূপ ধরিয়া মানুষের সঙ্গে ভগবানের যে নিত্য লীলা চলিয়াছে, শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিলে তাহাও কম অঘটন ঘটন বলিয়া মনে হইবে না।

আত্মীয়তার উপলক্ষ্য একজনই—মনুষ্য। যে তাহাকে পিতা বলিয়া মানিয়াছে, ঐ মনুষ্যটিকে দেখিয়া তাহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় পিতা বলিয়াই; ঐ মনুষ্যের যিনি পিতৃত্ব স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহার দৃষ্টিতে মনুষ্যটি হয় প্রত্যক্ষ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুত্র, ভ্রাতার দৃষ্টিতে মনুষ্যটি হয় ভাই, স্ত্রীর দৃষ্টিতে হয় একজন স্বামী, বন্ধুর দৃষ্টিতে একজন বন্ধু এবং শত্রুর দৃষ্টিতে নিছক শত্রু।

একের সম্পর্ক অন্যের সম্পর্ককে একটুও আবরণ করে না। একই মুহূর্তে যদি সমস্ত আত্মীয়গণ লোকটিকে একই সঙ্গে নিরীক্ষণ করে, তবে সকলেই নিজ নিজ বিভিন্ন সম্পর্কেই লোকটিকে দেখিতে পাইবে। শত্রু শত্রুরূপেই দেখিবে, মিত্র দেখিবে বন্ধুকেই — একই ক্ষণে। যে দেহ-রঙ্গমঞ্চে প্রতিনিয়ত মানব সম্পর্কের এই অত্যাশ্চর্য রহস্যময় লীলা প্রত্যক্ষভাবে অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাহা কি অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখিবার বস্তু? ভাবের এই বিচিত্র বিলাস যাহার দেহ আশ্রয় করিয়া ঘটিতেছে, তাহার এই ব্যাপারে আদৌ কর্তৃত্ব নাই। পিতামাতার সম্মুখে "আমি" পুত্র হইয়া দেখা দেন। পুত্রের কাছে "আমি" উপস্থিত হন আহ্বান মাত্র, পিতারূপে; স্ত্রীর কাছে প্রকাশিত হন স্বামী হইয়া; বন্ধুর কাছে বন্ধুভাবে; এবং শত্রুর সমক্ষে শত্রুরূপে। ইহা একমাত্র ঈশ্বর শক্তিতেই সম্ভব। তিনি প্রতি দেহে দেহে অন্তর্যামীরূপে উপস্থিত থাকিয়া মানবজীবনের যাবতীয় অঘটন ঘটাইতেছেন। লৌকিক ব্যবহারে মানুষে মানুষে ব্যবহার মনুষ্যভাবকেই সীমা স্বীকার করিয়া যাবজ্জীবন চলে, মনুষ্যভাবেই মুগ্ধ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকে। গুরুরূপী মানুষের কাছে শিষ্য চাহিবে এই মনুষ্য-ভাবকে অতিক্রম করিয়া অন্তর্যামীরূপে মানুষে যে ঈশ্বরত্ব নিত্য বিদ্যমান, সেই ঈশ্বরত্বের সম্পর্ক লাভ করিতে। যাহা এতকাল মানুষের ব্যবহারমাত্র বলিয়া বোধ হইয়াছে, তাহা যে ঈশ্বরীয় ভাবেরই প্রত্যক্ষ অভিব্যক্তি, তাহা নিঃসংশয়ে বুঝিতে। মানুষ যদি মানুষকে মানুষমাত্র বলিয়াই গ্রহণ করে, তবে সে একজন মানুষকেই প্রাপ্ত হইবে, মানুষের কাছে মানুষের মত ব্যবহারই প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু কেহ যদি মানুষের পরমার্থ স্বরূপ স্মরণ করিয়া মানুষকে মানুষমাত্ররূপে দেখিয়াই পরিতৃপ্ত না হইয়া, তাঁহাকে তাঁহার অন্তর্নিহিত ঈশ্বরভাব বিমণ্ডিত করিয়া প্রাপ্ত হইতে চাহে, তবে তাহার এই উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে তাহার সতর্কভাবে জাগাইয়াই রাখিতে হইবে। মনুষ্যভাব যে ঈশ্বরীয়ভাবেরই আংশিক প্রকাশ—অংশ যে পূর্ণের বুকেই অবিচ্ছিন্নভাবে জাগিয়া রহিয়াছে—এই সত্যে আস্থা রাখিয়া মনুষ্যকেই তাহার ঈশ্বররূপে প্রাপ্ত হইবার তপস্যা করিতে হইবে। সহজ কথায়, আমরা যেখানে ভগবানকে ছোট করিয়া, 'মানুষ' করিয়া প্রাপ্ত হই, সেখানে মানুষকে বড় করিয়া, 'ভগবান' করিয়া পাইতে হইবে। মানুষকে আমরা যখন ছোট করিয়া দেখি, তখন সত্যকেই ছোট করিয়া দেখি; অন্যদিকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মানুষকে যদি ভগবান বলিয়া দেখি, তবে সত্যকেই সত্য করিয়া দেখি।

মানুষমাত্রকেই ভগবদ্বুদ্ধিতে দর্শন সত্যানুমোদিত। কিন্তু "কার্পণ্যদোষোপহতঃস্বভাবঃ" আমাদের, দৃষ্টিতে সর্বত্র ভগবদ্‌ভাব রক্ষা করিয়া চলা সহজসাধ্য নহে। কিন্তু গুরুরূপে যিনি আমার দৃষ্টিতে মহত্ত্বে অনন্যসাধারণ, তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া তাঁহারি অন্তরে মহতোমহীয়ানের অনুসন্ধানই সব চেয়ে সুসঙ্গত ব্যবস্থা।

মনুষ্যভাবে যাঁহার সঙ্গে সম্পর্ক আরম্ভ হইয়াছিল, তিনি যদি তাঁহাতে ঈশ্বরবোধ রক্ষা করিয়া চলার ফলে, ক্রমশঃ আমার বোধে ঈশ্বরীয়-ভাব-বিমণ্ডিত হইয়া প্রকাশিত হন, মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক যদি সত্য সত্যই আমার অন্তরে তাঁহার স্পর্শরূপে ফুটিতে থাকে, তাঁহার কণ্ঠে আমি যদি ভগবানের কথা শুনি, তাঁহার সান্নিধ্য যদি আমাকে তাঁহার দেহের আবরণ উন্মোচন করিয়া অন্তরেরই প্রত্যক্ষ স্পর্শ দান করে, তবে আমি যে বিশিষ্ট এক দেহে ভগবদ্ দর্শন লাভ করিয়া ধন্য হইব, তাহাই নহে, সর্বদেহেই যে তিনি বিদ্যমান, নরের চরণে প্রণত হইলে দেহাধিপতি নারায়ণই যে নিজমুখে স্পষ্টাক্ষরে আশীর্বাদ করিবেন, এই সত্য, এই বিশ্বাস, জীবনে স্বতঃসিদ্ধ হইয়া যাইবে। মানবদেহে তাঁহার ঈশ্বরীয় প্রকাশ,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মানবীয় ভিত্তিতে ঈশ্বরত্বের প্রতিষ্ঠার যোগ্যতারই প্রত্যক্ষ সুদৃঢ় প্রমাণ।

এ বিষয়ে যতকথা বলা হইল, তাহার সারমর্ম এই যে, মানুষের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে অজ্ঞানতার ফলে মানুষে মানুষে প্রচলিত ব্যবহারে যে অভ্যস্ত অবজ্ঞার ভাব সর্বদাই প্রকাশিত হয়, শ্রীগুরুর সঙ্গে ব্যবহারে তেমন মনোভাব সর্বথা বর্জনীয়।

মানুষ সম্বন্ধীয় সর্বোচ্চ ধারণাও গুরুবোধের তুল্যমূল্য হয় না; অথচ মনুষ্যত্বকে আশ্রয় করিয়াই আমার গুরুবোধে পৌঁছিতে হইবে। সেইজন্য মনুষ্যত্ব যে ঈশ্বরত্বেরই আংশিক প্রকাশ, ঈশ্বরত্বের ভিত্তিতেই যে মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, সসম্ভ্রমে সেই কথা স্মরণ করিয়া সম্পর্কের সূত্রপাত হইতেই শ্রীগুরুকে ঈশ্বরীয় মানুষ বলিয়া ভাবিতে হইবে। যাঁহাকে এখন মানুষমাত্র রূপেই দেখিতেছি, তিনিই কৃপাপরবশ হইয়া প্রত্যক্ষ ভগবানরূপে প্রকাশিত হইবেন, এই আশা দৃঢ়তার সঙ্গে অন্তরে পোষণ করিয়া চলিতে হইবে।

যদি মনুষ্যত্বের অভ্যস্ত মাধুর্যেই বিমুগ্ধ না হইয়া ধৈর্যের সঙ্গে ভগবদ্‌বিভূতি দর্শনের জন্যই অপেক্ষা করি, তবে শ্রীগুরুতে ভগবদ্-দর্শন অবশ্যই ঘটিবে। মানুষের মধ্যে যিনি প্রতিনিয়ত মানুষের সাধনা কামনা অনুযায়ী পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, স্বামী, পুত্র, কন্যারূপে একই দেহে বহু মাধুর্যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিজেকে প্রকাশিত করিতেছেন, সেই তিনিই একাধারে পিতা, মাতা, সখা, স্বামী, বন্ধু ইত্যাদি সর্ব আত্মীয়তার সমষ্টিগত মূর্তিমান মাধুর্যরূপে, শ্রীগুরুরূপে প্রত্যক্ষ হইবেন। সৎ-স্বরূপই যে স্বয়ং শ্রীগুরুরূপে প্রকাশিত হন, এই সত্যের উপলব্ধির দ্বারা শিষ্যও সদ্‌গুরুলাভে ধন্য হন। গুরুরূপী মানুষই অত্যন্ত সৎ, এই বুদ্ধিতে সদ্‌গুরুলাভ হয় না। "ওঁ তৎসৎ" বলিয়া যাঁহাকে বেদবেদান্ত নির্দেশ করিয়াছেন, সেই তিনিই আমার গুরুরূপে আমাকে কৃতকৃতার্থ করিয়াছেন— এই জ্ঞানই সদ্‌গুরুলাভের প্রমাণ। এই ভাবে যাঁহাদের গুরুলাভ হয়, তাঁহারাই সত্য করিয়া বলিতে পারেন—

"ত্বমেব মাতা পিতা ত্বমেব
ত্বমেব বন্ধু সখা ত্বমেব
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব
ত্বমেব সর্ব্বং মম দেব দেব।"

হে দেবাদিদেব, ত্বমেব, ত্বমেব, ত্বমেব—তুহুঁ, তুহুঁ, তুহুঁ—আমার সব (সকলের সব)—মাতা, পিতা, বন্ধু, সখা। জানা তুমি, জানার ফল তুমি—যেমন ভোগে, তেমন ত্যাগে। ছিলে তুমি, আছ তুমি, আর রহিবেও একমাত্র তুমিই— হে সর্ব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এমন যিনি হইবেন, তাঁহার কথাই কত না ঘটা করিয়া বলিবার চেষ্টা করিতে হয়। সকলের কাছেই তিনি এমনটি হইয়া এখনও প্রকাশিত হন নাই বলিয়াই বলিতে হয়। উদ্দেশ্য যে এত বড় সৌভাগ্যের সম্ভোগ হইতে যথা সম্ভব কেহ যেন বঞ্চিত না হয়। আর যাঁহারা গুরুকৃপার মহাজন বা গুরুকৃপায় মহাজন, তাঁহাদের সকলকেই বলি—নমো নমঃ, নমো নমঃ, নমো নমঃ।

যতক্ষণ আন্তরিক প্রত্যক্ষ সংস্পর্শের ফলে শ্রীগুরুমহত্ত্বের সম্বন্ধে শিষ্য নিঃসন্দেহ হইবার সুযোগ লাভ না করিয়াছেন, ততক্ষণ কিরূপ বিচার বুদ্ধির সহায়তা গ্রহণ করিলে, গুরুশিষ্যের আদি অন্ত যাবতীয় ব্যবহারেরই অসাধারণত্ব অনায়াসে শিষ্যের নজরে পড়িতে পারে, সেই কথাই এখন বলি—

সাংসারিক এবং সামাজিক যাবতীয় সম্পর্কই স্বার্থ সংশ্লিষ্ট। সাংসারিক আত্মীয়তার যাহা আদর্শস্থানীয়—যেমন পিতা-মাতার সঙ্গে সন্তানের, তাহাও স্বার্থসংস্রব বর্জিত হয় না। পিতামাতা নিজেদের আপন সুখ বিসর্জন দিয়াও সন্তানদের পালন করেন। কিন্তু সন্তান যদি মানুষ হইয়া পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশে অক্ষম হয়, স্নেহের প্রতিদান করিতে পরাঙ্মুখ হয়, তবে পিতামাতা সন্তানস্নেহ ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়া বোধ করেন। কর্তব্যবিমুখ পুত্রকে পিতামাতা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিত্যাগ করিতেও বাধ্য হইতে পারেন, এমন দৃষ্টান্তও সংসারে দেখা যায়।

এ দৃষ্টান্ত আমরা পিতৃ-মাতৃ-স্নেহের ন্যূনতা প্রদর্শনের জন্য উল্লেখ করিতেছি না। সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য এমন আদান প্রদানের ব্যবস্থা অতীব প্রয়োজনীয়। পিতামাতা পুত্রকে দেখিবেন, পুত্র পিতামাতাকে দেখিবে, এইরূপ ক্রমধারায় অগ্রসর না হইলে সাংসারিক শৃঙ্খলা কখনই রক্ষিত হইত না।

গুরুশিষ্য সম্পর্ক আবার মনুষ্য ব্যবহারের আর এক স্তর। গুরুশিষ্য সম্পর্ক নিঃস্বার্থতায় প্রতিষ্ঠিত। পিতামাতা এক সময়ে—আর কোন কারণে না হইলেও শারীরিক অক্ষমতার জন্যও—সন্তানের মুখাপেক্ষী হইতে বাধ্য হন। গুরুশিষ্য সম্পর্কে গুরুর দিকে তেমন কোনও প্রয়োজনের অপেক্ষা নাই। শ্রীগুরু শিষ্যকে স্বীকার করেন একমাত্র কল্যাণ বুদ্ধিতে। যে জ্ঞান না লাভ হইলে মানুষের কখনই দুঃখান্ত ঘটে না, প্রকৃত কল্যাণলাভ হয় না, সেই জ্ঞান, গুরু মানুষকে মুক্তহস্তে দান করেন, তাহাদের দুঃখের অবসান ঘটাইবার জন্য, সকলের জীবনকে কল্যাণপ্রসূ করিবার জন্য। শিষ্য সুখী হইয়াছে, কল্যাণলাভে কৃতকৃতার্থ হইয়াছে, শিষ্যমুখের এই স্বীকৃতিই শ্রীগুরুর দৃষ্টিতে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিদান।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীগুরু সম্পর্কে কোন স্বার্থ লেশ নাই কেন? তিনি সর্ব অভাবের ঊর্ধ্বে বলিয়া। যাঁহার অভাব-বোধ জাগ্রত, যিনি অভাব পূরণের জন্য সংসারে কোন ব্যক্তি বা বস্তুর উপর নির্ভরশীল, তিনি নিজেই ত কৃপার পাত্র; তিনি আবার কৃপা করিবেন কাহাকে? যিনি পাইয়া এমনই কৃতকৃতার্থ যে কোনরূপ চাওয়ার অবসর তাঁহার জীবনে নাই, এমন মানুষই গুরু হয়।

সংসারে পিতামাতার বিত্তের আইনতঃ অধিকারী সন্তান। যে কোন উত্তরাধিকারই রক্তের সম্পর্ক দিয়া, আত্মীয়তার ঘনিষ্ঠতা বিচার করিয়া, সাব্যস্ত হয়। শ্রীগুরুর সম্পত্তি, তাঁহার ব্রহ্মবিদ্যা, স্বীয় তপস্যালব্ধ বিচিত্র অভিজ্ঞতা। এই সম্পত্তি তিনি কখনই তাঁহার স্ত্রীপুত্র আত্মীয় স্বজনকে আত্মীয় বলিয়াই প্রদান করেন না। জ্ঞানাকাঙ্ক্ষী হইয়া জাতিধর্ম নির্বিশেষে যে কেহ তাঁহার শরণাগত হয়, তাহাকেই তিনি মুক্ত হস্তে তাঁহার অমূল্য সম্পদ বিতরণ করেন। তাঁহার গুপ্ত রহস্যবিদ্যা নিঃসঙ্কোচে সাধন-পরায়ণ শিষ্যের কাছে উন্মুক্ত করিয়া দেন।

সংসারে মানুষ তাহার পিতামাতা আত্মীয়স্বজনের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করে। কিন্তু সেই দায়িত্ব পালন করিতে গিয়া অনেকেই নানাবিধ অন্যায়াচরণ, পাপাচরণ করিয়া থাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেহ যদি তাহার আত্মীয়দের জিজ্ঞাসা করে যে তোমাদের প্রতি কর্তব্যপালন করিতে গিয়া যে সমস্ত অন্যায় এবং পাপ আমি করিতে বাধ্য হই, তোমরা কি আমার সেই পাপেরও অংশভাগী ? শুনিয়া নিঃসঙ্কোচে সকল আত্মীয়ই বলিবেন যে, তোমার জন্য আমরা পাপভাগী হইতে যাইব কেন ? আমাদের প্রতিপালন তোমার ধর্মসঙ্গত, আইনসঙ্গত কর্তব্য ; ইহা তোমার ধর্মপথে থাকিয়াই ত করা উচিত। এ জন্য যদি অন্যায় বা পাপ করিতে হয়, তাহা হয় তোমার অক্ষমতার জন্য, নয় ত দুষ্ট প্রকৃতির জন্য। তোমার সেই ব্যক্তিগত অবৈধ আচরণের দায়িত্ব আমরা লইতে যাইব কেন ?

ভাগ্যবশে মানুষ যখন্ গুরুলাভ করে, তখন সদ্‌গুরু অযাচিতভাবে শিষ্যকে আহ্বান করিয়া বলেন,—বৎস, তোমার ইহ জন্মের, পূর্ব পূর্ব জন্মের জ্ঞাতাজ্ঞাত যাবতীয় পাপের প্রায়শ্চিত্তের দায়িত্ব তুমি সম্পূর্ণরূপে আমাকে প্রদান কর। মানুষ যেমন গঙ্গায় পাপ বিসর্জন করিয়া নিষ্পাপ হইতে চাহে, মলিনতা অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া ভস্মসাৎ করে, তুমিও তেমনি করিয়া তোমার যাবতীয় পাপতাপ তোমার গুরুরূপী আমাতে সমর্পণ করিয়া নিষ্পাপ হও। যে পূর্বকৃত পাপের চিন্তা তোমাকে পীড়া দিতে পারে, তোমার সাধনার অগ্রগতির বিঘ্ন হইতে পারে, তৎসমস্তই তুমি আমাকে নিঃশেষে প্রদান কর। আমি সজ্ঞানে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বেচ্ছাপূর্বক তোমার কাছে যাচিয়াই এই মহাদান গ্রহণ করিতেছি। অতঃপর নূতন করিয়া পাপপথে বিচরণ না করিলে তোমার আর পাপস্পর্শ প্রাপ্ত হইবার আশঙ্কা রহিল না। তুমি অবিকম্পিত পদে সাধনার পথে অগ্রসর হও। এমন পরের বিষ অমৃতবৎ যাচিয়া পান করিয়া, অন্যকে বিষমুক্ত করিবার দৃষ্টান্ত কি লৌকিক, না সাধারণ ?

সংসারে একই মানুষের সঙ্গে বিভিন্ন লোকের ব্যবহারই এমন পরস্পরবিরুদ্ধ যে এক সম্পর্কের ব্যবহার অন্য এক সম্পর্কের লোকের সঙ্গে অচল—জাগতিক ব্যবহারে পরস্পরের স্বার্থ সম্বন্ধও বিরুদ্ধ। ফলে নিজ নিজ স্বার্থের ব্যবহার ও সংবাদ সকলেরই প্রাণপণ যত্নে জীবন ভরিয়া লুকাইয়া চলিতে হয়। সম্পর্কে শ্রীগুরু হন একই দেহে সর্ব সম্পর্কের ধারক, বাহক। তিনি মানবীয় সম্পর্কেরও একাধারে সামঞ্জস্যপূর্ণ মূর্ত বিগ্রহ। তাঁহার নিজ স্বার্থ বলিয়া কিছুই নাই বলিয়া, কাহারও সঙ্গেই তাঁহার স্বার্থ সংঘর্ষের বিন্দুমাত্রও আশঙ্কা নাই। ঘনিষ্টতম আত্মীয়দের মধ্যে যে কথা, যে ব্যবহার, সতর্কভাবে গোপন রাখিয়া চলিতে হয়, শ্রীগুরু সন্নিধানে মানুষ যাবতীয় গোপনতার সঞ্চয় নিঃশেষে স্বেচ্ছায় প্রকাশ করিয়া দিয়া, জন্মব্যাপী এক অবাঞ্ছিত বোঝা বহিবার দায় হইতে মুক্তিলাভ করে। দুর্বলতা প্রকাশে সম্ভ্রমহানির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে সত্য আশঙ্কা অধিকাংশ মনুষ্য-ব্যবহারেই রহিয়াছে, শ্রীগুরুর নিকটে শিষ্যের তেমন আশঙ্কা কিছুমাত্র থাকে না। জ্ঞানবৃদ্ধ, মিথ্যা-সংস্কার বর্জিত শ্রীগুরু-দৃষ্টিতে মানুষমাত্রই অক্ষম দুর্বল শিশু। শিশুতে দোষ-দর্শন অতিবড় দুর্জন ব্যক্তির দৃষ্টিতেও থাকে না; শ্রীগুরুর ত কথাই নাই। এমন সম্পর্ক মানুষে মানুষে, শ্রীগুরুতে ভিন্ন অন্য কুত্রাপি হওয়া সম্ভবপর ?

বিষয়াসক্ত-বুদ্ধি-মানুষের জাগতিক সর্ব কর্মের একটা বিশিষ্টতা এই থাকে যে তাহার নানাবিধ কর্মের কোনটাতেই ভগবানের কোন স্থান নাই। সহজ কথায়, তাহার কোন কাজে ভগবানকে দরকারই হয় না। শ্রীগুরুর বিশেষ কার্যই এই হয় যে, মানুষের ক্ষুদ্র বৃহৎ কোন কর্মই যে ভগবানকে বাদ দিয়া সম্পন্নই হইতে পারে না, এই সত্য সদা সর্বদা শিষ্যকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া; মানুষ ভুলিতে চাহিলেও, কোন ক্রমেই তাহাকে ভগবানকে ভুলিতে না দেওয়া। ভগবানকে হিসাবে না আনিলে মনুষ্যজীবনের যে প্রকৃত কোন মূল্যই থাকে না, এই কথা নিরন্তর মানুষকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া। ধর্মহীন মনুষ্য যে দিনে দিনে সুনিশ্চিতরূপে পশুপর্যায়েই নামিয়া যায়, এই অপ্রিয় সত্য একমাত্র গুরুই মানুষকে নিরন্তর শুনাইতে পারেন। জগতের মানুষের সঙ্গে সামান্য সামান্য বস্তুর আদান-প্রদানের দ্বারাই জীবনব্যাপী কুটুম্বিতা রক্ষিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতে পারে। ভগবানের সঙ্গে জীবন্ত সম্পর্ক জাগাইয়া না রাখিলে, যাঁহার সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কও বিলুপ্ত হইয়া যায়, তিনিই ত গুরু। মানুষের সত্য মঙ্গলের সঙ্গে নিজের এবং আশ্রিতের জীবনের এবং যাবতীয় ব্যবহারের এমন নিরবচ্ছিন্ন যোগসূত্র যিনি কর্তব্যবোধে জাগাইয়া রাখেন, তাঁহার সঙ্গে সম্পর্কের তুলনা জগতে আর কোথায় থাকিতে পারে ?

গুরুলাভ করিয়া মানুষ যে শুধু তাঁহার সঙ্গেই একটা অতি উচ্চ পবিত্র সম্পর্ক প্রাপ্ত হইয়া ধন্য হয় তাহা নহে। মানুষের যাবতীয় মনুষ্য ব্যবহার—সর্ব জীবের প্রতি, জগতের প্রতি, দৃষ্টি—স্পর্শমণির স্পর্শে সর্ব ধাতুর সোনা হওয়ার মত—আমূল রূপান্তরিত হইয়া যায়।

শ্রীগুরুর এই সমস্ত ব্যবহারের দিকে দৃষ্টি খোলা রাখিলে, জীবনের সর্বদিকে এরূপ বৈপ্লবিক পরিবর্তন প্রত্যক্ষভাবে সংগঠনকারীর সঙ্গে, মানুষের সম্পর্ক অনন্যসাধারণ করিয়া দেখা এবং বোধ করা কি সত্যসত্যই অসাধ্য বা দুঃসাধ্য ব্যাপার ?

এইরূপ মনোভাব জাগ্রত রাখিয়া অগ্রসর হইলে, শ্রীগুরুদত্ত সাধনার অনুশীলনের ফলে এবং শ্রীগুরুর নিত্য সন্নিহিত সত্য মহত্ত্বের স্বাভাবিক আকর্ষণে অচিরকালমধ্যে মানুষ তাহার যথাপ্রাপ্ত গুরুর প্রকৃত পরিচয় প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ করে। শ্রীগুরুর অন্তরের মহত্ত্ব যে পরিমাণে শিষ্যের প্রত্যক্ষভাবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বোধগম্য হয়, সেই পরিমাণেই শ্রীগুরু শিষ্যের দৃষ্টিতে, অনায়াসেই অনন্যসাধারণ রূপে পরিগণিত হন।

কোনও একজন প্রকৃত মাতৃভক্ত সন্তানের জননী হয়তো সর্বসাধারণের দৃষ্টিতে রূপে, গুণে, লোক-ব্যবহারে বহুদিক দিয়াই অত্যন্তই নীচস্তরের এবং নিতান্তই সাধারণ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারেন, কিন্তু মাতৃভক্ত সন্তান যে জননী-দেহকে অবলম্বন করিয়া মাতৃ-স্নেহ-মাধুর্য সত্য সত্য আস্বাদন করিয়াছেন, তাঁহার দৃষ্টিতে জগতের বহু গুণজ্ঞান সমন্বিতা মাতৃজাতির মধ্যে তাঁহার অন্যের অনাদৃতা সামান্যা নারীকেই যেমন অত্যন্ত সহজেই অসামান্য এবং সর্বাপেক্ষা আকর্ষণের স্থান বলিয়া বোধ করিতে কোথাও বাধে না, তেমনিই গুরুত্বের আস্বাদনকারী শিষ্যের নিকটে তাহার গুরুর স্থান তাহার হৃদয়ে সর্বোচ্চ হইয়াই প্রতিষ্ঠিত হয়। সেখানে এই বুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত থাকিবার জন্য কোনরূপ বাহ্য প্রমাণের আর কিছুমাত্র অপেক্ষা থাকে না। এমন কি আপাতদৃষ্টির বিরুদ্ধ প্রমাণও তেমন ইষ্টনিষ্ঠাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করিতে সমর্থ হয় না। এই গুরু-গৌরব বিমুগ্ধ ভাগ্যবান শিষ্যই মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারেন—

"যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়ি বাড়ী যায়।
তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্জুন শ্রীকৃষ্ণ ভগবানকে গুরুপদে বরণ করিয়া প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন যে, "যৎ মে নিশ্চিতং শ্রেয়ঃ, তৎ ব্রূহি। তে শিষ্য অহং, মাং শাধি।"—আমার নিশ্চিত কল্যাণ যাহা, তাহা তুমি আমাকে বল; তোমার শিষ্য আমি, আমাকে তুমি শিক্ষা দাও। অর্জুনের বক্তব্য এই যে, আমাকে শুধু ধর্ম-সম্বন্ধীয়, কল্যাণ-সম্বন্ধীয়, জ্ঞানের কথা শুনাইলেই চলিবে না; তুমি নিজেই হইবে আমার শিক্ষাদাতা। তুমি সত্য জ্ঞান বলিয়া, প্রকৃত কল্যাণ বলিয়া যাহা আমাকে শুনাইবে, সেই শ্রৌত জ্ঞানকে বিজ্ঞানে পরিণত করিয়া জীবনের সার্থকতা লাভ করিবার উপায় এবং কৌশলও তুমি নিজ হাতেই আমাকে শিখাইয়া দিবে।

শ্রীঅর্জুনের এই প্রার্থনা লক্ষ্য করিয়াই শ্রীভগবান বলিলেন—

"ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সংনস্যাধ্যাত্মচেতসা,
নিরাশী নির্মমো ভূত্বা যুদ্ধস্ব বিগতজ্বরঃ।
যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।
শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তঃ মুচ্যন্তে তেঽপি কর্ম্মভিঃ॥"

শ্রীভগবান বলিলেন—ধর্মবুদ্ধিতে, বিবেকবুদ্ধিতে যাবতীয় কর্ম, আশা এবং মমত্ববোধ পরিহারপূর্বক আমাতে সমর্পণ করিয়া, তুমি বিকার বিহীন হইয়া যুদ্ধ কর।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে সমস্ত মানবগণ শ্রদ্ধাযুক্ত এবং বিদ্বেষ বিমুক্ত হইয়া আমার এই বক্ষ্যমান মত নিত্য অনুষ্ঠান করে, তাহারাও কর্মবন্ধন হইতে মুক্ত হয়।

গীতায় শ্রীভগবান তিনভাবে কথা বলিয়াছেন। একভাবের কথা ঐতিহাসিক ব্যক্তি হিসাবে, অন্য একভাব শ্রীভগবানরূপে, আর একভাব, শ্রীঅর্জুনের প্রস্তাবিত গুরুপদ স্বীকার করিয়া, শ্রীগুরুভাবে।

এখানে উল্লিখিত কথাগুলি শ্রীগুরুভাবের কথা। সেই হিসাবেই গুরুতত্ত্বের আলোচনার বিষয়।

শ্রীভগবান বলিলেন, "সমস্ত কর্ম আমাকে সমর্পণ করিয়া যুদ্ধ কর। সর্ব কর্ম সমর্পণের প্রস্তাব করিবার সঙ্গে সঙ্গে প্রথমেই বলিয়া রাখিলেন —'অধ্যাত্মচেতসা'—ধর্মবুদ্ধিতে, বিবেক বুদ্ধিতে। ইতিপূর্বে তুমি বলিয়াছ যে আমি তোমার গুরু, তুমি একান্তভাবে আমাকে আশ্রয় করিলে, আমার শিষ্যত্ব স্বীকার করিলে। তোমার নিশ্চিত কল্যাণ কি, তাহা তোমাকে আমার বলিতে হইবে এবং ধর্ম ও কল্যাণ-লাভের উপায় এবং কৌশলও আমারই তোমাকে শিখাইতে হইবে।

"ব্রহ্মার্পণ বুদ্ধিতে সমস্ত কর্ম ব্রহ্মে সমর্পণ করিয়া তোমার একান্তভাবে তাহাতেই স্থিত হইতে হইবে ইত্যাদি যে সমস্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কথা এ পর্যন্ত আমি বলিয়াছি, তাহা শুনিবার পরেও যদি তোমার প্রস্তাবে—তুমি নিঃশ্রেয়সই চাও এবং আমাকেই তুমি তোমার ধর্মলাভের, কল্যাণলাভের, শিক্ষাদাতা করিয়া, আমার আশ্রিত হইয়া, আমারই শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলে—এই প্রস্তাবে যদি তোমার বুদ্ধি স্থির থাকিয়া থাকে, তবেই আমি এখন প্রস্তাব করিতেছি—যাবতীয় কর্ম আমাকে সমর্পণ করিয়া—ইত্যাদি।"

এ কথার তাৎপর্য এই যে, শ্রীভগবানের সর্ব সমর্পণের এই প্রস্তাব বৈষয়িক দৃষ্টিতে একেবারে অচল। বিষয়বুদ্ধি সম্পন্ন এমন লোক সংসারে খুঁজিয়াই পাওয়া যাইবে না, যিনি অন্যের উপর নিজের ভালমন্দ, ইষ্টানিষ্টের যাবতীয় দায়িত্ব নিঃসঙ্কোচে ছাড়িয়া দিবেন। অপরদিকে সংসার-সর্বস্ব কোন লোকের কাছে এমন অদ্ভুত আদান প্রদানের প্রস্তাব কোনও প্রকৃতিস্থ লোক করিতেই পারে না। অবশ্য এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে ভগবান 'প্রকৃতিস্থ নন্'—"প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায়"—সর্বভাবেই প্রকৃতির ঊর্ধ্বে তিনি। তবুও তাঁহার জগদ্-ব্যবহারও লৌকিকই হইয়া থাকে। কিন্তু তবুও ভগবানের জগতে আবির্ভাবের কালে তাঁহার অন্য পরিচয় সঠিকভাবে না জানিলেও তিনি যে 'প্রকৃতিস্থ নন' ইহা অধিকাংশ মানুষই অনায়াসে ধরিয়া ফেলে। যাহা হউক,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এ ক্ষেত্রে শ্রীগুরু বেশ আটঘাট বাঁধিয়াই অগ্রসর হইতেছেন দেখা যাইতেছে।

তিনি বলিলেন,—"তুমি আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করিবার প্রস্তাব করিয়াছ এবং আমাকেই তোমার আধ্যাত্মিক জীবনের পরিচালক নিযুক্ত করিয়াছ। বিষয়-বিমুগ্ধ থাকিয়াই এ জীবনটা যাহাদের অনায়াসে চলিয়া যাইতে পারে, তাহাদের কাছে শ্রীগুরু সর্বসমর্পণের প্রস্তাব করেন না। আর আমাকে সমর্পণের কথা বলিতেছি তোমার ধর্মজীবনের যাবতীয় দায়িত্ব গ্রহণ করিবার জন্য তুমি নিজেই স্বেচ্ছায় সাগ্রহে আমাকে আহ্বান করিতেছ বলিয়া। পর কখনও পরের বোঝা বহনও করে না; পর পরকে ভরসা করিয়া বোঝা বহিতে আহ্বানও করে না। তুমি আমাকে আপন করিতে চাহিয়াছ; আমিও তোমায় পরকে আপন করিবার উপায় বলিয়া দিতেছি।"

মানুষ আধ্যাত্মিক জীবনে চলিতে আরম্ভ করিলেই, তাহার বিষয়বুদ্ধি তাহাকে ছাড়িয়া যায় না। প্রারম্ভে আধ্যাত্মিক জীবনের বিষয় বস্তুকেও তাহার অভ্যস্ত সাংসারিক বুদ্ধির মাপেই গ্রহণ করিতে হয়। সেই দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণের প্রস্তাব কিরূপ বলিয়া মনে হওয়ার কথা, প্রথমে আমরা সেই দিকটাই দেখিতেছি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীগুরুর এই সর্বসমর্পণের প্রস্তাব সাধারণ দৃষ্টিতে অনাবশ্যক বাড়াবাড়ি বলিয়াই মনে হইবার কথা। ধর্মজীবনের কর্ম শ্রীগুরুর নির্দেশেই চলিবে, ইহা অনায়াসেই বুঝা যায় কিন্তু সাংসারিক আর সমস্ত কর্মও শ্রীগুরুর অনুশাসনে চলিবে, এমন দাবী অন্যায়। আজকাল জীবনটাকে এবং জগৎটাকে যথা সম্ভব বিভিন্ন বিভিন্ন বিভাগে ভাগ করিয়া ব্যবহার করার নিয়মই সচল। একটা রুগ্ন মানুষের সমস্তটা দেহও একজন চিকিৎসক দেখেন না। বহু বিশেষজ্ঞের দৃষ্টিফলের সমষ্টি যোগ করিয়া রোগ নির্ণীত হইলে, তবেই পাকা রোগ পরীক্ষা হইতে পারে। তারপরে চিকিৎসা—তাহাও যত বহুমুখী হয়, ততই মঙ্গল। হুঁসিয়ার রোগী আবার ইহার উপর চিকিৎসা বিধানের বহুত্বকে (নানাবিধ 'প্যাথি') আশ্রয় করিয়া সত্বর নিরাময় হওয়ার চেষ্টা করেন। সর্বদিকে এমন বিশেষজ্ঞতার প্রাদুর্ভাবের দিনে, কোন এক ব্যক্তিমাত্রের উপরই সমস্ত কর্মের জন্য নির্ভরতার প্রস্তাব নিতান্তই অযৌক্তিক বলিয়া মনে হয়। বিশেষতঃ আধ্যাত্মিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ মানুষদের সাংসারিক জ্ঞানে যে একেবারে অজ্ঞই হওয়া উচিত, তাহা সমাজে প্রায় স্বতঃসিদ্ধের মত করিয়া মানিয়া লওয়া হইয়াছে। যিনি অধ্যাত্মবিজ্ঞানের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তত্ত্ব বিশ্লেষণে সমর্থ, তাঁর পক্ষে সাংসারিক সমস্যার জটিলতা যে একেবারেই নগণ্য, ইহা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাহারও মনে হয় না। বরং ধার্মিকের দৃষ্টিতে সাংসারিক সমস্যা সহজ হইয়া প্রকাশিত হইয়া পড়িলে ধার্মিকের ধর্মজ্ঞানই সংশয়ের বস্তু হইয়া পড়ে।

ইত্যবস্থায় সমস্ত কর্ম একজনের হাতে ন্যস্ত না করিয়া ভাগাভাগি করিয়া সম্পন্ন করাই বেশী সুবুদ্ধির লক্ষণ বলিয়া বিবেচিত হয়। সাবধানতার দিক দিয়াও কর্মকে ভাগাভাগি করিয়া রাখাই বুদ্ধিমানের কার্য। একের হাতে সমস্ত থাকিলে সর্বস্ব-হানির সম্ভাবনা আছে। পূর্ব হইতেই ভাগাভাগি থাকিলে একেবারে মাঠে মারা যাইবার আশঙ্কা নাই। (কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টশ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি)।

কিন্তু আপত্তি করিলে চলিবে না। শ্রীগুরু বলিয়াছেন, "সর্বাণি কর্মাণি সংন্যস্য"—সমস্ত কর্ম সমর্পণ করিয়া। শ্রীগুরু এই সমর্পণের ব্যাপারকে আরও পাকাপোক্ত করিয়া লইতে চাহিয়াছেন (ভাব দেখিয়া মনে হয় মানুষের মত তিনিও যেন ঠেকিয়া শিখিয়াছেন)। তিনি বলিলেন, সমর্পণ হইবে "নিরাশী নির্ম্মমো ভূত্বা।" সমর্পিত কর্ম বা তাহার ফল সম্বন্ধে সমর্পণকারীর কোনরূপ প্রচ্ছন্ন আশার সূত্রও জড়িত থাকিবে না।

সর্ব কর্ম সমর্পণে তাহাদেরই বিশেষ আপত্তি হয়, যাহারা এখনও কর্মের সুফল ভোগ করিতেছেন বলিয়া বোধ করেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বা অদূর ভবিষ্যতে করিবেন মনে করেন। কিন্তু জীবনে কর্ম যাহাদের নিষ্ফল হইয়াছে বা বিপরীত ফল প্রসব করিয়াছে, এবং এই কর্ম বিপর্যয়ের কোন প্রতিকারই কর্মকর্তার হাতে নাই বলিয়া বিবেচিত, তেমন ক্ষেত্রে সর্বথা অকৃতার্থ মানুষ সম্যক্ কর্ম এবং কর্মফল সোৎসাহে শ্রীগুরুর হস্তে সমর্পণ করিয়া দিতে রাজী হইতে পারে। কিন্তু এমন সমর্পণে অধিকাংশ মানুষই ঐ সমর্পিত কর্মের সঙ্গে আশার সূক্ষ্মসূত্র জড়াইয়া রাখেন—যদি গুরু কৃপায় বা ভগবৎ কৃপায় 'শুষ্কতরু মুঞ্জরে' —মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চার হয়, অজন্মা ক্ষেত্রে ফল ফলিতে আরম্ভ করে—তবে দাতা আবার কৃপালব্ধ বহুগুণে গুণিত ফল, ক্ষেত্রানুযায়ী ইহকালে বা পরকালে ভোগ করিবেন।

এই আশার সূত্রটুকুও জড়াইয়া রাখার সুযোগ শ্রীগুরু দিতে চাহিলেন না। তিনি বলিলেন, সমর্পিত কর্মের সঙ্গে তোমার অহং মমত্বের কোনরূপ স্পর্শ থাকিবে না। ন্যস্ত কর্মে বা প্রদত্ত বস্তুতে 'আমি' 'আমার' বোধ জাগাইয়া রাখিয়াই আশার সূত্র সংলগ্ন রাখা সম্ভব। নাহংকৃত ভাবে এবং সম্যক্ অসক্ত বুদ্ধিতে যদি সমর্পণ হয়, তবে আর আশা করিবার জায়গাও থাকিবে না ; আশালতা সমূলে উন্মূলিত হইয়া যাইবে।

এইরূপ সমর্পণ হইলেই শিষ্য-কর্তব্য শেষ হইল না। অতঃপর তুমি অবিকৃত দেহ মন লইয়া আমার নির্দেশে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যথাপ্রাপ্ত কর্ম করিয়া যাইবে। শ্রীগুরুর বক্তব্য এই যে, কর্মত্যাগ যথোপযুক্তরূপে করিয়াই তুমি নিজেকে যদি গতসর্বস্ব, হৃতবল, অগ্রগমনে সর্বথা অসমর্থ বলিয়া বোধ কর, তবে আমার সঙ্গে তোমার চলিবে না।

এই জাতীয় মনোভাবকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইবার প্রয়োজনীয়তা এখানে একটু খুলিয়া বলা দরকার। একই মহামানবের আশ্রিত শিষ্যগণের সাধনায় উন্নতির সবিশেষ তারতম্য সর্বত্রই হইয়া থাকে। ইহার ফলে শিষ্যদের ভিতরে ঈর্ষা দ্বেষ ও মনোমালিন্যেরও উদ্ভব কম বেশী দেখা যায়। এই তারতম্যের মূল কারণ—বিভিন্ন লোকের জ্ঞান গ্রহণের অধিকারের পার্থক্য। কেহ কেহ বলেন, কোনরূপে একজন বিশিষ্ট মহাত্মার আশ্রয় লইতে পারিলেই সাধন-সিদ্ধি করতলগত। এই কথা তত্ত্বতঃ সত্য হইলেও, শুধু ব্যবহারিক দিক দিয়া সত্য নয়। একজনকে মহাত্মা বলিয়া কথিত হইতে শুনিলেই মহাত্মার আশ্রয় লওয়া হইবে না। যিনি আশ্রিত হইবেন, আশ্রয়কারীকে তাঁহার মহাত্মা বলিয়া নিজেরই অনুভব করিতে হইবে। একের দৃষ্টির মহাত্মা অন্যের চক্ষে মহাত্মা নাও হইতে পারেন। মহাত্মা যে মহাত্মা, এই সত্যকে আশ্রয় করিয়াই আর সব হইয়া যাইবে, তাহাও নয়। শ্রীভগবান ত সত্যসত্যই সর্বদেহে নিত্য প্রতিষ্ঠিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহাতেই যদি চলিত, তবে আর সাধনা উপাসনার আবশ্যকতাই থাকিত না। বিধাতারই বিধানে এই জগতের লাভালাভ জ্ঞানগম্য। 'এখানে অজ্ঞানে পাওয়াও পাওয়া বলিয়া গণ্য হয় না; না জানিয়া কোনরূপ লাভবান হওয়াও এ জগতে সম্ভবপর নহে।

সর্ব কর্ম সমর্পণ করিয়া অগ্রসর হওয়ার যে ব্যবস্থার কথা শ্রীগুরু এখানে বলিয়াছেন, যাঁহাকে সমর্পণ করিতে হইবে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ভালবাসার তারতম্য অনুযায়ী গুরুর সঙ্গে শিষ্যের ব্যবহারিক আদান-প্রদান স্বভাবতঃই বিভিন্ন হইতে বাধ্য। যিনি পূরা-করিয়া দিতে পারেন, তিনিই পূর্ণ প্রাপ্তির অধিকারী। শ্রীগুরুতে আত্মসমর্পণের মাত্রার তারতম্যই প্রাপ্তির ইতরবিশেষরূপে দেখা দেয়। শ্রীগুরু কোথাও অকারণে কৃপাশীল, কোথাও আবার অযথা দান-কুণ্ঠ, এমন বুদ্ধি বাস্তবিকই হতবুদ্ধি।

শ্রীগুরু-বাক্যে যে দোষ-দৃষ্টির কথা এখানে উল্লিখিত হইল, তাহা কোনও কাল্পনিক লোকের কথা নয়। ইহা আমাদের নিজেদেরই অনেকের সুপরিচিত মনোভাব। আমার যে কর্ম-দোষ আমার নিজের নজরে পড়ে না, তাহা অন্যে দেখাইয়া দিলেও অনায়াসেই আমার কাজে লাগিতে পারে, এমন ভরসাও এই সমালোচনার পশ্চাতে রহিয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যেমন করিয়া ভাবা-বুঝার কথা এতক্ষণ বলা হইল, তেমন বুদ্ধিতে এই শ্রীগুরুবাক্য আদৌ প্রীতিপ্রদ হওয়ার কথা নয়। যে কথা, শ্রবণে ভরসা হইয়া আসে না, বুদ্ধিতে আশীর্বাদরূপ পরিগ্রহ করে না, হৃদয়ে রহস্যের ছোঁয়া জাগাইয়া দেয় না, তেমন কথা লইয়া কি মানুষ কখনও জীবন-মরণ পণ করিয়া অগ্রসর হইতে পারে? অথচ শ্রীগুরুবাক্যে এই সমস্ত লক্ষণ থাকিতেই হইবে। যদি না থাকে, তবে বুঝিতে হইবে, বাক্য এখনও শ্রীগুরু-বাক্য হইয়া কর্ণে প্রবেশ করে নাই। শ্রীগুরুর বাঙ্ময়ী কৃপারই ত অমৃতময়ী গীতারূপ।

আমরা এখানে শ্রীগুরুকৃপা স্মরণ করিয়া তাঁহার কৃপা প্রকাশের প্রকৃত মর্ম যথাশক্তি যথাসম্ভব বুঝিয়া লইবার চেষ্টা করিব।

সর্ব কর্ম সমর্পণে বিষয়ী লোকের আপত্তি—কর্মই তাহাদের যাবতীয় কামনা বাসনা পরিপূরণের একমাত্র প্রত্যক্ষ অবলম্বন বলিয়া। সর্ব কর্ম হাতছাড়া করা আর সর্বনাশের জন্য প্রস্তুত হওয়া, তাহাদের বুদ্ধিতে একই কথা। শ্রীগুরু সর্ব কর্ম সমর্পণের ব্যবস্থা করেন—অজ্ঞানকৃত কর্মই মানবজীবনের ঐহিক, পারত্রিক, যাবতীয় অনর্থের মূল কারণ বলিয়া। মানুষের কর্ম যেমন চলিতেছিল তেমনই চলিবে, অথচ তাহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুঃখের একান্ত এবং অত্যন্ত নিবৃত্তি ঘটিয়া যাইবে—এমন হওয়া সর্বথা অসম্ভব বলিয়া।

সাধারণতঃ মানুষ যেমন চায়—পারমার্থিক দিকটা শ্রীগুরু দেখিবেন এবং সাংসারিক কর্মের দিকটা তাহার নিজের কর্তৃত্বেই চলিবে—এমন ব্যবস্থা অচল। ইহাতে, না ঐহিক না পারত্রিক, কোন দিকেই সুরাহা হইবে না। জীবনের কতক কর্ম আধ্যাত্মিক বুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত হইবে, আর বাকী কার্য অনুষ্ঠিত হইবে বিষয়-বুদ্ধি সহায়ে, এমন কর্মকৌশল অবলম্বিত হইলে জীবনের জটিলতা দিনে দিনে বৃদ্ধির দিকেই চলিবে, গ্রন্থি-মোচন ঘটিবে না। এই সমস্ত সুনিশ্চিত ভাবী অনর্থের হাত হইতে বাঁচাইবার জন্যই শ্রীগুরু শিষ্যকে বলিলেন,—তোমার যাবতীয় কর্ম এতদিন ত তোমার একক কর্তৃত্বেই চলিয়াছে; সর্ব কর্মের দ্বারা যে মঙ্গল লাভ তোমার কর্ম-প্রেরণার মূলে ছিল, সে অভিপ্রায় সিদ্ধ হয় নাই বলিয়াই এখন কর্মধারা, কর্মের প্রয়োগকৌশল, পরিবর্তনের প্রয়োজন হইয়াছে। যে প্রকৃতিগত অজ্ঞানতার ফলে মানুষের কর্মের ফল বিষময় হয়, তাহা যতদিন বিদ্যমান, ততদিন কর্মের রূপ পরিবর্তিত হইলেও, ফল সমভাবে বিষময়, দুঃখময় হইয়াই চলিবে। যেহেতু তুমি স্পষ্টতঃ অজ্ঞানেই অবস্থিত, সেইজন্য তোমার অনুষ্ঠিত কর্ম পৌনঃপৌনিক ভাবে দুঃখ-বীজই প্রসব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া চলিবে। তুমি আমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছ, আমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছ, একান্তভাবে কল্যাণকামী হইতে চাহিতেছ, সেই জন্যই আমার প্রস্তাব—আর তুমি অযথা অজ্ঞানের পথে ঘুরিয়া মরিও না। তুমি আমার স্বেচ্ছাপ্রদত্ত জ্ঞানৈশ্বর্যের ভাগী হও। তোমার যাবতীয় কর্ম এখন হইতে সম্যক্‌ভাবে আমার জ্ঞানালোকে সংসাধিত হইবে। এখন হইতে তোমার কর্মে যেন আর অজ্ঞানের স্পর্শ না ঘটে। আমি তোমাকে সর্বথা, জ্ঞানের তেমন আশ্রয়ই দিতে চাই।

সহজ কথায়, এতদিন তুমি তোমার স্বীয় কর্তৃত্বে, অজ্ঞান পথে নিজের ইচ্ছায় বিচরণ করিয়াছ—ফলে যাহা হইবার তাহাই হইয়াছে। এখন হইতে তুমি আমার জ্ঞানের অভ্রান্ত আলোকে, আমার নির্দেশে, নিশ্চিত কল্যাণের পথে অবিচলিত পদে অগ্রসর হইবে।

যেহেতু এখনও তোমার হিতের কর্ম তোমার দেহেন্দ্রিয় মনকে অবলম্বন করিয়াই অনুষ্ঠিত হইবে, সেইজন্য এই সাবধানতার দরকার যে ঐ সমস্ত কর্মে যেন তোমার অহং কর্তৃত্ববোধ না আসে। কর্তৃত্ব জাগিলেই মমত্ব আসিবে এবং মমত্বের সঙ্গে জাগিবে দুরপনেয় আশা।

কর্মের কর্তা যে তুমি নও, আমি—শ্রীগুরু, এই কথা যে পরিমাণে সত্য বলিয়া বোধ হইবে, সেই পরিমাণে কর্মে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্তৃত্ব-বোধ আসিবে না, ফলাকাঙ্ক্ষাও স্বাভাবিক ভাবেই রুদ্ধ হইয়া যাইবে—অন্যের কর্মে মানুষ যেমন কর্তৃত্ব বোধ করে না, অন্যের কর্মফলে মানুষের যেমন স্বতঃই আকাঙ্ক্ষা লাগিয়া থাকে না, তেমনি করিয়া।

আর একদিকের কথা এই—মানুষ বহু বহু জন্ম-প্রাপ্ত ক্রমবর্ধমান কর্ম এবং কর্মফলের নিদারুণ বোঝা বহিয়া বহিয়া, যখন কুব্জ-পৃষ্ঠ ন্যুব্জ-দেহ লইয়া সংসার-পথে চলিতে নিতান্তই অসমর্থ বোধ করে—চলিতে শক্তি নাই, বক্ষে ভরসা নাই, চক্ষে শুধু সীমাহীন অন্ধকার—তখনই উপায়হীন মানুষ পথের জন্য শ্রীগুরুচরণে শরণ লয়। কিন্তু তখনও মানুষ তাহার নিজের কর্ম-কুশলতা এবং তল্লব্ধ অভীষ্ট ফলকেই জীবনের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য এবং মূল্যবান বস্তু বলিয়া আঁকড়াইয়া থাকিতে চায়। তাহার মোহাচ্ছন্ন বুদ্ধি বুঝিতেই পারে না যে, ভগবানের দত্ত সহজ যোগসূত্রকে, অজ্ঞানবশতঃ গলরজ্জুতে পরিণত করিয়া, সে আত্মহত্যার পথেই অগ্রসর হইতেছে।

শ্রীগুরু জানেন, মানুষের ব্যথার মূল কোথায়। তিনি নিঃসংশয়ে জানেন মুক্তির উপায়। তাই শিষ্যের সঙ্গে প্রথম পরিচয়েই তাঁহার প্রধান কথা—হে বৎস! জন্ম জন্ম দুর্বিষহ বোঝা বহিয়া শ্রান্ত ক্লান্ত তুমি, সর্বাগ্রে তোমার মাথার বোঝা নিঃশেষে আমার শিরে সমর্পণ করিয়া সুস্থ স্বস্থ হও। যথাসম্ভব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভারমুক্ত দায়মুক্ত হইয়া জীবনের সহজ স্বাচ্ছন্দ্যে অবস্থিত হও। তারপরে দেহে মনে প্রাণে বিকারহীন তুমি, অকুণ্ঠিত চিত্তে কর্ম-পথে জীবন-সংগ্রামে আমাকে অনুসরণ করিয়া অগ্রগামী হইয়াই চলিবে। এমনি করিয়া প্রেমের দায়ে যিনি মানুষের কাছে যাচিয়া লইতেছেন—দুঃখের বোঝা, তাঁহাকেই মানুষ সন্দেহ করে, এড়াইয়া চলিতে চায়, সর্ব অপহারক ভাবিয়া!

অনন্ত বৈচিত্র্যময় এই জগতে গুরু-শিষ্যের চলন-ভঙ্গীরও কত না বৈচিত্র্য বিদ্যমান। স্থান-কালের মাত্রানুযায়ী প্রেমের পদ্ধতিতেও বৈচিত্র্য অবশ্যম্ভাবী। এক রকমের পথ-প্রদর্শক আছেন, যাঁহারা শিষ্যকে বলেন—জন্ম জন্ম কর্মের বোঝা বহিয়া অমূল্য জীবন পর্যন্ত ক্ষয় করিতে বসিয়াছ। চাহিলে ত কত কি, অথচ সত্য করিয়া পাইলে না কিছুই; তবু কি শিক্ষা হইল না? ছাড়িয়া চলিয়া আইস ঐ সর্ব অনর্থের মূল—তোমার যাবতীয় কর্ম এবং মিথ্যা কর্মফলের আশা।

আর এক রকমের আদর্শের কথা এই—তোমার যাবতীয় কর্ম এবং কর্মফল আমার হস্তে সম্যক্ ন্যস্ত করিয়া, একদম সহজ মানুষটি হইয়া তুমি অকুণ্ঠিতচিত্তে আমারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চল।

এই ভাব দুইটি, একটা দৃষ্টান্ত দিয়া পরিষ্কার করিতেছি। খেলাঘরে শিশু সন্তান খেলায় নিমগ্ন। ভাবটা যেন কত বড়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাজে ব্যস্ত। বাবা এসে বলিলেন—একি হচ্ছে ? শিগ্‌গির এই সব ছাই ভস্ম ছুড়ে ফেলে দিয়ে চলে আয়; এক্ষুণি নিমন্ত্রণ বাড়ী যেতে হবে; ভাল কাপড় জামা প'রে নে তাড়াতাড়ি।

আর এক রকমের বাবা আছেন, তিনি খেলা ঘরে ঢুকেই বলেন,—বাঃ রে বাঃ। খুব ত ঘটা জমিয়ে তুলেছিস্। দে দেখি, এগুলি এবার সব আমার হাতে। সব গুছিয়ে নিবি, কিছু যেন না পড়ে থাকে। চল্ দেখি এবার আমার সঙ্গে, ভারি মজা আছে, চল্ চল্ তাড়াতাড়ি, দেরী হ'লে আর হবে না।

প্রথম দলের খোকাখুকীরা একবার বাবার গম্ভীর মুখ দেখে আস্তে আস্তে সামনের দিকে চলে, আর ফিরে ফিরে খেলা ঘরের দিকে তাকায়। তাহার ছোট বুকের দীর্ঘ নিঃশ্বাস স্বতঃই উত্থিত হয়।

দ্বিতীয় দলের খোকাখুকীরা ভাবে, নূতন রকমের খেলা হবে বুঝি—এখানকার সব ত লাগবেই, আরো ব্যবস্থা আছে। এবার বাবাও হবেন সাথী। সোৎসাহে পুঁটলি বেঁধে বাবার হাতে দিয়ে, সে হাসিভরা মুখে রওনা দেয়।

বালকবুদ্ধি জিজ্ঞাসা করিবে, কোন্‌টা বেশী ভাল। সংসারের ভালমন্দ মূলতঃ সর্বত্রই অবস্থা ও প্রয়োজন বুঝিয়া—রুচিনাং বৈচিত্র্যাৎ ঋজুকুটিলনানাপথজুষাং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু কোন যাত্রীর জন্যই বিচলিত হইবার কারণ নাই—নৃণাং একো গম্যস্ত্বমসি পয়সাং অর্ণব ইব। মোটকথা চলিতে হইবে—সিধা রাস্তাতেই হউক, আর বেঁকেই হউক।

শ্রীগুরু বলিলেন, যাহারা শ্রদ্ধাযুক্ত এবং বিদ্বেষপরিশূন্য চিত্তে প্রতিনিয়ত আমার এই বক্ষ্যমান উপদেশ অনুসরণ করে, তাহারাও (তে অপি) কর্মবন্ধন হইতে মুক্ত হয়।

শ্রীভগবান পূর্বে বলিয়াছেন যে মানুষের যাবতীয় কর্মই বন্ধনের কারণ হয়, যদি না সেই কর্ম তাঁর জন্য (তদর্থং), ব্রহ্ম উদ্দেশে, যজ্ঞ হিসাবে অনুষ্ঠিত হয়। যে কর্মের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে ভগবানের কোনরূপ সম্পর্ক (অনুকূল বা প্রতিকূল) নাই, তাহাই বন্ধনদায়ক। এখন শ্রীগুরু-রূপে তিনি বলিতেছেন, যদি কর্ম আমার সঙ্গে যুক্ত হইয়া নিষ্পন্ন হয়, তবে তেমন কর্মের দ্বারাও কর্মবন্ধন মুক্ত হইবে।

শ্রীগুরু যখন বলিলেন, সর্ব কর্ম আমাকে সমর্পণ করিয়া অগ্রসর হও, তখন অনেকের মনেই এই সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক যে তাহাতেও ত বন্ধনলাভ হওয়ার কথা, কারণ তিনি নিজেই বলিয়াছেন, যে ব্রহ্মার্পণ ভিন্ন আর সমস্ত কর্মই বন্ধনদায়ক। সেই সংশয় নিরসনের জন্যই তিনি সুস্পষ্ট করিয়া বলিলেন যে, আমার ইদানীং কথিত যে মত—গুরুরূপী আমাতে কর্ম সমর্পণ করা—তাহা যাঁহারা অনুষ্ঠান করিবেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(তে অপি) তাঁহারাও ব্রহ্মার্পণেরই তুল্য-ফল প্রাপ্ত হইবেন, অর্থাৎ তাহাদেরও কর্মের দ্বারা বন্ধন ঘটিবে না।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে ভগবান যেন কর্মবন্ধন—মুক্তির দুইটি উপায় নির্দেশ করিলেন—এক ব্রহ্মে অর্পণ দ্বারা অথবা শ্রীগুরুতে অর্পণ দ্বারা। কিন্তু প্রকৃত কথা তাহা নহে। অর্জুনের প্রার্থনানুযায়ী শ্রীভগবান এইবার তাঁহাকে ব্রহ্মার্পণের প্রকৃষ্ট ব্যবহারিক পন্থা শিখাইয়া দিতেছেন। বলা হইয়াছে, জীবনের যাবতীয় কর্মই ভগবানকে লইয়া করিতে হইবে। যে বুদ্ধিতে ভগবানকে 'নাই' বলিয়াই বোধ হয়, তেমন বুদ্ধি লইয়া প্রতি কর্মে ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করিয়া চলা কেমন করিয়া সম্ভবপর হইতে পারে ? ভগবান সর্বত্রই রহিয়াছেন—শুধু এই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া যাবতীয় কর্মে ব্রহ্মার্পণ জীবন্ত হইয়া উঠিতে পারে না। প্রারম্ভে কর্ম-যোগ, ভগবান সম্বন্ধে শ্রৌত জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়াই চলে। প্রতি কর্মে কর্মে ব্রহ্মান্বেষণ যখন প্রীতিপূর্বক ভজনার রূপ পরিগ্রহ করে (ভজতাং প্রীতি-পূর্বকং), তখন ভগবানকে গুরুরূপে প্রাপ্ত হইবার সাধকের অধিকার লাভ হয়। তিনি কৃপাপূর্বক সাধকের আপনজন হইয়া তাহাদের অন্তরের অন্ধকার দূর করিবার জন্য, বুদ্ধিযোগ প্রদান করিবার জন্য, শ্রীগুরুরূপে আবির্ভূত হন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাঁহাদের গুরুলাভ হইয়াছে, তাঁহাদের সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে যে, অন্বেষণ এবং অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া এতদিন যে ব্রহ্মার্পণ চেষ্টা চলিত, শ্রীগুরুতে সর্ব কর্ম সমর্পণ করিয়া অগ্রসর হইলে, ব্রহ্মার্পণ কল্পনার পরিবর্তে দিনে দিনে সত্যের দৃঢ়ভূমিতেই সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে।

বর্তমান জীবনের সাধনা এবং পূর্বজন্মের তপস্যার ফলে ভগবানকে প্রত্যক্ষভাবে প্রাপ্ত হইবার যতখানি যোগ্যতা ব্যক্তিবিশেষের লাভ হইয়াছে, তাহাদের নিজ নিজ গুরু সম্বন্ধীয় ধারণার উচ্চতা ও গভীরতাই সেই অধিকারের মাপকাঠি। যে কেহ তাহার গুরুকে যতখানি সত্য করিয়া বড় ভাবিতে পারে, দেখিতে পারে, ভগবানকে ততোধিক বড় করিয়া ভাবিবার দেখিবার সামর্থ্য তাহার নাই। কাজেই শ্রীগুরুতে অর্পণ, ব্রহ্মের যতখানি সান্নিধ্য এবং প্রত্যক্ষতার সম্মুখীন হইয়া অর্পণ করা একজন মানুষের পক্ষে সম্ভব, ততখানি অগ্রসর হইয়া সমর্পণ। অতএব শ্রীগুরুতে কর্ম সমর্পণ সাধকের শক্তি ও জ্ঞানের মাত্রা বিচারে সর্বোত্তম। যেহেতু শ্রীগুরু প্রত্যক্ষ ব্রহ্মই, সেইজন্য গুরুতে সমর্পণ এবং ব্রহ্মে সমর্পণ, ভক্তের দৃষ্টিতে তুল্যমূল্য। যাঁহাকে অনুমানে একরূপ ভাবিয়া অর্পণ আরম্ভ হইয়াছিল, তাঁহাকেই প্রত্যক্ষ প্রাপ্ত হইয়া অন্য বলিয়া বোধ হইতেছে—তত্ত্বতঃ উভয়ে একজনই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীগুরুতে ব্রহ্মার্পণের প্রস্তাব বর্তমান কাল পরিস্থিতিতে অনেকের পক্ষেই গুরুপাক হইবে, ইহা জানিয়াই আমরা এ কথা বলিতেছি।

সমর্পণ করিবেন শিষ্য—স্ব-নির্বাচিত গুরুকে। শ্রদ্ধাভক্তি, হৃদয়ের ভাব বিনিময় মূলে মানুষের যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাঁহাকে লইয়া শিষ্য কি ব্যবহার করিতে পারেন কিম্বা না পারেন, তাহা কখনও অন্যের গুরু ভাবিয়া যিনি বিচার করিবেন, তিনি বুঝিতেই পারিবেন না, তিনি যেমন বিজ্ঞই হউন না কেন। এ বিষয়ে তর্কের ক্ষেত্র বহু থাকিলেও, প্রয়োজন একেবারেই নাই। কারণ ভগবান নিজেই বলিয়াছেন, শ্রীগুরুতে সমর্পণ, যেখানে শ্রদ্ধার অভাবের জন্য কিম্বা দোষদৃষ্টির ফলে, অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়, তেমন ক্ষেত্রে এ জাতীয় অর্পণ করিতেই হইবে না। কাজেই ও-পরামর্শ যদি আদৌ পছন্দ না হয়, ভগবান বলিবেন, ব্যস্, করিও না।

কিন্তু করিতে না পারিলে শিষ্যপক্ষে কিরূপ ফল হইবার কথা, সে-কথা কিন্তু শুনিতেই হইবে। আর না শুনিলেও, ফল যাহা হইবার, তাহা হইবেই, কারণ ইহা ভগবানের বিধান।

"যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্।
সর্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাহারা বিদ্বেষবুদ্ধি প্রযুক্ত আমার এই কথিত মত অনুষ্ঠান করে না, নানাত্ব বহুত্ব জ্ঞানের দ্বারা বিমূঢ়, তাহারা চেতনাহীন অবীচিলোক প্রাপ্ত হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইবে, এই কথা তুমি জানিয়া রাখ।

আপাতদৃষ্টিতে শ্রীগুরুর এই বাক্যও মধুর বলিয়া মনে হয় না। আন্তরিক বিদ্বেষবুদ্ধির জন্য যাহাদের পক্ষে আমার এই মত অনুসরণ করা সম্ভবপর হইবে না, তাহারা চেতনহারা হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইবে—কথাটা বরং ধৈর্যহারা শ্রীগুরুর অভিশাপের মতই শুনা যায়। কথাটা যখন সত্যই শ্রীগুরুর, তখন ইহার প্রিয়ত্ববোধের পূর্ব পর্যন্ত 'কথাটা বুঝি নাই' বলিয়া ধরিয়া লওয়াই সুবুদ্ধির কার্য। বিষয়টি আরও ভাল করিয়া তলাইয়া দেখা প্রয়োজন।

শ্রীগুরু বলিলেন, যাহারা আমার এই মত গ্রহণ করিতে অসমর্থ হয়, তাহারা মোহান্ধ হতচেতন হইয়া বিনষ্ট হয়। চেতনভূমি হইতে অধঃপতিত হওয়া, আর বিনষ্ট হওয়া মানুষের পক্ষে একই কথা। কেন এমন হয়, সে কথাও কৃপাময় শ্রীগুরু সুস্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দিয়াছেন। সর্বজ্ঞান বিমূঢ়াঃ—নানাত্ব বহুত্ব জ্ঞানের দ্বারা মোহগ্রস্ত হইয়া। কাজেই বুঝা যাইতেছে যে শ্রীগুরুর এই বিশেষ কর্মপদ্ধতি নির্দেশের মূল অভিপ্রায় হইল, বহুত্ব জ্ঞানের পরিবর্তে শিষ্যকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একত্বের জ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত করা। উপনিষদে উক্ত হইয়াছে—

"মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি
য ইহ নানেব পশ্যতি।"

মৃত্যুর পরে সেই মানুষ মৃত্যুকেই প্রাপ্ত হয়, যার দৃষ্টিতে সংসারে নানা বহুই দৃষ্ট হয়।

নানা বহু দর্শনরূপ মরণের পথ হইতে সাধককে অমৃতময় একত্বের পথে পৌঁছাইয়া দিবার অভ্রান্ত সুসুখ কর্ম-কৌশল হিসাবেই শ্রীগুরু নির্দেশ দিয়াছেন, সর্ব কর্ম নিঃশেষে শ্রীগুরুতে সমর্পণ করিয়া অকুণ্ঠচিত্তে অগ্রসর হও।

মৃত্যুর পথ অতিক্রম করিয়া শ্রীগুরুসহায়তায় কেমন করিয়া মানুষ অমৃতের পথে অগ্রসর হয়, সেই কথাই এখানে আমরা যথাসম্ভব পরিষ্কারভাবে বুঝিয়া লইবার চেষ্টা করিব।

বন্ধন এবং মুক্তি, এই কথা দুইটি ধর্মজগতে খুবই পরিচিত। কিন্তু ইহার অর্থ সম্বন্ধে সঠিক ধারণা সাধক সমাজেও খুব কম লোকেরই আছে। এক ত সম্প্রদায় অনুযায়ী বন্ধন মুক্তি সম্বন্ধীয় ধারণা আলাদা হইবে—ইহা স্বীকার করিয়াই লওয়া হইয়াছে। তাহা ছাড়া ব্যক্তি বিশেষের জ্ঞান ও সংস্কারের তারতম্য অনুযায়ী বন্ধনমুক্তি সম্বন্ধীয় ধারণা আরও নানা বৈচিত্র্য প্রাপ্ত হয়। বন্ধন বা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মুক্তি মানুষের জীবনের ঘটনা। ধর্ম তাহার প্রতিবিধান। আমরা বিভিন্ন মতবাদের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া মনুষ্য-জীবনের ক্রমপরিণতির দিক দিয়াই বিষয়টি দেখিবার বুঝিবার চেষ্টা করিব।

মানুষ, 'আমি' বলিতে এমন একটি চৈতন্যময় ব্যক্তিত্ব অনুভব করে যে অস্তিত্ব অন্যান্য সমস্ত ব্যক্তি এবং বস্তু হইতে সম্পূর্ণ আলাদা। কিন্তু সে অন্য ভিন্ন বলিয়া অনুভূত জগতের বিভিন্ন ব্যক্তি এবং বস্তুর সঙ্গেই জাগ্রত সম্পর্ক বোধ করে। কতক ব্যক্তির সঙ্গে সে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে যুক্ত হইতে প্রলুব্ধ হয়; কতক লোককে সে এড়াইয়া চলিতে সচেষ্ট থাকে। কতক বস্তু তাহার ভোগ্য হিসাবে প্রিয়রূপে গ্রহণীয়; কতক বস্তুকে সে অপকারক সন্দেহে দূরে রাখিতে চায়। কোনক্রমে তাহার জ্ঞানগোচর হইলেই জগতের সর্ব ব্যক্তি এবং বস্তুই তাহার সম্পর্কের অন্তর্ভুক্ত হইবে, তাহা প্রিয়ত্বের সম্পর্কই হউক বা বিদ্বেষের। এই যে সম্পর্ক ইচ্ছায় অনিচ্ছায় মানুষমাত্রকেই মানিয়া চলিতে হয়, মানুষ ইচ্ছা করিলেও এই সমস্ত ভিন্ন ব্যক্তি বা বস্তুকে তাহার নিজের অন্তর্গত করিয়া লইতে পারে না। পরস্পরের ব্যবহারের দ্বারা পরস্পর অনুপ্রাণিত হইলেও, একে বাহির হইয়া অন্যের সঙ্গে মিলিত হইবে কিম্বা অন্যকে আনিয়া নিজের অন্তর্ভুক্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া এক হইয়া যাইবে, ইহা সাধারণ মানুষের অসাধ্য। সহজ কথায়, সকল ব্যক্তি এবং বস্তুই নিজ নিজ অস্তিত্বের গণ্ডীতে বন্দী। কেহই কাহারও স্বীয় সীমানা লঙ্ঘন করিতে সমর্থ নহে।

এই জগতে কোন বস্তু বা ব্যক্তি জাত হওয়া মাত্রই, এক বস্তুর সঙ্গে অন্য বস্তুর, এক ব্যক্তির সঙ্গে অন্য ব্যক্তির, এক স্বতঃসিদ্ধ ব্যবধান বোধ পরস্পরকে সর্বদা আলাদা করিয়া রাখে। হওয়া অর্থই ভিন্নরূপে হওয়া এবং আলাদা বোধে থাকা। এই যে, ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির, এক জাতীয় বস্তুর সঙ্গে অন্য জাতীয় বস্তুর, ব্যবধান—ইহা স্বতঃই দুরতিক্রমনীয়। এই যে জাত ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যে স্বতঃসিদ্ধ ব্যবধান—ইহাই প্রকৃত "ভব-সমুদ্র"। শুধু হওয়ার জন্যই, স্বাতন্ত্র্যকে বজায় রাখিবার জন্যই, যে অন্তরাল বা ব্যবধান জাগিয়া রহিয়াছে, তাহা প্রকৃত সমুদ্রের চেয়েও দুর্লঙ্ঘ্য।

মানুষের নিরন্তর যাহা অন্য, ভিন্ন, পর বলিয়া বোধ হয়, তাহার কেহ বা কোন কিছুই সত্যতঃ অন্য ভিন্ন নহে। পরস্পরের প্রতিনিত্য জাগ্রত আকর্ষণই পরস্পরের একত্ব জানাইয়া দিতেছে। যাহা পাইয়া আনন্দিত হই, তাহার মধ্যে অনেক-খানি সমতা খুঁজিয়া পাইয়াই অন্তর আনন্দিত হয়। যেখানে বিদ্বেষ, সেখানেও এই সমতা খুঁজিয়া না পাওয়ারই বেদনা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই যে অঙ্গাঙ্গীভাবে অবস্থিত বস্তু ও ব্যক্তির একদিকে আন্তরিক আকর্ষণ এবং ব্যবহারের দিকে অলঙ্ঘনীয় ব্যবধান, ইহাই মনুষ্যজীবনে নানা জটিলতার জাল রচনা করিয়া অগ্রসর হইতেছে। মানুষ যখন এই আন্তরিক আকর্ষণকে বেশী সত্য বোধ করিয়া বাহিরের ব্যবধানকে অতিক্রম করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়, তখনই প্রয়োজন হয়—তাহার সদ্‌গুরু লাভের। যিনি এই বাহিরের দৃশ্যমান ব্যবধানকে অনায়াসে অতিক্রম করিয়া সর্ব দৃশ্যের মৌলিক যোগসূত্র ধরাইয়া দিতে পারেন, যিনি মানুষে মানুষে সদা অনুভূত জাগ্রত বিরহের স্থানে, জীবনের ঐক্যসূত্রে সকলকে নিত্যযুক্ত করিয়া দিতে পারেন, তিনিই গুরু। বিশিষ্ট অস্তিত্বে অস্তিত্বে যে ব্যবধান ভবসমুদ্র রচনা করিয়া রাখিয়াছে, তাহা অতিক্রম করাইয়া দেন বলিয়াই শ্রীগুরুর নরসমাজে ভবকর্ণধার বলিয়া খ্যাতি। একে অন্যের মধ্যে সদা-বিদ্যমান এই ব্যবধানকে অতিক্রম করিয়া কেমন করিয়া তিনি পরস্পরের মধ্যে পারাপারের ব্যবস্থা করিয়া দেন, তাহাই আমাদের এখানে জ্ঞাতব্য।

শ্রীগুরু বলিয়াছেন, সর্ব কর্ম আমাতে সমর্পণ করিয়া অগ্রসর হও। কার্যতঃ এই উপদেশের কি হইবে ব্যবহারিক অভিব্যক্তি ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিজের 'আমি' বলিয়া যে ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট, সকল মানুষই সেই ব্যক্তিত্ব আশ্রয় করিয়া সর্ব কর্ম সম্পাদনে অভ্যস্ত। শ্রীগুরু বলিলেন, সেই সর্ব কর্মে তোমার কর্তৃত্বের স্থলে গুরুর কর্তৃত্বের প্রতিষ্ঠা কর। যেখানে তোমার 'আমি' কর্তা ছিলেন, সেখানে গুরুর 'আমিকে' কর্তৃত্ব দাও। তোমার কর্তৃত্বের কাজকে যেমন 'আমি করি', 'আমি করি', বোধ করিতে, সেখানে সর্ব কর্মই শ্রীগুরু করিতেছেন বলিয়া বোধ করিতে অভ্যস্ত হও। 'আমি করিতেছি' বোধ এই জন্য হয় যে, কর্মের যাবতীয় উপাদান আমিই সরবরাহ করিয়াছি, এই বোধ হইতে; কর্ম সর্বরূপে সম্ভব হইতেছে, আমার শক্তিতে, আমার জ্ঞানে। আমার জ্ঞানেন্দ্রিয়, আমার কর্মেন্দ্রিয়, এই বুদ্ধি স্থলে শ্রীগুরুর মন, প্রাণ, বুদ্ধিই তোমাতে দেহেন্দ্রিয়-মনোব্যাপার-রূপে প্রকাশিত হইতেছে—এইরূপ অনুভব করিতে অভ্যস্ত হও।

বিভিন্ন করণগুলির আলাদা আলাদা নামোল্লেখ করা হইতেছে, ব্যবহারের রূপকে সুস্পষ্ট করার জন্য। কার্যতঃ সমস্ত করণের কর্তৃত্বই এক বিশিষ্ট বুদ্ধিরূপ পরিগ্রহ করিয়া কার্য সম্পাদন করে। সাধারণ কর্মে সেই বুদ্ধির অহং-বোধ রূপ। আমার বুদ্ধি স্থলে শ্রীগুরুর বুদ্ধিতে সমস্ত কর্ম নিষ্পন্ন হইতেছে, এইরূপ দেখিতে হইবে। পূর্বে বলা হইয়াছে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে, যাঁহাদের গুরু আছে কিম্বা যাঁহাদের নাই, সকলেই শ্রীগুরু প্রদত্ত জ্ঞানের সহায়তা, জ্ঞানে অজ্ঞানে, গ্রহণ করিতেছেন। স্বীয় বুদ্ধির কৃতকার্যে অনেক সময় বুদ্ধি-অতিরিক্ত ফল দেখিয়া কর্মকর্তা আশ্চর্যান্বিত বোধ করেন। এইরূপ সম্ভব হয় সকলের কর্মের সঙ্গেই অযাচিতভাবে শ্রীগুরু-দত্ত জ্ঞানের সহায়তা থাকে বলিয়া।

কর্মে যদি শ্রীগুরুর সহায়তা সত্যই না থকিত, তবে তেমন সহায়তা কল্পনা করিয়া কতদিন মানুষের পক্ষে চলা সম্ভবপর হইত? ইহা ছাড়া শ্রীগুরু-সান্নিধ্যলাভ হইলে, শ্রীগুরুর জ্ঞানের আলোকে শিষ্যের জ্ঞানের অনুরঞ্জিত হওয়া নিতান্তই স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু সেই আমার ও শ্রীগুরুর মিশ্র জ্ঞানের পরিবর্তে একমাত্র শ্রীগুরুর জ্ঞানকেই সম্যক্‌ভাবে কর্মের প্রযোজকত্ব দিতে হইবে। আমি-মূলক কর্মের দ্বারা 'আমি' যেমন অযথা প্রাধান্য প্রাপ্ত হয়, শ্রীগুরু-অভিমুখী কর্ম মানুষকে তেমনই শ্রীগুরুর সত্য মহত্ত্ব বোধে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দিবে।

আমরা সংসারে দেখিতে পাই যে, মানুষ পরস্পরের সঙ্গে ব্যবহারের দ্বারা আত্মীয়তার ঘনিষ্ঠতা লাভ করে। কিন্তু এরূপ অবস্থা প্রাথমিক। সত্য সত্য কাছাকাছি আসিলেই মানুষের আবার ভাগাভাগি আরম্ভ হয়। পার্থক্যই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যেখানে মানুষের বৈশিষ্ট্য, সেখানে সান্নিধ্য মানুষকে সেই পার্থক্যই স্পষ্টতর করিয়া দেখাইবে। ফলে পুনর্বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী।

আমার কল্যাণকামনাই যে বুদ্ধিকে কৃপাঘন গুরুমূর্তি দিয়াছে, নিজত্ব-বোধের নির্মুক্ত প্রসারই যে আবির্ভাবের স্বরূপ, তেমন বোধের সংস্পর্শে যে আমার অন্তরের পর-বোধ দিনে দিনে নির্জিত হইয়া এক সম-বোধেই স্থিতিলাভ করিবে, ইহা নিঃসন্দেহ।

জীবনের যাবতীয় কর্ম অবলম্বনে প্রতিনিয়ত শ্রীগুরুর সঙ্গে হৃদয় বিনিময়ের ফলে পরস্পরের অন্তরের ঐক্য সম্পাদন এবং স্বাধর্ম্য লাভ অনায়াসসাধ্য হইয়া যায়। বহিরবয়বে মানুষে মানুষে যে পার্থক্য অত্যন্ত স্থূলভাবে অনুভূত হয়, মানুষে মানুষে অন্তরের তফাৎ কখনই তত ঘনরূপে বিদ্যমান থাকে না। বোধরূপে সর্ব-বোধই সমজাতীয়; পার্থক্য, ক্ষেত্রবিশেষে বোধের বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ায়। সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তির বুদ্ধি বা জ্ঞানকে যতক্ষণ সংশয়ের জন্য সংস্রব এড়াইয়া চলা যায়, ততক্ষণই ভিন্নবুদ্ধি বা অন্যবুদ্ধি। কিন্তু যে মুহূর্তে মানুষ কোন জ্ঞানকে অবনত মস্তকে স্বীকার করিয়া লয়, সেই মুহূর্ত হইতে সেই জ্ঞান, জ্ঞানের আশ্রয়স্থলকে অতিক্রম করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গ্রহণকারীর আপন বুদ্ধিতে পরিণত হইয়া যায়। জ্ঞান বিশেষের স্থান কাল পাত্রের সঙ্গে সম্পর্কের কথা কাহারও মনেই থাকে না। ইত্যবস্থায় কর্ম যাঁহার আমার কল্যাণের জন্য, ব্যবহার যাঁহার আপনত্বময়, স্বার্থ-সংঘর্ষের সম্ভাবনা যাঁহার সঙ্গে আদৌ নাই, এমন ব্যক্তিত্বের সঙ্গে প্রতিনিয়ত যোগাযোগের ফলে মানুষের যে সর্বাঙ্গীন অবাধ মিলন সহজসাধ্য হইয়া ঘটিয়া যাইবে, তাহাতে আশ্চর্য কি?

মানুষের মধ্যে ঈশ্বরত্বের পরিচয় পাইলে সাধকের যেমন মনুষ্য মাত্রেরই উপর শ্রদ্ধার ভাব স্বতঃই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তেমনি অন্য বলিয়া বিবেচিত একজন মানুষ চক্ষের সম্মুখে দিনে দিনে একেবারে নিজের মত কিংবা আপনার চেয়েও আপন এবং নিজের চেয়েও নির্ভরযোগ্য হইয়া উঠিলে, মানুষসম্বন্ধীয় অভ্যস্ত অন্য-ভিন্ন-বোধ দিনে দিনে তাহার শিথিল হইয়া যায়। মানুষ যে সত্যই মানুষের পর নয়, পরস্পরের ব্যবহারের দ্বারা পর হইয়াছে, এ সত্য আর কষ্ট করিয়া মানিতে হয় না। সকলেই যে নিজের মত আপন হইতে পারে, এইরূপ বিশ্বাস সহজসাধ্য হয়। এইরূপে শ্রীগুরুসহায়ে মানুষের পরকে আপন করিবার বিদ্যা অধিগত হয়। সর্বত্র সমদৃষ্টি লাভ সম্ভবপর হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীব-কর্তৃত্বে মানুষ প্রতি কর্মে কর্মে জগতের সঙ্গে, জীবের সঙ্গে, পার্থক্য বৃদ্ধি করিয়াই অগ্রসর হয়; কেবল বিয়োগই ঘটাইতে থাকে। জগতের যে বহুত্ব-মূলক-সৃষ্টি-প্রেরণা জগৎ উৎপত্তির মূলে রহিয়াছে, জীবশক্তি সেই প্রাকৃতিক প্রেরণা আশ্রয় করিয়াই চলে বলিয়া, জীবন তাহার বহুত্ব সৃষ্টিতে এবং ভাগ বিভাগেই সমৃদ্ধ হইয়া উঠে।

অপর দিকে শ্রীগুরুশক্তি জগতের বিলোম গতিরই ধারক বাহক বলিয়া, কেন্দ্রাতিগকে কেন্দ্রাভিমুখী করিবার প্রেরণা লইয়াই উদ্ভূত বলিয়া, প্রতিকর্মে বিয়োগের পরিবর্তে যোগ, বিচ্ছেদের পরিবর্তে জগতে জীবনে মিলন সংস্থাপন করিতে করিতেই অগ্রসর হয়।

বিয়োগে কাতর, বহুত্বে বিভ্রান্ত, মানুষ যদি ভগবৎ প্রদত্ত এই জীবন্ত যোগসূত্র, স্বয়মাগত সৌভাগ্যরূপে সমগ্র জীবন দিয়া গ্রহণ না করিয়া, অশ্রদ্ধায় অবহেলায় প্রত্যাখ্যান করিয়া নিজের অহংবুদ্ধিতেই সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে, তবে সে অমৃত ফেলিয়া মৃত্যুকেই স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লয়। একত্বের জ্যোতির্ময় লোকের পরিবর্তে বহুত্বের অন্ধকার লোককেই সে আশ্রয়স্থলরূপে প্রাপ্ত হয়।

শ্রীগুরুতত্ত্বের আলোচনায় শ্রীভগবানের অবতাররূপে অবতীর্ণ হওয়ার সম্বন্ধে কোন কথাই না বলিলে অনেকেরই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনে একটা মস্ত বড় সংশয় থাকিয়া যাওয়ার কথা। সেইরূপ সংশয় নিরসন কল্পে আমরা গুরু এবং অবতার, শ্রীভগবানের এই দুই মহত্ত্বেরই একত্রে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিব।

শ্রীগুরুতত্ত্বের যাহা মূল কথা, তাহাও শ্রীভগবানের কৃপামূলক অবতরণেরই কথা। তিনি নিজ মুখেই বলিয়াছেন যে, মানুষ যখন আমার প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়া আমাকেই চায়, তখন আমি তাহাদের প্রতি কৃপাপূর্বক তাহাদের আপন জন রূপে আবির্ভূত হই—তাহাদের অন্তরের অজ্ঞান অন্ধকার দূর করিয়া দিতে—যে বুদ্ধিযোগ সহায়ে তাহারা আমাকে প্রাপ্ত হইবে, সেই বুদ্ধিযে গ প্রদান করিতে।

ভগবানের শ্রীগুরুরূপে আবির্ভাবের বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা ব্যক্তির উপর কৃপামূলক। প্রকৃতিগত অজ্ঞানতার জন্য মানুষ যে ভগবানের সান্নিধ্য উপলব্ধি করিতে পারে না, বিশ্বরূপে যাঁহার বিভূতি সর্বদিকে উজ্জ্বল হইয়া জাগিয়া রহিয়াছে তৎসত্ত্বেও মানুষ যে ভগবানের জ্ঞানের বা শক্তির বিশেষ কোন পরিচয়ই প্রাপ্ত হয় না, মানুষের জ্ঞান ও শক্তির সেই অভাব দূর করিয়া তাহাকে ভগবানের সঙ্গে নিত্যযুক্ত থাকিবার অধিকার প্রদানের জন্যই ভগবান শ্রীগুরুরূপে আবির্ভূত হন। এই আবির্ভাব যে-কোন একজনের জন্যই ঘটিতে পারে। জীবত্বের সংকীর্ণতা যে কোন মানুষকে পীড়া দেয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং সেই বেদনাক্লিষ্ট মানুষ যদি শ্রীভগবানের সহায়তা লাভের জন্য আন্তরিক প্রার্থনা করে, তবেই শ্রীভগবান কৃপাঘন গুরুমূর্তিতে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। এখানে মানুষের অপরিহার্য সংকীর্ণতা ও দুর্বলতাই ভগবানের গুরুরূপে আবির্ভাবের অবশ্যম্ভাবী কারণ। যেহেতু মানুষ সর্বত্রই মানুষ এবং দুর্বলতাও মানুষের সহজাত, সেইজন্য সর্বদেশের সর্বকালের মানুষের জন্যই যে এই ভগবৎ কৃপার দ্বার উন্মুক্ত, সে কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন। কারণ এত বড় একটা জ্বলন্ত সত্যও মানুষের সত্যই নজরে পড়ে না—এবং বিশেষভাবে বর্তমানকালে আমাদের দেশে।

ব্যক্তিমাত্রেরই প্রয়োজনে ভগবান যে সত্যসত্যই সদ্‌গুরু-রূপে আবির্ভূত হইয়া মানুষের জন্ম জীবন সার্থক করিয়া দেন, তাহার বহু প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমাদের দেশ প্রাপ্ত হইয়াছে। অন্য দেশের কথা জানি না বলিয়া বলিতেছি না। প্রমাণ যে সর্বত্রই আছে, সে সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ।

এ বিষয়ের জীবন্ত প্রমাণও অদ্যাপি বহু বিদ্যমান রহিয়াছে। কাজেই কি কারণে ভগবান গুরুরূপে অবতীর্ণ হইয়া মানুষকে কৃতকৃতার্থ করেন, তাহা শুধু শোনা কথা নয়; অদ্যাপিও বহু লোকেরই জানা কথা। কাজেই এ বিষয়ে সন্দেহের বিন্দুমাত্রও অবসর নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীগুরুতত্ত্ব ও গীতা

শাস্ত্রবাক্যে এবং মহাজনগণের বাক্যে প্রকাশ যে, শ্রীভগবান অবতার স্বীকার করেন বিশেষ করিয়া ভূ-ভার হরণের জন্য। পৃথিবীর পাপতাপ যখন কালক্রমে জমাট বাঁধিয়া সৃষ্টিকে জর্জরিত করে, তখন কৃপাময় সর্বশক্তিমান ভগবান অবতার-রূপে মূর্ত হইয়া স্বহস্তে ধরণীর দুঃখ দূর করেন। অবতাররূপে ভগবানের মূর্তি বহু রকমেরই হইতে পারে। মানুষ বিশেষ করিয়া তাঁহার নররূপে অবতরণেরই আকাঙ্ক্ষী।

বর্তমান কালের মহাপুরুষগণের মধ্যেও অনেকে ভগবানের অবতাররূপে অবতীর্ণ হইবার বিশেষ কারণ নির্দেশ করিয়াছেন। সৃষ্টির অন্তর্নিহিত যে দোষ ও দুর্বলতার ফলে মানুষে ও ভগবানে দুর্লঙ্ঘ্য পার্থক্য দাঁড়াইয়া যায়, জগতের বিকৃত কর্ম যে দুর্নিবার পাপরূপ পরিগ্রহ করিয়া সৃষ্টিতে অশেষবিধ অকল্যাণ প্রসব করে, দুর্বল জগতের বা তাহার অধিকারী মানুষের সেই সমস্ত ত্রুটি বিচ্যুতি অতিক্রম করার একেবারেই যোগ্যতা নাই। সেই জন্য সৃষ্টিরই প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধনের জন্য, বিশ্বকে বিশ্বনাথের অভিপ্রেত গতি প্রাপ্ত করাইবার সুযোগ দিবার জন্য, স্রষ্টাকে মাঝে মাঝে সৃষ্টিতে অবতরণ করিতেই হয়।

এই সমস্ত মতামতের বিশদ আলোচনা আমাদের আরব্ধ বিষয়ের বহির্ভূত। কিন্তু একটা কথা না বলিলে মনের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উদ্বেগ রহিয়া যায়। সৃষ্টির অন্তর্নিহিত যেমন গলদ আছে, তাহা যথাযথ সংশোধিত হইবার সুচিন্তিত ব্যবস্থা কি সৃষ্টির অন্তরেই বিদ্যমান নাই, যে জন্য স্রষ্টার নূতন করিয়া হস্তক্ষেপ করিবার প্রয়োজন হইবে? সৃষ্টি ও স্রষ্টা ত কখনই এমন আলাদা বসবাস করেন না, যে জন্য সৃষ্টি-বহির্ভূত কোন নব ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা উদ্ভূত হইতে পারে। সৃষ্টি এবং স্রষ্টা, মানুষ বা দেবতা, শ্রীগুরু ও ভগবান ইহা ত এক সত্যেরই প্রকাশ ভঙ্গীর বা ভাবব্যঞ্জনার তারতম্য মাত্র।

যাহা হউক শ্রীভগবানের অবতার যে, জগতের জন্য বা সমষ্টির জন্য, এ বিষয়ে বিশেষ কোন মত-বৈষম্য নাই। বিশেষ জ্ঞাতব্য এই অবতার গ্রহণের কারণ।
গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন :—

যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।

যখন যখনই ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হয়, অধর্মের প্রাদুর্ভাব হয়, তখন আমাকে আমি সৃষ্টি করি। সাধুদিগের পরিত্রাণের জন্য এবং দুষ্কৃতকারীদের বিনাশের জন্য আমি যুগে যুগে আবির্ভূত হই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রথম কথা লক্ষ্য করিবার এই যে, ভগবান বলিয়াছেন যখন যখন প্রয়োজন, তখন তখনই আবির্ভূত হই। বলিয়াছেন যুগে যুগেই আবির্ভূত হই অর্থাৎ কোন্ যুগ আমার আবির্ভাবের বেশি অনুকূল কিংবা কোন্ যুগ আমার আবির্ভাবের বেশি প্রতিকূল, এমন কোন ভাব এই কথার মধ্যে নাই। আবির্ভাবের স্থানের কোন উল্লেখ নাই। কেন নাই তাহা বুঝিয়া লওয়া কঠিন নয়।

শ্রীভগবান তাঁহার স্বরূপসুলভ উদারতা লইয়া মানুষকে এই আশ্বাস দিয়াছেন। পরবর্তী কালের মানুষেরা ততখানি উদারতা সহিতে পারেন নাই।

ব্যাখ্যা নামে তাঁহারা ভগবানের সীমাহীন সময়ের মাপকে বিশেষভাবে সংক্ষিপ্ত করিয়া দিয়াছেন। স্থানের উল্লেখ না থাকিলেও তাহা যে ভারতবর্ষ হইতেই হইবে, তাহাতে অনেকেরই বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। আর যে ধর্মের গ্লানিতে ভগবানের অবতীর্ণ হইতে হয়, তাহাও নিঃসন্দেহ হিন্দুধর্ম, এই মতই প্রচার করিয়াছেন। ভগবান যদি মনুষ্য বিশেষের এই অনুশাসনই মানিয়া লন, তবে ভারতবাসী কোন লোকেরই তাহাতে দুঃখিত বা ক্ষতিগ্রস্ত হইবার কারণ নাই। এ-ও সত্য যে, সৃষ্টিতে ভগবানের প্রকাশ হইলে কোন দেশ বিদেশের বুকেই তাহা ঘটিবে এবং সে দেশ তাঁহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

. Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইচ্ছায় ভারতবর্ষ হইতেও কোন বাধা নাই। কিন্তু অবতরণ ভারতবর্ষেই ঘটিতে হইবে, এমন দাবীর সত্য অধিকার কোন ধর্মাভিমানীর থাকা উচিত নয়।

শ্রীভগবানের হস্তে ধর্মের দান অন্যান্য জগদ্‌বাসীদের তুলনায় হিন্দুধর্মাশ্রিত ভারতবাসী সব চেয়ে বেশি পাইয়াছে বলিলেও সত্যের অপলাপ করা হইবে না। বরং সেই সমস্ত মহাদানের যথাযোগ্য সেবা করিয়া শাশ্বতধর্মগোপ্তার দৃষ্টিতেও ভারতবর্ষ যদি তাঁহার বিশেষ প্রকাশের যোগ্যতম স্থান বলিয়া পূর্বে পূর্বে বিবেচিত হইয়া থাকে, তাহাও আশ্চর্যের বিষয় নয়। কিন্তু কিছুকাল যাবৎ হিন্দুগণ প্রায় জাতিগত ভাবে ধর্মের প্রতি যে অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন, তাহাতে শ্রীভগবান গরজ করিয়া আসিয়া হিন্দুধর্মের মহিমা বাড়াইয়া দিবেন, এমন আশা করা বাতুলতা। যদি ভারতের বিশেষ দাবী ধর্মের গ্লানির দিক দিয়া হয়, তবে আজিকার পৃথিবীতে সে দাবীও টিকিবে না। কারণ ধর্মের গ্লানিতেও ভারতবর্ষকে অনায়াসে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে, এমন অনেক নব নব জাতির অভ্যুদয় হইয়াছে।

আসল কথা এই যে, শ্রীভগবানের যে-কোন কাজ সকলেরই জন্য, এইরূপ বুদ্ধিই ধর্মসমাজের আশ্রয়নীয়। কাজেই অবতরণ জগতে হইবে ইহাই যথেষ্ট, স্থান বিশেষের উল্লেখ অবান্তর।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর সাধারণ মানুষ যেমন নানা ধর্ম, বহু ধর্ম দেখিয়া থাকে, শ্রীভগবানের ত তেমন দেখা সম্ভব নয়। তাঁর দৃষ্টিতে একই ধর্ম—যে ধর্মে তিনি ব্যষ্টি এবং সমষ্টিগত ভাবে বিশ্বের সমস্ত কিছুর সঙ্গেই নিত্যযুক্ত রহিয়াছেন। এই জাগ্রত জীবন্ত ধর্মই শাশ্বত সনাতন ধর্ম। এই ধর্ম সকলের পক্ষেই সত্য, সকলের জন্যই সত্য। "স কালেনেহ মহতা যোগ নষ্টঃ পরন্তপ।"

শ্রীভগবান বলিলেন, এই যে সত্য সনাতন যোগ, তাহা যখন কালপ্রভাবে নষ্টবৎ দৃষ্ট হয় অর্থাৎ মানুষ 'নাই' বলিয়া বোধ করে, তখনই প্রকৃত ধর্মের গ্লানি। যে যোগ নিত্য জাগ্রত আছে বলিয়া বিশ্বব্যাপী বিয়োগ চেষ্টাও যুক্তরূপে বিদ্যমান থাকে, একটি ধূলিকণাও বাস্তবপক্ষে কদাপি অযুক্ত থাকে না, তেমন সমুজ্জ্বল যোগও যখন ম্লান হইয়া যায়, 'নাই' হইয়া যায়—এক কথায় জাগ্রত অস্তি-বোধের স্থলে জগতে যখন নাস্তি বোধই প্রবলভাবে প্রকটিত হয়, তখন সৃষ্টির বুকে আমি নিজেকে প্রকাশিত করি—আমার ধরা, আমার ছোঁয়াকে স্পষ্টতর করিয়া অনুভব করাইবার জন্য। যে বুদ্ধি ধর্মের অনুকূল তাহা সযত্নে সঞ্জীবিত করিয়া, যে বুদ্ধি বিনাশমূলক তাহার বিলোপ ঘটাইয়া, আমি যুগে যুগে ধর্মকে সম্যক্‌ভাবে স্থাপন করি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সহজ কথায় সৃষ্টি যখন তাহার উৎপত্তিস্থল আমা হইতে কালের মাপে অনেক দূরে অগ্রসর হইয়া যায়, তখন আমার সঙ্গে তাহাদের যোগসূত্র সৃষ্টির লোকেরা সহজ সত্যরূপে অনুভব করে না। আমার ছোঁয়ার যে অস্তিবোধ, তাহার অভাব হওয়ায় নাস্তিবোধই মুখর হইয়া উঠে। আমার সঙ্গে জীবন্ত যোগশূন্য মানুষ অমৃতের চেয়ে মৃত্যুকেই বেশি সত্য করিয়া অনুভব করে। বাঁচিবার এবং বাঁচাইবার জ্ঞানের চেয়ে মরিবার এবং মারিবার বিদ্যাতেই অধিকতর পারদর্শী হইয়া উঠে। তখন মরণোন্মুখ জগতকে আমি আমার অস্তিত্বের প্রত্যক্ষ স্পর্শ দিয়া জীবনোন্মুখ করিবার জন্য সৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ হই। জীবনের নব আবির্ভাবের সম্মোহন আলোকে জগতের বুকে মুখে "অস্তি অস্তি", "ভাতি ভাতি" ভাষা নূতন নূতন করিয়া স্বহস্তে লিখিয়া দেই। পাঞ্চজন্য-শঙ্খ-নির্ঘোষে জানাইয়া দেই—ধরিয়াই আছি, বুকে বুকেই রহিয়াছি, কোলে করিয়াই বসিয়া আছি।

ভগবানের এই উক্তি হইতেও বুঝা যাইতেছে যে তাঁহার অবতার গ্রহণ জাগতিক একটা বিশেষ ঘটনা। ইহা সমষ্টি কল্যাণের জন্যই ঘটে এবং শাশ্বত ধর্মের গ্লানিই হয় এই আবির্ভাবের কারণ। কাজেই এইরূপ ব্যাপক ঘটনার উপর ব্যক্তিবিশেষের কোনই হাত থাকিতে পারে না। এইরূপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঘটনার আশা করিতে মানুষের যত ভালই লাগুক্, ঘটা না ঘটা সম্পূর্ণ ঈশ্বরেচ্ছাধীন।

শ্রীগুরুরূপে ভগবানকে পাওয়া মানুষের নিজের প্রয়োজনে নিজের তপস্যাতেই হইতে পারার ব্যবস্থা তিনিই করিয়াছেন। অবতাররূপে আবির্ভাব একান্তভাবে তাঁহার দিকেরই ঘটনা।

এক রকমের মানুষ আছেন, যাঁহারা শ্রীগুরুরূপে অবতারকেই পাইতে চাহেন, মনুষ্যরূপী গুরুকে ভগবানরূপে গ্রহণ করা কষ্টসাধ্য বলিয়া। অপরদিকে অবতাররূপে ভগবানকে সকলে 'মানুষ'ই দেখিতে চাহেন, মনুষ্যরূপে না আসিলে কেহই তাঁহাকে পাইয়াছি বোধ করিবে না বলিয়া।

এখানে এই উভয় চিন্তারই মর্মগত গোলযোগ দ্রষ্টব্য। একদিকে গুরুরূপে ভগবানকে পাওয়ার অন্তরায় বলিয়া বিবেচিত হইতেছে তাহার মনুষ্যভাব; অপরদিকে সত্য করিয়া অবতারকে ঈশ্বররূপে প্রাপ্ত হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় হইতেছে তাঁহার মনুষ্যভাব। গুরুরূপে ভগবানকে বলা হয় 'ঈশ্বর' হইয়াই থাকিতে, অবতাররূপে ঈশ্বরকে বলা হয় 'মানুষ' হইয়াই আসিতে।

মনুষ্যরূপে গুরুকে যাঁহাদের অল্প বলিয়া মনে হয়, তাঁহারাই শ্রীগুরুকে 'ঈশ্বর' হইয়া থাকিতে বলেন। আবার ঈশ্বররূপে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহাকে অত্যন্ত বড় মনে হয় বলিয়াই মানুষ তাঁহাকে নররূপে নামিতে বলেন। মনুষ্যত্ব এবং ঈশ্বরত্বে যে-মানুষের বুদ্ধিতে পরস্পর বিরোধীভাব বিদ্যমান, তাহার কাছে এই সমস্যার সমাধান নাই। এমন বুদ্ধির সম্মুখীন হইলে ঈশ্বর হইলেও, গুরু নাগালের বাহিরে থাকিবেন, মানুষ হইলেও ঈশ্বর জানাজানির বাহিরেই পড়িয়া থাকিবেন। এই মানসিক গোলযোগের সমাধান শ্রীগুরুতে। তিনিই মানুষকে প্রত্যক্ষভাবে জানাইয়া দেন, মানুষও কেমন করিয়া ঈশ্বর হইতে পারে, আবার প্রয়োজন মত ঈশ্বরও কেমন করিয়া মনুষ্য হইয়াই বসবাস করিতে পারেন।

যাঁহারা নিজেদের ভগবানের 'অবতার'-স্বরূপেই বেশি আকৃষ্ট বলিয়া বোধ করেন, তাঁহাদের স্মরণ রাখা দরকার যে, এই সুযোগ কোন মানুষেরই নিজের ইচ্ছায় ঘটিতে পারে না। কাজেই কেহ যদি আধ্যাত্মিক জীবনের পরিচালন-ভার "অবতারে"র উপর অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে চান, তবে তেমন শুভ যোগাযোগ কত দিনে, কত জন্মে ঘটিবে তাহার বিন্দুমাত্রও নিশ্চয়তা নাই। এমন অনির্দিষ্ট কালের জন্য অপেক্ষাতেও যে-মনুষ্যের আপত্তি নাই, তাহার আধ্যাত্মিক জীবন আরম্ভ হইবার এখনো বিশেষ বিলম্ব আছে, ইহা মানিয়া লওয়াই ভাল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর একটা দিক আছে এই যে, শ্রীভগবান অবতীর্ণ হইলেই যে সমস্ত মানুষ তাঁহাকে চিনিয়া ফেলিবে তেমন কিন্তু কখনই ঘটে নাই। বিভিন্ন অবতারের আবির্ভাবকালেই যে কয়জন লোক তাঁহাকে স্বরূপতঃ চিনিতে পারিয়াছেন তাঁহাদের সংখ্যা অত্যন্তই অল্প বলিয়া বিভিন্ন শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে।

আর একটি বিশেষ কথা এই যে, যাঁহাদের সদ্‌গুরুলাভ হয় নাই, তাঁহাদের কিন্তু শ্রীভগবান অবতীর্ণ হইলেও তাঁহাকে দেখিতে পাওয়ার বা চিনিতে পারার কথা নয়। অবশ্য তাঁহার ইচ্ছায় সমস্ত অসম্ভবই সম্ভব হইতে পারে, ইহা সহস্রবার নতমস্তকে স্বীকার্য। কিন্তু অদ্যাপি যাহার জীবনে ভগবান সম্বন্ধীয় কোনরূপ উদ্বেগই দেখা যাইতেছে না, ভগবান বিশেষ করিয়া অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তাহাকেই দেখা দিবেন, এমন চিন্তা সুস্থ মস্তিষ্কের লক্ষণ নহে। এইরূপ মনোভাবে—ভক্তি নয়, অতি বড় দাম্ভিকতাই প্রকটিত হয়। আমরা অসম্ভব সম্ভবের দিক বাদ দিয়া ইতিপূর্বে বিভিন্ন অবতারে যেমন ধারা দেখা গিয়াছে তাহা অনুসরণ করিয়াই এই কথা বলিতেছি। হাতের কাছের দৃষ্টান্তই ধরা যাক্। এমন যে অর্জুন, তিনিও শ্রীগুরুদত্ত দিব্য চক্ষু প্রাপ্তির পূর্বে একত্র বসবাস করিয়াও শ্রীকৃষ্ণকে অবতীর্ণ ভগবান বলিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জানিতেন না। এ বিষয়ে তর্কের কোন অবসর নাই। শ্রীঅর্জুন নিজেই বলিয়াছেন, 'অজানতা মহিমানং তবেদং অসংক্রুতোঽসি —তোমার এবম্ভূত মহিমা না জানিয়া তোমার সঙ্গে যে সামান্যবৎ ব্যবহার করিয়াছি 'তৎ ক্ষাময়ে'—তৎ সমস্ত ক্ষমা কর।

এদিকে যাঁহার সম্বন্ধে কথা, যিনি নিজেই অবতার, তিনি শ্রীঅর্জুনের ঈশ্বররূপ দর্শনের প্রার্থনার উত্তরে সরল সহজ ভাষায় বলিয়া দিয়াছেন—

'ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরং।"

তোমার নিজের চক্ষু বলিয়া যে দৃষ্টিশক্তি তোমাতে বিদ্যমান, তাহা দ্বারা তুমি আমাকে দেখিতে পাইবে না। আমি তোমাকে দিব্যচক্ষু দিতেছি—তদ্বারা তুমি আমাকে দেখ।

কাজেই শ্রীগুরুরূপে ভগবান আবির্ভূত হইয়া বুদ্ধিযোগ না দিলে, দিব্যচক্ষু না প্রদান করিলে, কেহই যে তাঁহাকে অবতাররূপেও দেখিতে পায় না, এ বিষয়ে সংশয়ের একেবারেই অবকাশ নাই।

অবতাররূপেও শ্রীভগবানের জগতের সঙ্গে পরিচয় গুরুরূপেই ঘটে। শ্রীগুরুভাব যাঁহার কাছে বিশেষ আকর্ষণের বিষয় নহে, তেমন মানুষের সঙ্গে অবতীর্ণ ভগবানের ঘনিষ্ঠতাই বা কি সূত্রে ঘটিবে ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীগুরুরূপেও মানুষ ভগবানের কৃপাবতরণের সঙ্গেই পরিচিত হয়। মানুষ ভগবানের বিভূতি প্রাপ্ত হইয়াই গুরু মর্য্যাদা লাভ করেন। সদ্‌গুরুলাভ যাঁহার ঘটিয়াছে, তাঁহার প্রাপ্ত সৌভাগ্যকেই যথেষ্ট মনে করিয়া, অবতার সম্বন্ধীয় বৃথা চিন্তায় অযথা বিব্রত না হওয়াই স্বাভাবিক।

অবতাররূপেও যেহেতু ভগবান জগদ্‌গুরুরূপেই প্রকটিত হন, শ্রীগুরুবর্গই যেহেতু সর্বকালে অবতরণের আশার বাণী মানুষকে শুনাইয়া আসিতেছেন, শ্রীগুরুদত্ত দিব্যদৃষ্টি লাভ না করিলে, যেহেতু শ্রীভগবান অবতীর্ণ হইলেও তাঁহাকে জানিতে চিনিতে পারার সম্ভাবনা নাই, তখন এ বিষয়ে গুরুকৃপাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের অবস্থা সব চেয়ে নিশ্চিন্ততার।

শ্রীগুরু যাঁহাদিগকে আশ্রয় দিয়াছেন, একান্তভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া যাঁহারা তাঁহার আপন জনে পরিণত হইয়াছেন, তাঁহারা 'অবতার' সম্বন্ধে নিজেরা কোন পৃথক ভাবনা ভাবিবেন কেন? যেহেতু যিনি শ্রীগুরু, তিনিই হ'ন অবতার, তখন তাঁহার আশ্রিত জনগণের কাহার সঙ্গে বা কাহাদের সঙ্গে অবতাররূপে তিনি যোগস্থাপন করিবেন কিংবা না করিবেন তাহা নির্ধারণের সম্যক্ ভার শ্রীগুরুতে অর্পণ করিয়া, সদ্‌গুরুলাভের আনন্দ লইয়াই তাঁহারা নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগে জীবন অতিবাহিত করিতে পারেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীগুরুতত্ত্ব ও গীতা

একদিকে সর্বৈশ্বর্যময় শ্রীভগবানের বিশ্বরূপ—অপরদিকে শ্রীগুরুরূপে ভগবানের মনুষ্যরূপ—সমকালে এই উভয় মহত্বের সম্মুখীন হইয়া, আদর্শ ভক্ত শ্রীঅর্জুন কি সিদ্ধান্ত করিলেন তাহা আলোচনা করিয়া আমরা আমাদের গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধীয় আলোচনা পরিসমাপ্ত করিব। গুরুকৃপালাভের পথের অন্বেষণে আমরা অর্জুনকেই আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলাম —এখন তাঁহার আদর্শ ব্যবহার দেখিতে দেখিতেই আমাদের বক্তব্যের উপসংহার করিব।

বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া অর্জুন বলিলেন—

"অদৃষ্টপূর্ব্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা
ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
তদেব মে দর্শয় দেব রূপং
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস।"

যাহা ইতিপূর্বে কখনো দেখি নাই, তাহা দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছি; আবার মনে মনে অত্যন্ত ভীতও বোধ করিতেছি। অতএব হে দেব! আমাকে সেইরূপই দেখাও; হে দেবাদিদেব জগদাশ্রয়—হে সহস্রবাহো বিশ্বমূর্ত্তে—তুমি প্রসন্ন হও।

সেইরূপ—কোন্ রূপ? তৎসম্বন্ধে বলিলেন—

"কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্ত—
মিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন
সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্ত্তে ॥"

হে সহস্রবাহো! কিরীটি-গদাধারী-চক্রধারীরূপে তোমাকে আমি যথাপূর্বই দেখিতে ইচ্ছা করি। হে অনন্তবাহো, তুমি তেমন ধারা চতুর্ভুজ মূর্তিতেই প্রকাশিত হও।

শ্রীঅর্জুনের পূর্বোক্ত কথাগুলির মর্মার্থ এইরূপ :—

তোমার পরমাশ্চর্য এই যে রূপ, যাহা পূর্বে আমি কখনই দেখি নাই, তাহা দেখিয়া অত্যন্তই সন্তোষ লাভ করিয়াছি; কিন্তু তবুও তোমার এই ভয়াবহ মহাকাল মূর্তি দেখিয়া আমি অত্যন্তই ভীত বোধ করিতেছি। তুমি প্রসন্ন হও, হে জগদাশ্রয়! তোমার এইরূপ সংবরণ করিয়া, হে দেব! তুমি তোমার যথাপূর্ব রূপ (তদেব রূপং) আমাকে দেখাও। সেই রূপ কেমন হইবে তাহা বিস্তার করিয়া বলিলেন— কিরীটি, গদাধারী, চক্রধারী মূর্তিতে আমি তোমাকে পূর্ববৎই দেখিতে চাই। তুমি আমার অভিপ্রেত চতুর্ভুজ মূর্তিতে প্রকাশিত হও। হে সহস্রবাহো, বিশ্বমূর্তে!

শ্রীঅর্জুনের প্রার্থনা ভাল করিয়া বুঝিবার পূর্বে আমাদের সুস্পষ্ট করিয়া জানিয়া লওয়া দরকার তিনি সত্য সত্য শ্রীকৃষ্ণকে কোন্ বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করিবার প্রার্থনা জানাইয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এ বিষয়ে বহু মতদ্বৈধ আছে বলিয়াই বিশেষ করিয়া এ বিষয়ের নির্ধারণ সর্বাগ্রে প্রয়োজনীয়। প্রচলিত মতানুযায়ী— এই প্রার্থনায় শ্রীঅর্জুন শ্রীকৃষ্ণ ভগবানকে তাঁহার লোক-প্রসিদ্ধ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারীরূপে দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে এ বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহের অবসরই নাই। কিন্তু বিনীতভাবে স্বীকার করিতেছি, এই সিদ্ধান্তে আমাদের অত্যন্ত সংশয় আছে। এই মন্ত্রের কি অর্থ আমাদের সঙ্গত মনে হয়, সেই সম্বন্ধে মদীয় আচার্য ব্রহ্মর্ষি শ্রীসত্যদেব ঠাকুরের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করিবার সৌভাগ্য আমার ঘটিয়াছিল। তিনি আমার মতের পূর্ণ সমর্থন করিয়াছেন, সেই জোরেই শ্রীগুরুপদ ভরসা করিয়া আমি আমাদের মত লোকসমক্ষে প্রকাশ করিবার সাহস করিতেছি। ভক্তগণ, যাঁহার গুরু যাঁহাকে যেমন মর্ম গ্রহণ করান তেমনই করিবেন, ইহা জানি বলিয়াই এ বিষয়ে সঙ্কোচেরও বিশেষ কোন হেতু নাই।

বুদ্ধিমান্ লোকেরা যে কোন আলোচ্য বিষয়ের পক্ষে বা বিপক্ষে অনন্তকাল ধরিয়া লড়িতে পারেন, তাহার প্রমাণ আমাদের দেশে প্রচুর ভাবেই বিদ্যমান। তর্কের পথ বর্জন করিয়া বাক্যের প্রকৃত অর্থ নির্ণয়ের যদি সেই সময়কার কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায়, তবে সেই আশ্রয় গ্রহণ করাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সদর্থ নির্ণয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা। তেমন প্রমাণ রহিয়াছে। বিশেষ রূপ দর্শনের প্রার্থনা করিয়াছিলেন শ্রীঅর্জুন এবং দেখিয়াও ছিলেন তিনি নিজে স্বচক্ষে—কাজেই তাঁহার সাক্ষ্যের উপর আর সমস্ত মতামতই অচল। এ বিষয়ে আরো একজন নির্ভরযোগ্য সাক্ষী রহিয়াছেন শ্রীসঞ্জয়, যাঁহার কৃপায় মানব-সমাজ গীতাজ্ঞান লাভ করিবার অধিকারী হইয়াছে। তিনি শ্রীগুরুকৃপার জয়ধ্বনি করিয়া জগৎকে জানাইয়া দিয়াছেন, "ইমং পরং গুহ্যং আবয়োঃ সংবাদং যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ং—অহং অশ্রৌষং।" এই পরম রহস্যময় শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদ স্বয়ং যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণমুখনিঃসৃত এই যোগের কথা আমি শুনিয়াছি। তিনি ঘোষণা করিয়াছেন শ্রীহরির এই অদ্ভুত বিশ্বরূপের কথা স্মরণ করিতে করিতে এখনো আমার পুনঃপুনঃ রোমাঞ্চ হইতেছে।

পূর্বদৃষ্ট বস্তুরই স্মৃতি হওয়া সম্ভব। কাজেই শ্রীসঞ্জয় শ্রীকৃষ্ণ মুখে গীতাও শুনিয়াছিলেন এবং তাঁহার বিশ্বরূপও দর্শন করিয়াছিলেন। এ কথা সুবিদিত যে শ্রীসঞ্জয় হস্তিনা-পুরে বসিয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে কুরুক্ষেত্র সংবাদ শুনাইতে-ছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্র হইতে এত দূরে থাকিয়াও, কেমন করিয়া এই শ্রবণ এবং দর্শন সম্ভবপর হইয়াছিল, শ্রীগুরুকৃপামুগ্ধ শিষ্য স্ব-মুখেই সগৌরবে তাহা ঘোষণা করিয়াছেন—ব্যাস প্রসাদাৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—গুরু কৃপায়। শ্রীসঞ্জয়ের কথা আরো সংক্ষেপে উল্লেখ করা চলিত। এই উপলক্ষে যাঁহার 'প্রসাদাৎ' গীতা লাভ মানুষের সম্ভব হইয়াছে, প্রসঙ্গক্রমে তাঁহার প্রতি অকৃতজ্ঞ হৃদয়ের একটু বাচনিক কৃতজ্ঞতা নিবেদনের লোভ সংবরণ করা গেল না। বিশেষতঃ, শ্রীঅর্জ্জুনের প্রার্থনার স্বরূপ নির্ণয়ে তিনি আমাদের একজন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী। অধিকন্তু সদ্‌গুরু লাভ যাঁহাদের ঘটিয়াছে অবতারের আবির্ভাব হইলে তাঁহাদের যে আদৌ বঞ্চিত হইবার আশঙ্কা নাই—আমাদের পূর্ব-কথিত এই সম্বন্ধীয় উক্তির শ্রীসঞ্জয় এক জীবন্ত প্রমাণ।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের প্রার্থনায় যে রূপ তাঁহাকে দেখাইয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে শ্রীসঞ্জয় বলিয়াছেন, 'স্বকং রূপং দর্শয়ামাস' —তাঁহার নিজের রূপই (বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি স্মরণীয়)। রূপ যিনি দেখিতে চাহিয়াছিলেন এবং দেখিয়াছিলেন, রূপ দর্শনান্তে তিনি বলিয়াছেন,

"দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দ্দন।
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ।"

হে জনার্দন, তোমার এই সৌম্য মানুষ মূর্তি দেখিয়া এখন আমি স্বস্থ, প্রকৃতিস্থ হইয়াছি।

এখন এই রূপ দর্শন সম্বন্ধে প্রকৃত রকম বুঝাইবার জন্য যতগুলি কথা বলা হইয়াছে, সেই সমস্ত কথা একত্র করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখাইতেছি। অর্জুন প্রথমেই বলিয়াছেন—তদেব রূপং দর্শয়—যে রূপে ইতিপূর্বে এতদিন তোমাকে দেখিয়া আসিতেছি, সেই রূপ দেখাও। বলিয়াছেন, তথৈব দ্রষ্টুং ইচ্ছামি—যথা পূর্বং তথা। যেমন যেমন পূর্বে দেখিয়াছি তেমন ভাবেই দেখিতে ইচ্ছা করি। এত কথার পরেও যাঁহারা শ্রীঅর্জুনের কথায় শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী বিষ্ণুরূপ দর্শনের প্রার্থনাই শুনিতে পাইবেন, পুনঃপুনঃ মনুষ্যরূপের উল্লেখ দেখিয়াও শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী বিষ্ণুদেবতাকেই মনুষ্য মূর্তি করিয়া মানিয়া লইতে উৎসাহ বোধ করিবেন, তাঁহাদের কাছে এ বিষয়ে আর অধিক বলা অনর্থক। কারণ, বুঝিতে হইবে তাঁহারা নিজেরাই দেবতারূপের নীচে নামিতে রাজী নহেন। যেই রূপ সম্বন্ধে স্বয়ং ভগবান বলিয়াছেন যে "দেবাঃ অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্খিনঃ"—তেমন বিস্ময়কর বিশ্বরূপ দর্শনের অব্যবহিত পরেই যে শ্রীঅর্জুন কৃষ্ণভগবানকে নিছক মনুষ্য মুর্তিতে দেখিতে চাহিবেন, ইহা তাঁহাদেরকল্পনাতীত। মনুষ্য সম্বন্ধে হীন ধারণাই অধিকাংশ মানুষের এমনই মজ্জাগত যে ভগবান দর্শনের পরে কেহ যে প্রার্থনা করিয়া মনুষ্যরূপ দর্শনের জন্য লুব্ধ হইতে পারে, মানুষ তাহার স্বজাতি সম্বন্ধে এমন উচ্চ ধারণা সহজে পোষণ করিতে পারে না। শ্রীভগবান সখেদেই বলিতে বাধ্য হইয়াছেন, 'অবজানন্তি মাং মূঢ়াঃ মানুষীং তনুমাশ্রিতং।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মানুষের প্রতি মানুষের স্বাভাবিক অবজ্ঞার হাত হইতে শ্রীঅর্জুন ইতিপূর্বেই সম্যক্ মুক্তিলাভ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার চক্ষুর সম্মুখেই মনুষ্যদেহধারী শ্রীগুরুর দেহেই সমগ্র জগৎ ফুটিয়া উঠিতে দেখিয়াছেন,

"তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা
অপশ্যদ্দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা।"

তখন সেখানে তৃতীয় পাণ্ডব শ্রীঅর্জুন শ্রীকৃষ্ণদেহে নানা বৈচিত্র্য-সমন্বিত সমগ্র জগৎকে একই সঙ্গে দেখিতে পাইলেন। যাহা কিছু বিশ্বে ছিল, আছে, কিংবা থাকিবে তৎসমস্তই একীভূতভাবে শ্রীকৃষ্ণ-অঙ্গে দেখিতে পাইলেন। কাজেই শ্রীগুরুরূপে মনুষ্যদেহকেই আশ্রয় করিলে বর্তমানে বা ভবিষ্যতে সর্বপ্রাপ্তির দিক দিয়া কোথাও কিছু কম পড়িবার আশঙ্কা অর্জুনের মনে একেবারেই ছিল না। কারণ এক মনুষ্য দেহকেই তিনি সর্বরূপে প্রাপ্ত হওয়ার প্রত্যক্ষ সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ইহাও উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে তাঁহার যাবতীয় সৌভাগ্যলাভই একমাত্র গুরুকৃপাতেই ঘটিয়াছে। ব্যবহারিক জীবনে প্রকৃতিরই নিয়মে মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন যেমন সহজেই অনায়াসে সর্বাঙ্গীন হইয়া প্রকাশিত হইতে পারে, অন্য কোন ভাবের মিলনে তেমন হওয়া সহজ নয়। তাই শ্রীঅর্জুন তাহার সর্ব সার্থকতা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লাভের মূল আশ্রয় মনুষ্যরূপী গুরুর সঙ্গেই তাঁহার জীবনের সম্পর্ককে সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য এইরূপ প্রার্থনা করিলেন।

এখন আমরা শ্রীঅর্জুনের সমস্ত কথাটা একত্র করিয়া বুঝিয়া লইব। তিনি বলিয়াছেন, 'তদেব মে রূপং দর্শয়'—যে রূপে আমি তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছি, সেই রূপেই এখন দেখা দাও। সর্বরূপই যে তোমার রূপ ইহা এইমাত্র তুমিই দেখাইয়া দিয়াছ। সবরূপই যেহেতু তোমার রূপ, সেইজন্য তুমি ইচ্ছা করিলেই যে কোন রূপে প্রকাশিত হইতে পার। তুমি প্রসন্ন হইলেই মানুষের যে কোন প্রার্থনা তুমি পূর্ণ করিতে পার। হে ভয়ানাং ভয়ং—হে ভয়েরও ভয়ঙ্কর, তুমি প্রসন্ন হইয়া আমার কাছে এখন প্রসন্নরূপে প্রকাশিত হও। আমি তোমাকে কিরীটধারী, গদাধারী এবং চক্রধারী রূপে দেখিতে চাই। বিশেষ করিয়া এই রূপ ভাবের প্রার্থনার তাৎপর্য আমরা পরে বুঝিব। আগে এই প্রস্তাবের সমগ্র রূপটি কিরূপ দাঁড়াইতেছে তাহাই দেখা যাক্।

অর্জুন বলিয়াছেন তোমার মূল রূপটি হইবে যেমন ছিল পূর্বে—তেমনই। কিন্তু আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তোমার ঐ পরিচিত রূপেরই একটু বিশেষ পরিবর্তন সাধন করিয়া তুমি আমার চক্ষে প্রতিভাত হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তুমি 'তেনৈব রূপেন চতুর্ভুজেন' ভব।

তুমি আমার নিকটে তোমার পরিচিত রূপেই এখন হইতে আমার দৃষ্টিতে আবির্ভূত রহিবে, চতুর্ভুজ কিরীটিরূপে। তেন চতুর্ভুজেন রূপেন এবং আমি যেমন চতুর্ভুজ মূর্তির কথা বলিলাম তেমন চতুর্ভুজ গুরুমূর্ত্তিতেই তুমি আমার কাছে প্রকাশিত হইবে। অনন্ত তোমার বাহু, পদ—অসংখ্য তোমার রূপ বিলাস। যিনি সর্বরূপনিলয়, তেমন তোমার পক্ষে ত যে কোন রূপেই প্রকাশিত হওয়া সম্ভবপর। হে করুণানিধান! আমার প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া আমার প্রার্থিত রূপেই প্রকটিত হও। তোমার যে চতুর্ভুজরূপে ভুবন বিমুগ্ধ আমি তোমার সেই শঙ্খচক্রগদাধারী রূপ দেখার প্রার্থনা করিতেছি না। তেন চতুর্ভুজেন রূপেন—আমি যেমন বলিতেছি তেমন চতুর্ভুজরূপে।

এখন শ্রীগুরুকে অর্জুন যে বিশেষ ভঙ্গীটিতে প্রকাশিত হইতে বলিয়াছেন, তাহারই তাৎপর্য নির্ণয়ের চেষ্টা করিব। তিনি বলিয়াছেন, শ্রীগুরু প্রকাশিত হইবেন কিরীটিরূপে—তাঁহার মাথায় বিরাজিত থাকিবে শিরোভূষণ মুকুট। মানুষের মধ্যে মুকুট ধারণ করে রাজা, তাহার রাজৈশ্বর্যের পরিচয় হিসাবে। আবার দেবতারা সকলেই মুকুটভূষণ। তাঁহাদের মুকুট তাঁহাদের স্বতঃস্ফূর্ত চৈতন্য শক্তির দ্যোতক। তুমি যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেবাদিদেব পরমেশ্বর, তাহার নিত্য জাগ্রত পরিচয়রূপে আমি তোমার মস্তক, নিয়ত রত্নোজ্জ্বল দিব্যদ্যুতিসমন্বিত শিরোভূষণমণ্ডিত দেখিতে চাই। মানুষের মাথার মুকুট যেমন অনায়াসে তাহার রাজপদের পরিচয় দেয়, দেবতার মুকুট যেমন তাঁহার দেবত্বের সহজ পরিচয়, তেমনি তোমার পরমপদের অত্যুজ্জ্বল পরিচয় যেন আমার দৃষ্টিতে তোমার শিরে রত্নমুকুটরূপে শোভা পায়। জগতের সব চেয়ে মূল্যবান রত্নরাজি জ্ঞানের তুলনায় মূল্যহীন। রত্নের ঔজ্জ্বল্য জ্ঞান জ্যোতিরই দীন আভাস। লৌকিক দৃষ্ট রতন মাণিক দেবাদিদেবের অচিন্তনীয় মহিমার কতটুকু পরিচয় দিতে পারে? মানবদেহে জ্ঞানই সর্বশ্রেষ্ঠ শিরোভূষণ। শ্রীঅর্জ্জুনের কথার মর্ম্ম এই যে আমি যেন তোমার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই তোমার বিশ্বোদ্‌ভাসী জ্ঞানের দীপ্তি তোমার শিরোভূষণরূপে দেখিতে পাই।

অর্জুনের আশঙ্কা এই যে, জগৎ খেলায় পুনঃ প্রবৃত্ত হইলেই হয়ত নিজের বুদ্ধি প্রকৃতি পূর্ববৎ হইয়াই ফিরিয়া আসিবে। শ্রীগুরুকৃপায় আজ যাহা দেখা যাইতেছে, বুঝা যাইতেছে, সেই সৌভাগ্য হয়ত বিলুপ্ত হইয়াও যাইতে পারে। কিন্তু যাঁহার মহিমায় এই সমস্তই অনায়াসলভ্য হইয়াছে, তিনি যদি জীবনে স্ব-মহিমায় বিরাজিত থাকেন, তবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর কোন দিক দিয়াই কোন বিচ্যুতির আশঙ্কা থাকিবে না। তাই তিনি শ্রীগুরুর সঙ্গে তাঁহার সম্পর্ক জীবনে পাকা করিয়া রাখিবার জন্যই প্রার্থনা করিলেন—তোমার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই আমার পক্ষে তোমার চৈতন্যস্বরূপ যেন সমুজ্জ্বলরূপেই চির জাগ্রত থাকে।

শ্রীঅর্জুনের আর এক কথা—আমি তোমাকে গদাধারী-রূপে দেখিতে চাই। গদা শাসনের দ্যোতক, আঘাতের প্রতীক।

জগতকে আমরা অসুন্দর দেখি, জগদ্ ব্যবহারে প্রতিনিয়ত নানা দিক হইতে বিশেষ করিয়া আঘাত প্রাপ্ত হই বলিয়া। জগতে নানা, বহুরূপে যাহা কিছু দেখি, ব্যবহারে মনে হয়, সকলেই যেন আমার সম্বন্ধে শাসন-ভার প্রাপ্ত; নানাভাবে আমাকে ব্যথা দেওয়াই যেন জগতের কাজ। এমন বুদ্ধিতে জগদ্ব্যবহারের ফলে জগতের সঙ্গে সম্পর্ক বিরূপ হইয়াই বাড়িয়া চলিয়াছে। শ্রীঅর্জুন মনুষ্য-ব্যবহারের এই অভ্যস্ত বুদ্ধির কথা স্মরণ করিয়াই বলিলেন—জীবনে আঘাত বা ব্যথা আমি যখন যেখান হইতেই প্রাপ্ত হই না কেন, আমি যেন আঘাতের যন্ত্র গদা তোমার হাতেই বিরাজিত দেখিতে পাই। আমার সম্যক্ শাসনভার যে শুধু তোমাতেই বিদ্যমান,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমার মরা কিংবা বাঁচা, তিরস্কার বা পুরস্কার, লাভ কিংবা ক্ষতি যে একমাত্র তোমার নিজের দেওয়া বিধানেই ঘটিতে পারে, এ সত্য আমি যেন কখনো না ভুলি। সংসারে জননী যেমন প্রয়োজনমত সন্তানের শাসন নিজ হস্তেই করিয়া থাকেন, সন্তানের উপর অন্যের শাসন কিছুতেই সহিতে পারেন না, তুমিও যে, হে প্রিয়তম, তোমার মানবসন্তানের শাসনভার আর কোন ভিন্ন শক্তির হাতে ছাড়িয়া দাও নাই, জগৎ শাসনের সম্যক্ ক্ষমতা স্বীয় হস্তেই রাখিয়াছ, তোমার শাসনদণ্ড তোমার হস্তশোভারূপে বিদ্যমান থাকিয়া সেই সত্য যেন চিরকাল আমার চক্ষে জাগাইয়া রাখে।

অর্জুন আরও চাহিয়াছেন চক্রধারীরূপে শ্রীগুরুকে দেখিতে।

সংসারের চতুর্দিকে নিরন্তর যে রহস্য জটিল ঘটনার স্রোত বহিয়া যাইতেছে, মানুষ মনে করে এ যেন পরস্পরের বিরুদ্ধে পরস্পরের, একের বিরুদ্ধে অন্যের, নিজের বিরুদ্ধে পরের এক বিরাট চক্রান্ত। কাজেই প্রতি কর্মে মানুষ এই অদৃশ্য অবোধ্য গুপ্ত চক্রান্ত জালে জড়াইয়া পড়িবার ভয়ে, পদে পদে অত্যন্ত সংশয়ে, সঙ্কোচে, অতীব ভয়ের সঙ্গেই চলিতে বাধ্য হয়। এই ব্রহ্মাণ্ডচক্রের তুমিই যে একমাত্র চক্রী, এ চক্র যে নিরন্তর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমার হাতেই ঘোরে, তুমি ভিন্ন আর অন্য কেহ যে কোনদিন এই চক্রের চালক হয় না, বা হইতেই পারে না, জগতের যাবতীয় চক্রান্তই যে একমাত্র তোমারই চক্রান্ত, শ্রীঅর্জুন প্রার্থনা করিলেন—তোমার সেই চক্র-পরিচালনরত হস্তখানা আমার নয়ন সমক্ষে জাগরূক রাখিয়া এই সত্য আমাকে সহজ ভাবে গ্রহণ করার সুযোগ প্রদান কর।

এখানে একটা গল্পের দৃষ্টান্ত দিলে বিষয়টি অধিকাংশ লোকের পক্ষেই সুখবোধ্য হইবে।

জনৈক ভদ্রলোক সস্ত্রীক সমুদ্রপথে বিদেশ যাত্রা করিয়াছেন। জাহাজ যখন মধ্যসমুদ্রে, তখন ঘটনাচক্রে প্রবল ঝড় উঠিল। উদ্দাম বায়ুবেগে সমুদ্রতরঙ্গগুলি পাগলের মত জাহাজের চতুর্দিকে লাফালাফি করিতে লাগিল। যাত্রীগণের মনে হইল, যে কোন মুহূর্তে সমুদ্র জাহাজখানা গিলিয়া ফেলিবে। জাহাজের সমস্ত যাত্রী প্রাণভয়ে অত্যন্ত ভীত হইয়া স্ব স্ব জাতীয় ভাষায় নিজ নিজ ধর্ম অনুযায়ী প্রার্থনায় ভগবানের কাছে প্রাণ-ভিক্ষা চাহিতে লাগিল। প্রাণভয়ে অত্যন্ত ভীত হইয়া আমাদের পূর্বোক্ত ভদ্রলোকের স্ত্রী খুঁজিয়া খুঁজিয়া তাঁহার স্বামীকে জাহাজের এক কোণে শান্তভাবে একখানা চেয়ারে উপবিষ্ট দেখিতে পাইলেন। এত বড় বিপদের মধ্যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বামীকে এমন অবিচলিত দেখিয়া, স্ত্রী ভরসা না পাইয়া অধিকতর ভীত বোধ করিলেন। তাঁহার আশঙ্কা হইল, এত বড় বিপদের ফলে স্বামীর হয়ত মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটিয়াছে; তাই তিনি বিপদের গুরুত্ব বুঝিতে পারিতেছেন না। সেজন্য তিনি স্বামীকে সচেতন করিবার মানসে তাঁহাকে ধাক্কা দিয়া অত্যন্ত চীৎকার করিয়া বলিলেন, এমন হতভম্ভ হ'য়ে বসে আছ কোন্ ভরসায়? দেখ্‌তে পাচ্ছ না যে আমরা এখনই মরে যাচ্ছি? এই কথা শুনিয়া স্বামীটি ত্রস্তে তাঁহার পকেট হইতে একটা পিস্তল বাহির করিয়া স্ত্রীর বুক লক্ষ্য করিয়া ধরিলেন। স্ত্রী অত্যন্ত সহজভাবে হাত দিয়া পিস্তলটা ঠেলিয়া দিতে দিতে বলিলেন, 'এ আবার কোন্ ঢং'। মনে মনে তাঁহার সংশয় হইল সত্যই হয়ত স্বামীর মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটিয়াছে। স্বামী বলিলেন, তোমার কি মরণের ভয় নাই? দেখ্‌তে পাচ্ছ না যে এই পিস্তলের গুলিতে এখনি তোমার প্রাণ যাইবে? অকস্মাৎ এই নাটকীয় ব্যাপারে স্ত্রীর মন আসন্ন বিপদের কথা সাময়িকভাবে বিস্মৃত হইল। তিনি ধীর শান্তভাবেই বলিলেন, তোমার হাতের পিস্তলে আমার ভয় হবে কেন? আর সত্যই যদি তোমার পক্ষে আমাকে মারা সম্ভব হয়, তবে তোমার হাতের মৃত্যুকে আমি এই সাগরজলে ডুবে

17

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মরার চেয়ে অনেক বেশি ভাগ্য বলিয়া মনে করিব। স্ত্রীর কথা শুনিয়া স্বামী সহাস্য বদনে বলিলেন, আমার পিস্তলে তোমার ভয় নাই, আমি তোমার প্রিয় স্বামী বলিয়া। এই প্রলয়ঙ্কর ঝড়ের নৃত্য যিনি জাগাইয়া তুলিয়াছেন, তিনিও আমার অতি বড় নির্ভরযোগ্য স্বামী। আমি তোমার যতখানি নির্ভরযোগ্য, যতখানি প্রিয়, তিনি আমার এবং সকলের তার চেয়েও অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য, অনেক বেশি প্রিয়। এই জাগ্রত বিপদের ব্যবস্থা যেহেতু তাঁহারই, সেইজন্য এই দৃশ্য দেখিয়া আমি ভীত না হইয়া আনন্দই বোধ করিতেছি। আমি আমার জন্যই ভীত হইতেছি না, তাহা নহে—আর কাহারও জন্যও নহে; কারণ– যাঁহার এই ঘটনা তিনিই সকলের নির্ভরযোগ্য একমাত্র আশ্রয়স্থল! মঙ্গলময় তাঁহার নিকট হইতে মানুষ কখনই অমঙ্গল প্রাপ্ত হয় না।

অর্জুন ইতিপূর্বে যাঁহাকে বলিয়াছেন,

"পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়াহর্হসি দেব সোঢ়ুং।"

—তিনি কি গদা এবং চক্রধারীরূপে তাঁহাকেই দেখিতে চাহিলেন? যিনি আমার পরম প্রিয়তম সর্বাশ্রয় বলিয়া বিদিত, গদা চক্র তাঁহার হস্তে বিরাজিত হইলে, গদাধর ভয়ঙ্কর না

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়া শ্রীধর, বংশীধর রূপেই পরিচিত হইবেন। জগতকে কুচক্ররূপে না দেখিয়া সুদর্শনরূপে দেখাই সহজসাধ্য হইবে।

এখন কথা এই যে, গদা চক্র না হয় শ্রীগুরুর হস্তেই শোভা পাইল, কিন্তু চতুর্ভুজের সমস্যা ত রহিয়াই গেল। সমস্যা আমাদের থাকিতে পারে, শ্রীঅর্জুনের ছিল না। কারণ আর দুই হস্ত সম্বন্ধে তিনি আর কিছু বলা আবশ্যকীয় মনে করেন নাই। তিনি নূতন যে দুই হস্তশোভা দেখিতে চাহিয়াছেন তাহা ছাড়া শ্রীগুরুর আর দুইখানা হাত ত বরাবরই ছিল। যে দুই হস্তের স্নেহ করুণার দানে তাঁহার মানব-জীবন এমন দেব-দুর্লভ মহত্ত্ব-মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে, তিনি সেই চিরপরিচিত হস্ত দু'খানার কোন পরিবর্তন প্রার্থনীয় মনে করেন নাই। সৃষ্টিতে যে এমন কোনও যন্ত্র বা সুষমা থাকিতে পারে, যাহা দ্বারা সেই সহজ সুন্দর কৃপা-নিলয় হস্তদ্বয়ের বিন্দুমাত্র উন্নতি সাধিত হইতে পারে, ইহা শ্রীঅর্জুন ভাবিতেই পারেন নাই। এই দুই হস্তে শঙ্খ পদ্মের শোভা প্রার্থনা করিতে তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন, তাহা নহে—সহজেই অনাবশ্যক মনে করিয়াছেন।

আর একটা দিক আছে। শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী বিষ্ণু দেবলোকবাসী। ঊর্ধলোকই তাঁহার নিত্য বসতিস্থল। অর্জুনের প্রার্থনায় তিনি নামিয়া আসিলেও আবার অবশ্যই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যথাস্থানে চলিয়া যাইবেন। মানুষ গোলকপতিকে ডাকিয়া আনে, তাঁহার কৃপায় গোলকে চলিয়া যাইবার জন্য। শ্রীঅর্জুন বিশ্বপতিকেই নব চতুর্ভুজ শ্রীগুরুমূর্তিতে নামিয়া আসিতে আহ্বা করিলেন, মানুষের সঙ্গে মানুষ হইয়া মর্ত্য-লোকে বসবাসের জন্য।

দেবকৃপা-অভিলাষীদের দেবসান্নিধ্য স্থায়ীভাবে ভোগ করিতে হইলে দেবলোকবাসী হইয়াই থাকিতে হইবে। দেবতারা মর্ত্যে যাতায়াত করিতে পারেন, কিন্তু পাকা হইয়া থাকিতে পারেন না।

দেহধারী শ্রীগুরু সর্ব মহত্ত্ব বিভুত্বের আকর হইয়াও মানবরূপে মানব-সঙ্গে মর্ত্যবাসী থাকিতেই অভ্যস্ত। সেইজন্য শ্রীঅর্জুন মানব-কল্যাণ জগত-কল্যাণ-কামী হইয়া বিশ্বপতিকে চতুর্ভুজ শ্রীগুরুমূর্তিতে এই মর্ত্য জগতেই স্থাপন করিতে চাহিলেন—এই মর্ত্যভূমিকেই জাগ্রত জীবন্ত বিশ্বনাথের নিত্য সেবা-মন্দিরে পরিণত করার জন্য।

ওঁ তৎ সৎ

'স্নেহং দয়াং বৎসলতাং বিধায়
চিত্তং প্রমুগ্ধং কৃতমত্র যেন
তং দীননাথং ভবসিন্ধুপোতং
শ্রীসত্যদেবং নিতরাং নমামি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

* * *

'ওঁ সহ নাববতু। সহ নৌ ভুনক্তু।
সহ বীর্য্যং করবাবহৈ। তেজস্বি নাবধীতমস্তু
মা বিদ্বিষাবহৈ।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।'

সমাপ্তম্

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তস্মৈ

এলাহাবাদ শ্রীসত্যগোপাল আশ্রমের আচার্য শ্রীগোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

বইখানি পত্ররচিত হইলেও ছিন্নসূত্র নয়। একই রসধারা পুস্তকের প্রতি ছত্রেছত্রে প্রবাহিত। দৈনন্দিন কর্মে কিরূপ দৃষ্টি রাখিয়া চলিলে কর্ম-মাত্রই ধর্ম হইতে পারে তাহার অনুভবলব্ধ অভিজ্ঞতার কথাই এই পুস্তকে বলা হইয়াছে। গ্রন্থকার-গৌরব লাভের জন্য এই পুস্তকের প্রকাশ নয়। প্রীতির পরিবেশন আত্মীয়মাত্রেরই হাতে পৌঁছাইয়া দিবার আকাঙ্ক্ষাতেই এই প্রচেষ্টা। এই বইখানিতে অযথা উপদেশ-বাহুল্য নাই, ইহাতে পাইবেন সাধন-পথে অপরিহার্য বন্ধুর পরামর্শ। একবার পাঠ করিলেই এই পুস্তকের নিত্য সাহচর্যের দাবী, আত্মীয়তার-দাবী স্বাভাবিক বলিয়া মনে হইবে। বিশিষ্ট বিশিষ্ট পত্রিকাতেই উচ্চ প্রশংসিত। মূল্য ৩৲ তিন টাকা।

প্রাপ্তিস্থান :—

মহেশ লাইব্রেরী

২।১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

এবং অন্যান্য প্রধান প্রধান পুস্তকালয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi